# চলাচল

( নাটক )

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪, বিধান সরণী
কলিকাতা-৬

প্রকাশক :
শ্রীভুবনমোহন মজুমদার
শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪ বিধান সরণী
কলিকাতা-৭

প্রকাশ : আষাঢ়, ১৩৬৩

মুদ্রাকর :
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস
বাণীরূপা প্রেস
৯এ, মনমোহন বসু স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

শ্রীধর্মদাস মুখোপাধ্যায়

প্রীতিভাজনেষু

# চরিত্র-লিপি

## —পুরুষ—

ডাঃ সমাদ্দার—কেমিস্ট্রির প্রফেসর

ডাঃ চন্দ্র— ঐ

অবিনাশ—কমার্সিয়াল আর্টিস্ট

বিপিন—ধনী ব্যবসায়ী

মণ্টু—বিপিনের ছোট ভাই

মণিময়—সরমার দাদা

ঘনশ্যাম—বিপিনের সহকারী

মিঃ দেশাই—সিনেমা প্রযোজক

শিউশরণ—ডাঃ সমাদ্দারের ভৃত্য

মিস্টার আনন্দ—সাইন্‌টিস্ট

মিস্টার ভুটা, মিঃ দেশাইর সহকারী, কতিপয় ছাত্র-ছাত্রী

## —স্ত্রী—

সরমা—গবেষণারত ছাত্রী

অপর্ণা—ডাঃ চন্দ্রর স্ত্রী

চারুদেবী—মণ্টুর মা

# প্রথম অঙ্ক

## *প্রথম দৃশ্য*

কলেজের একটি ক্লাসঘর। মনোনিবেশ সহকারে অবিনাশ খড়ি দিয়ে কার্টুন আঁকছে ব্ল্যাক বোর্ডে। কালো ঢ্যাঙা হাড়জর্জর মূর্তি। ঘণ্টা বাজার শব্দ হল। হৈ চৈ করতে করতে জনাকতক ছাত্রের প্রবেশ। অবিনাশ তন্ময় হয়ে কার্টুনই আঁকছে।

একজন ছাত্র। ও সব আঁকা-টাকা রাখো অবিনাশদা, মনে আছে সেই কথা ?

অবিনাশ। ( আঁকতে আঁকতে ) খুব আছে, টাকা ফ্যাল্।

ছাত্র। ফেলব না তো কি অমনি বলছি, ক্যাশ-ডাউন দেব—কেরামতিটা দেখাও আগে।

অবিনাশ। ( ডাস্টারে কার্টুন মুছে দিয়ে ) ঠিক আছে।

ছাত্রদের 'হিয়ার হিয়ার' কলরব। একটা কিছু ঘটবে আজ, সকলেরই চোখে মুখে সেই উল্লাস।

অন্য এক ছাত্র। ( দরজার দিকে চেয়ে ইশারায় ) এই। স্-স্-স্। আসছে।

কেবল প্রথম বেঞ্চিটা বাদ দিয়ে ছাত্রেরা যে যার আসন নিয়ে বসল তাড়াতাড়ি। চপল গাম্ভীর্য বজায় রাখার চেষ্টা। তিনটি ছাত্রীর প্রবেশ। প্রথম বেঞ্চিতে বসল তারা। ধারের স্বাস্থ্যদৃপ্ত

গৌরতনু ছাত্রীটি সরমা ব্যানার্জী। অবিনাশ উঠে তার সামনে এসে দাঁড়াল। বিনয়-বিনম্র। অন্য ছেলেরা মুখে রুমাল চাপা দিয়েছে।

অবিনাশ। দেখুন, আমি···আপনার এ পাশটিতে বসব, সরে বসুন না একটু···।

সরমা এবং অন্য দুটি মেয়েও সবিস্ময়ে তাকালো তার দিকে। সরমার দুই চক্ষু বিস্ফারিত।

দেখুন···( কণ্ঠস্বর আরো মোলায়েম করে ) এই, ইয়ে—বিশ টাকা বাজি ফেলেছে ওরা···এই এই মূ-মূ···মূর্তি দেখে আর কি—তবু ওদের এই ঠাট্টা আমার লাগে···দিন না একটু জায়গা ?

রেজিস্ট্রি খাতা হাতে ডাঃ সমাদ্দারের প্রবেশ। বৃদ্ধ, চটপটে ছটফটে মানুষ। ছেলে মেয়েরা দাঁড়িয়ে উঠল।

সমাদ্দার। সিট ডাউন! সিট ডাউন প্লিজ— !

এক অবিনাশ ছাড়া সকলেই আসন নিল আবার। অবিনাশ করুণ নেত্রে প্রতীক্ষা করছে। সরমার সঙিন অবস্থা। সমাদ্দার ব্যস্তভাবে খাতাখুলে রোলকল্ শুরু করে দিলেন।

সমাদ্দার। রোল নাম্বার ওয়ান।

ছাত্র। ইয়েস সার।

সমাদ্দার। ট্যু।

ছাত্র। প্রেজেন্ট সার।

সমাদ্দার। থ্রী।

অবিনাশের প্রতি সকলের সশঙ্ক দৃষ্টি

সরমা। ইয়েস সার।

সে ফিরে বসার সঙ্গে সঙ্গে অবিনাশ আর একটু ঘেঁষে দাঁড়াল। সমাদ্দার বিরক্ত হয়ে রেজিস্ট্রি খাতা খটাস করে বন্ধ করে একপাশে ঠেলে দিলেন।

সমাদ্দার। রাবিশ! আই কাণ্ট্ ডু ইট্ এভরি ডে!···তোমরা যারা উপস্থিত আছ প্রেজেণ্ট করে নিও। (দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অবিনাশের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হল)···ইয়েস?

অবিনাশ। এই, মানে—আর যারা অনুপস্থিত তারা কি করবে সার?

সমাদ্দার। তারা! (হেসে) যারা অনুপস্থিত তারা তো অ্যাবসেণ্ট হে! তারা আবার কি করবে! সিট ডাউন, সিট ডাউন প্লীজ্।

তাড়া খেয়েই যেন এবারে অবিনাশ সরমার পাশটিতে বসে পড়ল। নিরুপায় সরমা যতটা সম্ভব অন্য মেয়ের গা ঘেঁষে সরে বসল। ক্লাসে চাপা হাসির রোল উঠিল একটা।

সাইলেন্স! শোনো ছেলেরা, তোমাদের একটা সুখবর দিই—এতদিন যে ল্যাবরেটারীর কথা বলে এসেছি তোমাদের, তার ব্যবস্থা সব পাকা—এবার হবে সেটা। (হাসি) কলেজের পড়া শেষ করে তোমরাও আসবে, সত্যিকারের সাইন্টিস্টএর ওটাই তো আসল জায়গা হে!

খড়ি হাতে বোর্ডের দিকে অগ্রসর হলেন তিনি। অবিনাশ এবং

সরমা পরস্পরের দিকে তাকাতেই পিছনে চাপা হাসির রোল উঠিল। সমাদ্দার ঘুরে দাঁড়ালেন।

হাসছ কি? অ্যাঁ? রিসার্চ করবে না তো কেমিস্ট্রি শিখে করবে কেরানীগিরি? (এগিয়ে গেলেন) এই যে শরীর—এর থেকে প্রাণটা বাদ দিলে থাকে কি? থাকে মাটির একটা জড় পদার্থ—তবে এই জড় পদার্থকে ইচ্ছেমত শক্ত সবল সুস্থ রাখা যাবে না কেন? কেন অস্থিচর্মসার হবে এই দেশের মানুষগুলো?

বোর্ডের দিকে ফিরলেন আবার।

হ্যাঁ, কি পড়াব? ভিটামিন!

বোর্ডে বড় বড় করে লিখতে লাগলেন VITAMIN. অবিনাশ এবং সরমার আবার পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি। মুখ কাঁচুমাচু করে অবিনাশ সরমারই একখানা বই হাতের কাছে টেনে নিল। ছেলেদের খুক খুক হাসির শব্দে ঘর মুখরিত হয়ে উঠল এবার। সমাদ্দার ক্রোধে ফেটে পড়লেন।

হোয়াটস্ দি ট্রাবল উইথ ইউ জেন্টলমেন? আই ওয়াণ্ট নো সাইলেন্স—নাও স্পীক! হোয়াট মেকস্ ইউ লাফ?

চক ডাস্টার রেজিস্টার সব ছুঁড়ে ফেলে দিলেন।

তোমরা শিখবে কেমিস্ট্রি, কেমন? তোমরা করবে রিসার্চ? বেশ ভালো করে হাট-বাজার বসাও এবার, আমি নেব না তোমাদের ক্লাস, নেভার!

সরোষে এবং সবেগে প্রস্থান করলেন সমাদ্দার। সরমা এবং বাকি দুটি মেয়ে উঠে দাঁড়াতে অবিনাশ জায়গা ছেড়ে সরে দাঁড়াল। একটা

অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করে সরমা চলে গেল। অন্য মেয়ে দুটি হাসিমুখে তাকে অনুসরণ করল।

অবিনাশ। যাঃ বাবা!

একজন ছাত্র। ব্যাপারটা তো সুবিধে হল না!

অবিনাশ। অত হাসতে গেলি কেন? বলি অত হাসার কি হয়েছিল তোদের?

অন্য ছাত্র। বেশ, নিজেদের মধ্যেই এবার ঝগড়া বাঁধাও।··· ব্যবস্থা তো কিছু করতে হবে, না কি?

অবিনাশ। (একটু ভেবে) আচ্ছা, তোরা অপেক্ষা করা এখানে, দেখি।···। (প্রস্থান)

একজন ছাত্র। ওর দি গ্রেট ফ্রেণ্ড ডাঃ চন্দ্রর কাছে গেল বোধ হয়?

অন্য ছাত্র। অগত্যা। দি গ্রেট ফ্রেণ্ডটি এবারে আমাদের সুদ্ধ না তুলে আছাড় মারেন।

মোটা বর্মা চুরট মুখে ডাঃ চন্দ্রকে নিয়ে অবিনাশের পুনঃপ্রবেশ। ছাত্ররা ত্রস্ত।

ডাঃ চন্দ্র। ব্যাপারখানা কি? আবার গণ্ডগোল বাঁধিয়ে বসেছ?

অবিনাশ। (মাথা চুলকে) ডাঃ সমাদ্দার রাগ করে ক্লাস ছেড়ে চলে গেলেন···আর কোনদিন ক্লাস নেবেন না বললেন। আমরা, এই একটু গোলমাল করে ফেলেছিলাম আর কি—।

ডাঃ চন্দ্র। একটু গোলমাল করে ফেলেছিলে? এই করতেই

আসো কলেজে, কেমন? এই নিয়ে তিনবার হল, আমার দ্বারা হবে না কিছু, যাও—

অন্য ছাত্ররা। আমাদের অন্যায় হয়েছে সার।

ডাঃ চন্দ্র। তাঁকেই গিয়ে বলো এ-কথা।

অবিনাশ। সে আমরা পারব না সার। এই বারটি সার, আর কক্ষনো টুঁ শব্দটি করব না।

ডাঃ চন্দ্র। ( হাসি চেপে ) মনে থাকবে?

অবিনাশ। হ্যাঁ সার।

অন্য ছাত্ররা। খুব থাকবে সার।

ডাঃ চন্দ্র। দিস্ ইজ্ দি লাস্ট টাইম মাইণ্ড ইউ।

ডক্টর চন্দ্র ভিতরে চলে গেলেন।

অবিনাশ। ( প্রকাণ্ড নিশ্বাস ফেলে ) উঃ। শিষ্য গেলেন দুর্বাসাকে ডাকতে—প্রাণে বাঁচার ইচ্ছে থাকলে আপাতত গা ঢাকা দাও সব।

তাড়াতাড়ি সকলের প্রস্থান এবং দরজার আড়ালে প্রতীক্ষা। ছড়ি হাতে ডাঃ সমাদ্দরের সঙ্গে ডাঃ চন্দ্র অন্যদিকে দিয়ে ভিতরে ঢুকলেন।

ডাঃ সমাদ্দার। দেখো, ক্লাস টাস আর নেবো না আমি, গোলমাল করবে কেমিস্ট্রি শিখতে বসে।

ডাঃ চন্দ্র। এই জন্যেই ক্লাস ফাঁকা বুঝি। মনের আনন্দে সরে পড়েছে সব।

ডাঃ সমাদ্দার। দেখো তো, ওরা শিখবে কেমিস্ট্রি!

ডাঃ চন্দ্র। ওদের তো সুবিধেই হল, কিন্তু কম বয়সি ছেলে ওরা, এ-রকম রাগ করলে লোকে হাসবে যে সার…

ডাঃ সমাদ্দার। ( সরোষে হাতের ছড়ি ঝাঁকিয়ে ) হাসবে মানে ? কে হাসবে ? আমি তাকে হুইপ করব !

নীরবে হাত বাড়িয়ে দিলেন ডাঃ চন্দ্র।

অ্যাঁ…। ( অপ্রস্তুত ) তুমি হাসবে বুঝি ? দেব যখন এক ঘা বসিয়ে বুঝবে মজা। ( ঘর ফাটানো হাসি ) দেখ তো এমন রাগিয়ে দাও মাঝে মাঝে। ( হঠাৎ কি মনে পড়তে ) এই যাঃ, তোমাকে বলেছি ?

ডাঃ চন্দ্র। কি ?

ডাঃ সমাদ্দার। ( উৎফুল্ল মুখে ) ল্যাবরেটারীর কথা ? সব রেডি হে ! প্ল্যান এসে গেছে, কণ্ট্রাক্টর লাগিয়ে দিয়েছি। আমার ওষুধের কারখানা থেকে টাকা এনেই দিলুম শুরু করে।

ডাঃ চন্দ্র। ( নিস্পৃহ ) কি লাভ এ দেশে আর ওসব করে…।

ডাঃ সমাদ্দার। ( বিষম অবাক ) কেন গো ?

ডাঃ চন্দ্র। কি হবে এখানে, আর কাদের দিয়েই বা হবে ?

ডাঃ সমাদ্দার। বলো কি হে তুমি ! আমাদের ছেলেদের দিয়েই হবে, কার ভিতরে কি আছে এ কি বলা যায় !

ডাঃ চন্দ্র। খুব যায়। আমাদের ছেলেরা শুধু বই মুখস্থ করবে বসে বসে।

ডাঃ সমাদ্দার হতভম্ব

চলুন সার, আবার বাইরের কোনো য়ুনিভার্সিটিতেই না হয়

চলে যাই আমরা। জলাঞ্জলি যাক এসব ছেলেরা, গোলমাল করবে কেমিস্ট্রি শিখতে বসে, এদের দিয়ে কোনদিন কিছু হবে!

ডাঃ সমাদ্দার। (সজোরে হাতের লাঠিটা বেঞ্চির উপর আছড়ে) থামো থামো! দূর হও আমার সমুখ থেকে! একশ বার করবে ছেলেরা গোলমাল—কেমিস্ট্রির এখনি কি বোঝে তারা যে তোমার মত মুখ বুজে বসে থাকবে সারাক্ষণ?

ডাঃ চন্দ্র। তাই বলে গোলমাল করবে ক্লাসে?

ডাঃ সমাদ্দার। নিশ্চয় করবে, এক হাজার বার করবে। যদি শুনি কিছুমাত্র ফাঁকি দিয়েছ ওদের শেখাতে, তোমাকে—তোমাকে দেখাব আমি।…বাইরের য়ুনিভার্সিটিতে যাব! ক্লাস নেব না!·· ফুল! (হাঁক পাড়লেন) বয়েজ! কোথায় গেল সব, বয়েজ—!

দরজার দিকে ঝুঁকলেন তিনি। ডাঃ চন্দ্র পিছন থেকে ছেলেদের ভিতরে আসতে ইশারা করে অন্য দরজা দিয়ে প্রস্থান করলেন। ছেলেরা এলো। ডাঃ সমাদ্দার উত্তেজিত।

এই যে ছেলেরা, তোমাদের ক্লাস নেব আমি, খুব ভালো করে নেব। কিন্তু দেখো, ওই চন্দ্রর ক্লাসে কক্ষনো যেন গোল কোরো না—ভয়ানক রাগী, বুঝলে—ক্লাস ট্লাস নেওয়া একেবারে বন্ধ করে দেবে।…আচ্ছা, আজ আর না, বকে বকে গলা ধরে গেছে—কাল থেকে নেব ক্লাস, গুড বাই।

চলে গেলেন। ছাত্রদের সমবেত উচ্ছ্বাস। কেউ বেঞ্চি চাপড়ালো, কেউ বই দিয়ে তবলা বাজালো। জনাকতক ফূর্তিতে ঘিরে দাঁড়ালো অবিনাশকে।

অবিনাশ। ( একজনের উদ্দেশে ) টাকা ছাড়ো।

সকলে। টাকা ছাড়ো—টাকা ছাড়ো!

ছাত্রটির সানন্দে কুড়িটাকা অর্পণ। অবিনাশ এক মুহূর্ত ভেবে টাকাটা আর একজনের হাতে দিল।

অবিনাশ। এই, তোরা বিনোদের দোকানে জাঁকিয়ে বোস গে যা, আমি আসছি।

দ্রুত বেরিয়ে গেল সে। অন্যদিক দিয়ে ছাত্রদের সকলরবে প্রস্থান। পরক্ষণে অবিনাশ ফিরে এলো আবার। সঙ্গে সরমা।

দেখুন, ইয়ে—সমাদ্দার সাহেব কাল থেকেই আবার ক্লাস নেবেন বলেছেন।

সরমা। সেটা বলার জন্য এখানে আমাকে ডেকে আনার দরকার ছিল না।

অবিনাশ। ঠিক সেই জন্য ডাকিনি। বলছিলাম···আমার খুব অন্যায় হয়ে গেছে। ওই বাঁদরগুলো বাজি ফেলতে লোভ সামলাতে পারলুম না।

সরমা। কিসের লোভ সামলাতে পারলেন না? টাকার না পাশে বসার?

অবিনাশ। আপনি ভয়ানক রেগে গেছেন···।

সরমা। এই তিন বছর ধরে আপনাকে দেখছি, অনেক দিন অনেক লোভই আপনি সামলাতে পারেন নি। দাদার কাছেও আপনি যখন তখন আসেন তার লেখা শোনার লোভেই বোধ হয়?

হাসি গোপন করে অবিনাশ ঘরের কড়িকাঠ দেখতে লাগল। সরমা আরো রেগে গেলো।

কিন্তু ওই লোভ টোভগুলো এবারে আপনার একটু সামলে চলা দরকার। আপনি এক এক ক্লাসে তিনবছর করে থেকে অভ্যস্ত। কিন্তু একবার স্কলারশিপ না পেলে আমার পড়া বন্ধ হয়ে যাবে, এ-কথাটা মনে রাখলে খুশি হব। ( প্রস্থানোদ্যত )

অবিনাশ। শুনুন—। ( আঙুল দিয়ে নিজের পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখিয়ে ) দেখছেন— ?

সরমা। কি ?

অবিনাশ। ওপরঅলার তামাশা—চেহারায় স্বাস্থ্যে সর্বত্র। যে ক'টা দিন বাঁচি হেসে খেলে বাঁচতে চাই বলেই ওরকম করি, কারো ক্ষতি করার জন্য নয়। কাল থেকে অবিনাশকে আর কলেজেও দেখবেন না, আপনাদের বাড়িতেও না। খুশি ?

সরমা বিমূঢ় নেত্রে চেয়ে রইল তার দিকে। অবিনাশ দরজার কাছাকাছি গিয়ে ফিরে দাঁড়ালো আবার। নিঃশব্দ দৃষ্টি বিনিময়। সরমার মুখে এবার বিব্রত হাসির আভাস একটু।

সরমা। আমি···আমি তো আপনাকে তা বলিনি।

অবিনাশ। বলেন নি তো ? বাঁচা গেল।

সরমা। ( হেসে ফেলে ) না বাঁচা গেল না। আপনি কক্ষনো আর এ-রকম করবেন না।

সহাস্যে প্রস্থান করল। অবিনাশ সেদিকে চেয়ে মৃদু মৃদু হাসতে লাগল।

## *দ্বিতীয় দৃশ্য*

ডাঃ চন্দ্রর ঘর

একদিকে দু'তিনটে চেয়ার। বইয়ের আলমারি। তার পাশে ছোট টেবিলের উপর একটা মাইক্রোসকোপ। আর রাসায়নিক দ্রব্য সাজানো ছোট সেল্‌ফ একটা।

নিবিষ্ট চিত্তে চন্দ্র মাইক্রোসকোপে পরীক্ষা করছেন কি। ব্যস্তসমস্ত সমাদ্দারেব প্রবেশ।

চন্দ্র। এই যে সার, আসুন, আসুন!

সমাদ্দার। তোমার ব্যাপারখানা কি হে? তুমি ভেবেছ কি?

চন্দ্র। (সহাস্যে) বসুন সার, বলছি।

সমাদ্দার। (বসলেন) বেশ বলো। আজ দেড় বছর হল কলেজ ছেড়ে য়ুনিভার্সিটিতে এসেছ, এর মধ্যে দেড়বারও আমার ল্যাবরেটারীতে তোমার টিকি দেখা যায়নি—এ-রকম পালিয়ে বেড়াবার কারণটা কি আমি জানতে চাই! (লাঠি ঠুকলেন)

চন্দ্র। পালিয়ে বেড়াচ্ছি কোথায়, বাড়িতেই তো আছি দেখছেন।

সমাদ্দার। (কণ্ঠস্বর বদলে) তুমি ল্যাবরেটারীতে কাজে লাগছ কবে থেকে?

চন্দ্র নিরুত্তর

টেল্‌ মি ইয়েস অর নো?

চন্দ্র। একটু ভেবে দেখি···।

সমাদ্দার। (সরোষে উঠে দাঁড়ালেন) ভা-ব-বে? এতবড়

একটা জিনিস ফেঁদে বসলাম তোমার শেষ সময়ে ভেবে দেখি বলার জন্যে ? কি হবে ছেলেদের ছ'পাতা কেমিস্ট্রি মুখস্থ করিয়ে ? ম্যালেরিয়ায় মরছে, যক্ষ্মায় মরছে, কলেরায় মরছে, পেটের অসুখে ভুগে মরে যাচ্ছে, অস্থিচর্মসার বিকলাঙ্গ সব—কাকে পড়াবে ? কি আবার ভাববে ?

চন্দ্র। ( হেসে ) না আর ভাবব না, তার থেকে অনেক ভালো বাজারে একের পর এক পেটেণ্ট মেডিসিন আর টনিক ছাড়া—এবারে যাব।

সমাদ্দার। ( বিগলিত ) পেটেণ্ট আর টনিক তো আমার কারখানায় হামেশাই বেরুচ্ছে, সে জন্যে কে ডাকছে হে তোমাকে ! যাক, আমি জানি তুমি আসবে।…হ্যাঁ ভালো কথা, আরো জনা তিন চার জুনিয়র কেমিস্ট দরকার হবে, তোমার ওই যে ছাত্রীটির কথা বলেছিলে, কি নাম যেন—ছ্যাট্ লাভলি এঞ্জেল—সরমা ব্যানার্জী। তাকেও নেওয়া যাবে—এম. এস্‌সি.তেও ভালো করছে তো ?

চন্দ্র। করছে…তবে অভাব অনটনের জন্যেই বোধহয় খুব রেগুলার নয়… !

সমাদ্দার। আরে দূর ! ওসব অভাব অনটন হল কষ্টিপাথর, বুঝলে ? ও মেয়ে ঠিক ভালো করবে দেখো। আমার সঙ্গে একবার দেখা করতে বোলো, অনেক দিন দেখিনি। আচ্ছা, উঠি অনেক কাজ… ।

ব্যস্তভাবে চলে গেলেন। অর্পণার প্রবেশ।

চন্দ্র। কি হল! তোমার গানের সাড়াশব্দ পাচ্ছিনে যে এখনো?

অপর্ণা। একটা মস্ত সুখবর দেব বলে আসছিলাম, তর্জন গর্জন শুনে একেবারে হাঁ! ভাগ্যে ঢুকে পড়িনি—

চন্দ্র। পড়লে তোমাকেও এক হাত নিত, শুনলে বুড়োর কথা?

অপর্ণা। লাভলি এঞ্জেল সরমা ব্যানার্জীর কথা? তা সে তো কলেজে থাকতেই শুনে আসচি!

চন্দ্র। অপর্ণা, সে আমার ছাত্রী। তোমার মস্ত সুখবরটা কি?

অপর্ণা। তেমন কিছু না।···তা ছাত্রীর বুঝি প্রিয় পাত্রী হতে নেই?

চন্দ্র। (বিরক্তমুখে মাইক্রোসকোপের দিকে এগিয়েও ঘুরে দাঁড়ালেন) অবিনাশের সকালের খাবারটা গেছে তো?

অপর্ণা। (ব্যঙ্গাত্মক দীর্ঘনিশ্বাস) গেছে—। এক কাজ করো, পড়ানো ছেড়ে দাতব্য চিকিৎসালয় খুলে বোসো একটা।

চন্দ্র। (কাজে মন দিলেন) ওর এবারের এই অসুখে এত টাকা খরচ হয়ে গেছে বলে রাগ বুঝি?

অপর্ণা। রামঃ, তোমার টাকা তুমি খরচ করবে আমি রাগতে যাব কেন?

চন্দ্র। হুঁ। আর একটা মেয়ে এত টানাটানি আর পড়াশুনার মধ্যেও দিন রাত যা করছে ওর জন্য, দেখলে টাকার কথা মুখেও আনতে না।

অপর্ণা। আর একটা মেয়ে অর্থাৎ সরমা, এই তো? তা অত করছে কেন?

চন্দ্র। কেন আবার, অসুখ বলেই করছে।

অপর্ণা। ও…।

এক ঝলক হেসে ভিতরে চলে গেল সে। চন্দ্র ঈষৎ বিস্মিত।

নেপথ্য কণ্ঠ। মোহিনীদা, মোহিনীদা বাড়ি আছ ?

বিপিন চৌধুরীর প্রবেশ। চকচকে চেহারা, ঝকঝকে বেশবাস।

চন্দ্র। এই যে এসো এসো—শেয়ার মার্কেট যে ! বোসো… কি খবর ?

বিপিন। ছুটির দিন, এলাম…।

চন্দ্র। ছুটির দিন তো প্রতি সপ্তাহে একটি করে আছে হে, কখনো মনে পড়ে না তো ! যাক, ব্যবসায় তো লাল হয়ে উঠেছ শুনতে পাই, আমরা বই ঘষ্টেই গেলাম।

বিপিন। তোমরা কি আর চাও কিছু, মহাদেবের মত তোমাদের ছাই-ই অলঙ্কার।

চন্দ্র। অপর্ণা ! অপর্ণা—

শাড়ির আঁচল মাথায় তুলে অর্পণা এলো।

এসো, আমার ব্রোকার বন্ধুর গল্প করতাম না ? ইনি—বিপিন চৌধুরী, একখানা আস্ত শেয়ার মার্কেট। ছুটির দিনে পথ ভুলে এসে পড়েছেন…

নমস্কার বিনিময়

বিপিন। মোহিনীদার কথা শুনবেন না বৌদি, লোকের নামে বাড়িয়ে বলাই ওঁর অভ্যেস।

অপর্ণা। কি করে জানব বলুন, পড়ার বই আর মাইক্রোসকোপ ছাড়া আর কারো সঙ্গে ওঁর আলাপ আছে তাই তো জানতুম না।

চন্দ্র। আজ জানলে তো? বিপিন, এঁর গান সম্বন্ধে তোমাদের কি বলেছিলাম বলে দাও তো।

বিপিন। বলেছিলে···ওঁর গান থেকে ওঁকেই বেশি পছন্দ তোমার।

চন্দ্র। ইউ লায়ার। এই বলেছিলাম?

অপর্ণা। উনি ভুলে গেছেন, তুমি বলেছিলে মাইক্রোসকোপ বেশি পছন্দ। বসুন, চা দিতে বলি। ( প্রস্থান )

বিপিন। ভালো কথা মোহিনীদা, একজন প্রোফেসার-টফেসার দেখে দাও না, মণ্টুকে পড়াবে। কাকিমার ধারণা এই অভাব-টুকুর জন্যেই তাঁর ছেলে পাস করতে পারছে না।

চন্দ্র। পাস করেও কাজ নেই তাহলে, শেয়ার মার্কেটের দড়ি পরিয়ে দাও নাকে। ( হঠাৎ কি মনে পড়তে ) দাঁড়াও, দাঁড়াও··· আই. এস্‌সি. পড়ে না মণ্টু?

বিপিন। হ্যাঁ।

চন্দ্র। প্রোফেসার রাখতে চাও, মাইনে তো অনেক দেবে?

বিপিন। তা শ'দেড় দুই দিতে পারি।

চন্দ্র। ( ভেবে ) মেয়ে টিচার রাখবে? বেটার দ্যান্ এনি অর্ডিনারি প্রোফেসার?

অর্পণার পশ্চাতে বেয়ারার চা নিয়ে আবির্ভাব। বিপিন চা তুলে নিল। চন্দ্র সোৎসাহে বলে চলেছেন—

ব্রিলিয়েণ্ট স্কলার, সিক্সথ ইয়ারে পড়ছে, সি ইজ নিডি, তবু রাজি হবে কি না বলতে পারি না। হলে পাঠিয়ে দেব।

অর্পণা কটাক্ষে তাকালো তার দিকে এবং কাউকে কোনো সম্ভাষণ না জানিয়ে চলে গেল।

বিপিন। মেয়ে টিচার! কাকিমা কি রাজি হবে···আচ্ছা বলে দেখি একবার, তারপব না হয় খবর দেব।

চন্দ্র। কিছু বলতে হবে না, আমার কথা বোলো তাঁকে··· এখন দেড়শ' দিলেই হবে।

বিপিন। আচ্ছা···। বিকেলের দিকে যেন আসেন, যেদিন আসবেন আমাকে একটা টেলিফোন করে দিও না হয়, বাড়ি থাকব'খন। চলি আজ, কেমন?

চন্দ্র। আচ্ছা ভাই আচ্ছা, এসেছ খুব খুশি হয়েছি—।

বিপিন চলে গেল। চন্দ্র উঠে মাইক্রোসকোপে চোখ লাগালেন আবার। কিন্তু ঠিক মন দিতে পারছেন না যেন।

অপর্ণা! অপর্ণা—!

অর্পণা এলো। যন্ত্রের উপব চোখ রেখে আবার হাঁক দিলেন চন্দ্র।

অপর্ণা—!

অপর্ণা। আঃ চেঁচাও কেন, চোখ দুটো তুলে দেখার সময় নেই?

চন্দ্র। (অপ্রস্তুত) ও···খুব আছে। আচ্ছা সেই সমাদ্দার এলেন যখন কি একটা সুখবর দিতে এসেছিলে তুমি, কই বললে না তো?

অপর্ণা। শোনার সময় কোথায় তোমার।

চন্দ্র। বলো, এবারে ঠিক শুনছি—

অপর্ণা। আসচি এক্ষুনি।

চকিত আনন্দ গোপন করে ভিতরে চলে গেল। একটু বাদেই আঁচলের আড়ালে কিছু নিয়ে ফিরে এলো। চন্দ্র ইতিমধ্যে মাইক্রোসকোপে আবার নিবিষ্টচিত্ত। ভুরু কুঁচকে অপর্ণা কয়েক মুহূর্ত নিরীক্ষণ করল তাঁকে। পরে আস্তে আস্তে দেয়াল সংলগ্ন গ্রামোফোনের কাছে গিয়ে আঁচলের আড়ালের আড়াল থেকে একটা রেকর্ড বার করে সন্তর্পণে সেটা লাগিয়ে দিয়ে গ্রামোফোন চালিয়ে দিল। তারপর পা টিপে সোফায় বসে গম্ভীর মুখে খবরের কাগজ টেনে নিল। রেকর্ড গান বেজে উঠল। কিছু খেয়াল না করেই চন্দ্র মুখ তুলে তাকালেন একবার। আবার কাজে মন দিতে গিয়েও সহসা একেবারে বিমূঢ় হয়ে গেলেন যেন। বিস্ময়াতিশয্যে একবার অপর্ণার কাছে এলেন, আবার গ্রামোফোনের সামনে গেলেন। হাসি চেপে অপর্ণা কাগজ পড়ছে। রেকর্ড থামল। অপর্ণা উঠে রেকর্ডের উল্টো পিঠ চালিয়ে দিয়ে সমনোযোগে আবার কাগজ পড়তে বসল। চন্দ্র বিস্মিত এই গান শুরু হতেও।

চন্দ্র। ( সবিস্ময়ে ) কি ব্যাপার ?

অপর্ণা। ( গম্ভীর ) কি ?

চন্দ্র। ও কার গান ?

অপর্ণা। গ্রামোফোনের।

চন্দ্র। আশ্চর্য। অবিকল তোমার গলা, আর তোমারই সেই গান দুটো···।

গ্রামোফোন থামিয়ে রেকর্ডের নাম পড়লেন।

অপর্ণা চন্দ্র !

কাগজ ফেলে দিয়ে অপর্ণা হেসে উঠল খিলখিল করে, উচ্ছ্বসিত আনন্দে চন্দ্র এক হাতে জড়িয়ে ধরলেন তাকে।

হোয়াট্ এ সুইট সারপ্রাইজ ! এই সুখবর ! কবে হল ? কি করে হল ?

অপর্ণা। ( উঠে দাঁড়িয়ে) রেকড কোম্পানীর লোকও তোমার মতই অবাক—এতদিন হয়নি কেন, কি করছিলাম, কার পাল্লায় পড়েচি !

চন্দ্র। ( আনন্দাতিশয্যে ) সত্যি, আমি একটা যাচ্ছেতাই, আমার স্ত্রীব এই কাণ্ড অথচ আমিই জানিনে !

অপর্ণা। (খুশিতে ডগমগিয়ে একটা চেক বার করে দেখালো) এই গ্যাখো—এ টাকাটা অ্যাডভান্স করেছে আপাতত, চারটাকা দাম করেছে রেকর্ডটার, বাজারে ভালো কাটবে শুনছি।

খুশি হয়ে মাথা নাড়তে গিয়েও চন্দ্র থেমে গেলেন কি ভেবে। হাসি মিলিয়ে গেল। আনন্দের চিহ্নও।

কি হল ?

চন্দ্র। কিছু না।

রেকর্ড রেখে মাইক্রোসকোপের দিকে এগোলেন।

অপর্ণা। ( এগিয়ে এসে উষ্ণকণ্ঠে ) কি হল খুলেই বলো না ?

চন্দ্র। মানে…যত খুশি হয়েছিলাম প্রথম ততো খুশি হবার মত কিছু নয়।

অপর্ণা। কেন ?

চন্দ্র। ওই গালার চাকৃতিটা বারোয়ারী সম্পত্তি এখন, চারটে

করে টাকা দিলেই পাওয়া যাবে। রাস্তায় পানের দোকান থেকে রাতে নাচের আসর পর্যন্ত যার খুশি যতবার খুশি খেয়াল মেটাতে সাধ্য ওটা।

অপর্ণা। ও···। আর নিজেরা যখন অন্যের রেকর্ড কিনে আনি?

চন্দ্র। নিজের স্ত্রী বলেই সত্যটা আজ চোখে পড়ল। দেখো না, ওই দুটো গানই এত ভালো লাগত আমার, কিন্তু আর তেমন লাগবে না—তোমারও হয়ত আর ও দুটো গাইতে ইচ্ছে করবে না—ওর স্যাংটিটি গেছে।

অপর্ণা। স্যাংটিটি গেছে! ও···! গেছে যখন ভালো করেই যাক্!

> রেকর্ডটা মেঝেতে আছড়ে ভাঙলো। ডাঃ চন্দ্র নির্বাক খানিকক্ষণ।

চন্দ্র। দেখো অপর্ণা, একটা কথা তোমাকে অনেকদিন বলব ভেবেছি, মেয়েদের এত রাগ ভালো নয়, আর সেটা আমার পছন্দও নয়। রেকর্ডটা ভাঙলে কেন?

অপর্ণা। আমার খুশি।

চন্দ্র। তোমার খুশি দেখে মনে হচ্ছে পারলে আমাকে সুদ্ধু ভাঙো অমনি করে। আচ্ছা, এতো আর গলার গান নয় তোমার, কলের গান—দেখি কটা ভাঙতে পারো আর ক'বার ভাঙতে পারো।

> সবেগে চলে গেলেন। অপর্ণা আস্তে আস্তে সোফায় বসে পড়ল, তার হাতের মুঠোয় চেকটা তালগোল পাকিয়ে গেল।

## তৃতীয় দৃশ্য

### অবিনাশের ঘর

সকাল। বিছানায় অবিনাশ আধশোয়া। এক দিকের ছোট তে-পায়ায় ওষুধ পত্র। কোণের দিকে আঁকার ডেস্ক একটা—তার উপর আঁকার সরঞ্জাম। কয়েকটা বিজ্ঞাপনের নক্সা আঁকা। দুধের বাটি হাতে সরমা বিরক্ত মুখে চেয়ে আছে তার দিকে।

সরমা। খেয়ে নাও এটুকু—চোখ বড় বড় করে দেখছ কি ?

অবিনাশ। 'আজু রজনী হম ভাগে পোহায়নু, পেখনু পিয়া মুখ চন্দা—'

সরমা। ধরো, এই সাত সকালে আর রঙ্গ করতে হবে না, সমস্ত শরীরের মধ্যে আছে তো দুটো চোখ !

অবিনাশ। আছে ! আছে আমার, তবু কিছু আছে···আছে গো আছে।

সরমা। ( হেসে ফেলে ) তোমার হল কি, এই না চোখ উল্টে বসেছিলে সেদিন।

অবিনাশ। আ-হা মরণ রে তুঁহুঁ মম শ্যাম সমান, তুঁহু মম—

সরমা। থাক্, চললাম আমি।

অবিনাশ। দাও দাও—।

দুধের বাটি নিল। সরমা দু'টো বিজ্ঞাপনের নক্সা হাতে নিয়ে দেখল।

সরমা। ক'দিন জিজ্ঞাসা করব ভাবছিলাম, পড়াশুনা ছেড়ে দেড় বছর ধরে এই আর্ট চর্চা করছ তুমি ? সিগারেট আর নারকোল তেলের বিজ্ঞাপন !

অবিনাশ। ( দুধের বাটি রেখে ) মন্দ কি, টাকা আসছে।

সরমা। টাকার জন্যে এই!

অবিনাশ। না তো কি, টাকা পেলে দেহটা অন্তত বাঁচে কিছুকাল।

সরমা। আর যেটা মরে?

অবিনাশ। সেটা অনেক আগেই মরেছে। সেই যেদিন সমাদ্দারের ক্লাসে তোমার পাশে বসেছিলাম।

সরমা। (সকৌতুকে) হুঁ—?

সচকিত হয়ে মুখ তুলল। মণিময় ঘরে ঢুকেছে।

মণিময়। কি রে কেমন আছিস?

অবিনাশ। আরে এসো দাদা—এসো এসো এসো—খুব ভালো আছি, তোমার বোনটি চেষ্টা করেও শেষ করে আনতে পারল না।

মণিময়। (বসে) এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম, ভাবলাম দেখে যাই।

অবিনাশ। এ না হলে বরাত! তুমি আসা মানে তো তিন তিনটে গ্রেটম্যান একসঙ্গে আসা এখন! আগে ছিলে শুধু গায়ক, তারপর গায়ক প্লাস সুরকার, এখন শুনছি গায়ক প্লাস সুরকার প্লাস নাট্যকার! হাতে ওটা কী? (সভয়ে) নাটক নাকি?

মণিময়। (হৃষ্টচিত্তে) হ্যাঁ, আজই শেষ করেছি—ভাবলাম তোর হয়ত একা একা সময় কাটছে না, ইচ্ছে করলে উল্টে পাল্টে দেখতে পারিস।

অবিনাশ। আমি! না…মা-মানে ডাক্তার কোন কিছুর দিকে বেশিক্ষণ চেয়ে থাকতেই বারণ করেছে আমায়!

সরমা হাসি গোপন করল।

মণিময়। ( বিরস মুখে ) তাহলে থাক···। ( পরক্ষণে উৎফুল্ল ) এটা সিনেমাতেও নিতে পারে, জানিস ? চেষ্টা হচ্ছে—

অবিনাশ। তাই নাকি ! আ-হা, এসো এসো বঁধু এসো আধেক আচোরে বোসে, অবাক অধরে হাসো।

মণিময় বিরক্ত হয়ে ঘাড় ফেরাল।

সরমা। বেশ তো গান নিয়ে ছিলে, তোমাকে হঠাৎ আবার এ রোগে পেল কেন ?

মণিময়। ( সক্রোধে ) তুই আর্টের কি বুঝিস শুনি ? অ্যাসিড আর গ্যাস নয়, এর নাম সাহিত্য।

অবিনাশ। নিশ্চয়, নিশ্চয়, আর্টের তুমি বোঝ কি ? কি বোঝ আর্টের তুমি ? মণিময়দা আর্টিস্ট, আমি আর্টিস্ট,—সামলে কথা বলবে। ( কণ্ঠস্বর মোলায়েম করে ) হ্যাঁ দাদা, অর্পণা চন্দ্রকে নাকি আজকাল গান শেখাচ্ছ তুমি ?

মণিময়। ( ভুরু কুঁচকে ) সেটা কি বেশি কথা কিছু ?

অবিনাশ। ছুর ছুর, বেশি কথা আবার—তা মা-মানে যোগাযোগটা কি করে হল ? সমাদ্দারের ফেয়ারওয়েলে ওই এক গান শুনিয়েই কাত করে দিলে ভদ্রমহিলাকে ?

সরমা খবরের কাগজের আড়ালে হাসি গোপন করল।

মণিময়। ইয়ারকি হচ্ছে ? ( সরমাকে দেখিয়ে ) ওই ওর জন্যেই তো, বলে কয়ে গাইতে নিয়ে গিয়ে ঝামেলা বাড়িয়ে দিলে। তবে ভদ্রমহিলা গায় বটে, চমৎকার ! চলি—

অবিনাশ। ( দীর্ঘনিশ্বাস ) সেই জন্যেই তো অবাক হচ্ছিলাম দাদা।

মণিময়। ( ঘুরে দাঁড়িয়ে ) অবাক হচ্ছিলি মানে ?

অবিনাশ। ( সামলে নিয়ে ) মানে···কতবড় আর্টিস্ট তুমি ভালো করে বুঝতেই পারিনি এর আগে !

সরমা হাসি চাপল। মণিময় সন্দিগ্ধ চোখে অবিনাশের দিকে চেয়ে নিষ্ক্রান্ত হতে গিয়ে যাঁর সঙ্গে ধাক্কা খেল তিনি ডাঃ চন্দ্র।

মণিময়। আপনি ! নমস্কার, দেখতে পাইনি, ভালো আছেন ?

চন্দ্র। হ্যাঁ, নমস্কার। তা আপনি এখানে···এদের সঙ্গে আলাপ আছে নাকি ?

অবিনাশ। ( উৎফুল্ল ) মাস্টারমশাই ওর আসল পরিচয়টাই শোনেননি বোধহয়, মণিময়দা সরমার দাদা জানেন তো ?

মণিময়। ( রুক্ষ কণ্ঠে ) সরমার দাদা সেটা আসল পরিচয় কি রকম ?

চন্দ্র। (হাসতে হাসতে) নিশ্চয়ই ওঁর নিজেরই কত বড় পরিচয়, কিন্তু সরমার দাদা আপনি জানতুম না তো, আপনিও তো বলেন নি কখনো !

মণিময়। না, বলা হয়নি আর কি। ( হাসতে গিয়েও সরমার দিকে রুষ্ট দৃষ্টি নিক্ষেপ ) আচ্ছা নমস্কার। ( প্রস্থান )

অবিনাশ। বসুন মাস্টারমশাই। সরমা বলছিল আপনাকে নাকি দিনে আট দশ ঘণ্টা করে আটকে রেখেছি এ ক'দিন। শুনে ওকেই ফিরে বকলাম, বললাম, অন্যায় করেছ, বৌদি হয়ত ওদিকে দিনে আট দশবার করেই মুণ্ডুপাত করেছেন আমার।

সশঙ্কে সরমা ইশারায় থামতে বলছে তাকে, তাই দেখে অবিনাশ হেসে উঠল।

শুনেই হাঁ করে ফেল্লে যে একবারে। লোকটা আমি এক যুগের ওপর প্রাচীন তোমার থেকে সে খেয়াল আছে? সব মিলিয়ে বার সাতেক ফেল মেরেছি, নইলে মাস্টারমশাই দু'চার বছরের বেশি বড় হবেন না বয়সে, বৌদি সম্পর্কটা চলতে পারে—পারে না মাস্টারমশাই?

চন্দ্র। খুব পারে। বৌদি কি করেছেন না করেছেন সেবে উঠে নিজেই জিজ্ঞাসা করে এসো—কেমন আছ বলো, কোন ট্রাব্‌ল্‌ নেই আব?

অবিনাশ। না, একদম O. K!

চন্দ্র। বেশ। ( সরমার দিকে চেয়ে ) ভাল কথা, পড়াশুনায় ক্ষতি না হলে দিনে ঘণ্টা দুইয়ের জন্য একটা কাজ যদি পাও নেবে?

সরমা। কার কথা বলছেন সার?

চন্দ্র। তোমার কথা। ছেলে পড়াতে হবে, আই. এসসি.ব ছাত্র···দেড়শ টাকা মাইনে দেবে আপাতত। অবিনাশের সঙ্গে পরামর্শ করে দেখো তারপর না হয় জানিও আমাকে।

সরমা। ( সাগ্রহে ) আপনি বলে দেবেন সার, আমি পড়াব।

চন্দ্র। আচ্ছা, এই নাও ঠিকানা। ( উঠলেন ) বিকেলেব দিকে যেও, আমি টেলিফোন করে দেব'খন। চলি—। অবিনাশ তুমি চেষ্টা চরিত্র করে দিন কতক সাবধানেই থেকো একটু।

চলে গেলেন।

সরমা। আচ্ছা, সবাই ভেবেছে কি শুনি? আমি ছেলে পড়াব কি না সে পরামর্শও তোমার সঙ্গে করতে?

অবিনাশ। ( গম্ভীর ) ভারী অন্যায়। আমার পরামর্শ ছাড়া এক পা নড়তে পার না তুমি, বাইরের মানুষ এ জানল কি করে ?

সরমা। ( হেসে ) আমি তো বলেই দিলাম যাব।

অবিনাশ। আমারও তাই পরামর্শ।

সরমা। ধেৎ—! ( হাতের কাগজ দিয়ে ঠাস করে মেরে ) আর কি বলে তখন ওঁর স্ত্রীকে নিয়ে ওভাবে ঠাট্টা করলে ? তোমার স্বভাব বদলাবে কবে ?

অবিনাশ। মরলে। দিন তারিখ সঠিক বলতে পারছি না।

সরমা। ঠাট্টা নয়, ভদ্রলোক নেহাৎ ভালো মানুষ তাই, কোন্‌দিন বলে বসবেন কিছু তখন বুঝবে মজা।

অবিনাশ। ( ছদ্ম ক্রোধে ) দেখো, রাগিও না। বছরে পাঁচ মাস রোগে ভুগলেও গোটা তিরিশেক বসন্ত পার হয়েছে এই কাঠামোয়। চন্দ্রর ওই পর্বতকান্তির পায়ে আছড়ে পড়ে গর্জন করব, অপমান সহ্য হবে না সার, যুদ্ধং দেহি।

দু'জনেই হেসে উঠল।

## চতুর্থ দৃশ্য

বিকেল। বিপিন চৌধুরীর বাড়ির এক সুসজ্জিত ঘর। পিছনের দিকে অন্দর মহলের পথে আর একটা ছোট ঘর। বিপিন চৌধুরী সিগারেট মুখে টেলিফোনে কথা বলছে।

বিপিন চৌধুরী। ঠিক আছে, ঠিক আছে, এক লাখ কিনুন তো আপনি তারপর দেখা যাবে। ··আচ্ছা আমি যাব'খন একবার, আমার গাড়িটা বিগড়েছে আবার···( হেসে ) আচ্ছা আচ্ছা আপনি গাড়ি পাঠান, এক্ষুনি যাচ্ছি।

সরমার প্রবেশ এবং নীরব প্রতীক্ষা। রিসিভার রেখে বিপিন চৌধুরী কয়েক মুহূর্ত বিস্মিত নেত্রে চেয়ে রইল শুধু। পরে আত্মস্থ হয়ে এগিয়ে এলো।

কাকে চান ?

সরমা। ডাঃ চন্দ্র পাঠিয়েছেন আমাকে···বিপিন চৌধুরীর বাড়ি এটা ?

বিপিন। ও, হ্যাঁ হ্যাঁ—আপনি সরমা ব্যানার্জী ? নমস্কার, বসুন বসুন—চন্দ্র সাহেব টেলিফোন করেছিলেন আমায়। আমারই নাম বিপিন চৌধুরী, চন্দ্র সাহেব বিশেষ বন্ধু আমার··· তাঁকে বলেছিলাম পড়াতে টরাতে পারেন এমন একজনের কথা··· আপনি এম· এ. পড়েন ?

সরমা। এম· এসসি।

বিপিন। তাই তো বটে, নইলে আর সায়েন্সের ছেলে পড়াবেন কি করে। ( ব্যস্তভাবে ) মণ্টু। মণ্টু।

একজন পরিচারিকার প্রবেশ।

মণ্টু কোথায়? এক্ষুনি ডেকে নিয়ে এসো আর কাকিমাকে খবর দাও, মণ্টুকে যাঁর পড়াবার কথা ছিল তিনি এসেছেন। ( ফিরে এসে বসল ) আমার ভাই, মানে খুড়তুত ভাই পড়বে··· একেবারে পাকা ছাত্র ( হাসি )।

ঘড়ি দেখে শশব্যস্তে উঠে দাঁড়াল আবার।

আচ্ছা আপনি বসুন, মণ্টু এক্ষুনি এসে পড়বে, আমার আবার বেরুতে হবে একটু, পরে আলাপ হবে, কেমন? নমস্কার।

সিগারেট অ্যাশপটে গুঁজে তাকালো একবার তারপর চলে গেল।

পিছনের ছোট ঘরটিতে চারুদেবী ও পরে মণ্টুর আবির্ভাব।

মণ্টু। ( আর্তনাদ ) মা! মা!

চারুদেবী। আস্তে! আমি কি করব, তোর দাদা ঠিক করেছে।

মণ্টু। দাদা ঠিক করেছে! আমি কিছুতেই পড়ব না, কক্ষনো না! কেন আমাকে আগে বলোনি কিছু? মেয়েছেলের কাছে পড়তে হবে আমাকে?

চারুদেবী। আঃ শুনতে পাবে! বাড়ি বয়ে এসেছে, সামনে গিয়ে বোস না দুদিন, পরে দাদাকে বলিস পড়াতে পারে না কিছু, শুনলে নিজেই বারণ করে দেবে।

সরমা আড়ষ্ট হয়ে বসে শুনছে সব।

মণ্টু। ও—আচ্ছা, আমিই দিচ্ছি বারণ করে—।

দুপদাপ পা ফেলে সামনের ঘরে প্রবেশ। কিন্তু সরমার সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হতেই হকচকিয়ে গেল। আস্তে আস্তে সামনে এসে দাঁড়াল।

সরমা। কে পড়বে ?

মণ্টু। আমি—( বল সঞ্চয় করে ) আমি পড়ব। দু'বছর আই. এসসি. পরীক্ষা দিইনি ইচ্ছে করে, কলেজের পরীক্ষাতেও দশ পনেরর বেশি পাইনে কখনো—এবারেও ফেল করব জানা কথা, কিন্তু পাস না করতে পারলে আপনার দোষ হবে—পড়াবেন কি না ভেবে দেখুন।

সরমা। ( প্রথমে বিস্ময়, পরে হাসির আভাস ) ভাবতে সময় লাগবে একটু···নাম ধরে ডাকলে আপত্তি হবে না তো ?

মণ্টু। আমার নাম মণ্টু ( খটাস করে টেবিল ল্যাম্পের সুইচ টিপল )।

সরমা। শুনেছি, বোসো—।

মণ্টু বসল, সরমা চেয়ে দেখল আবার, ভাবল কি। হাসল।

দেখো, আমাকে যদি ডাক্তারি পরীক্ষা দিতে বলো এক্ষুনি বসে, সব বিষয়ে শূন্য পাব—তুমি দশপনের পাও যখন কিছু জানো নিশ্চয়।

মণ্টু। ( অস্বস্তিজনকভাবে ) কিছু না, ফিজিক্স-কেমিস্ট্রি মোটে বুঝিনে আমি।

সরমা। ( হেসে ) তুমি সুইচ টিপলে আলো জ্বলবে এ তো জানাই ছিল। কি করে জ্বলল, কারেণ্ট এলো কি করে, আলো জ্বললে দেখতেই বা পাবে কেন, আমার কথা তোমার কানে যাচ্ছে কি করে—এ যদি বোঝো ভালো করে, দেখবে ইণ্টারমিডিয়েট ফিজিক্স কেমিস্ট্রির সব উত্তর ওতেই আছে। ( মণ্টুর নির্বাক চোখে চোখ রেখে ) মেয়েছেলের কাছে পড়তে হবে এ দুর্ভাবনা কাটিয়ে

উঠতে পারো যদি তোমার পরীক্ষা পাসের ভার আমি নিতে পারি।
—পড়াতে আসব কিনা এবারে তুমি ভাবো।

মণ্টু নিরুত্তর এবং অধোবদন।

( হেসে ) কি বলো আসব ?

মণ্টু লজ্জায় মুখ নিচু করে মাথা নাড়ল। সরমা হেসে ফেলল। পিছনের ছোট ঘরের জানালায় চারুদেবীর সমস্ত মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল।

বেশ, আজ আর নয় কাল থেকে, কেমন ? কখন কি পড়বে একটা রুটিন করে নাও···না থাক, আমিই করে দেব'খন, ( হেসে ) আগে বুঝে নিই কোনটায় দশ আর কোনটায় পনের পাও।

সরমা হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়াল। মণ্টুও হেসে চেয়ার ছেড়ে উঠল। শশব্যস্তে বিপিন চৌধুরী ঘরে ঢুকল। এখনো আছে দেখে খুশি।

বিপিন। পড়ালেন ?

সরমা। ···কাল থেকে পড়বে।

বিপিন। ও, আচ্ছা বেশ বেশ। ( মণ্টুর উদ্দেশে ) তোমার ফেল করা এখানেই শেষ ! ( সরমার উদ্দেশে ) চন্দ্র সাহেবের মুখে শুনেছি খুব ভালো স্কলার আপনি, দেখুন মণ্টু যদি এবার পাস করতে পারে।···তা'বলে বেশি খাটতে হবে না আপনাকে, যা পারেন একটু আধটু দেখিয়ে দেবেন। এবারে না হয় আসছে বারে পাস করবে'খন—

সরমা মৃদু হেসে মণ্টুর ক্ষুব্ধ মূর্তি দেখল, তারপর বিপিনের উদ্দেশে হাত তুলে নমস্কার জানালো।

চললেন? আচ্ছা, নমস্কার—।

সরমা চলে যেতে বিপিন সেদিকেই চেয়ে রইল, পরে মণ্টুর উপস্থিতি খেয়াল করে সচেতন হল।

কি হে মণ্টুবাবু, কেমন মনে হচ্ছে?

মণ্টু। ভালো। কিন্তু আমার পাস ফেলের জন্য এতই যদি দরদ তোমার—দেড়শ' টাকা দিয়ে ওঁকে রাখার কি দরকার ছিল শুনি?

বিপিন। কি বকছিস?

মণ্টু। তুমি তো বলে দিলে এবারে না হয় আসছে বার পাস করবে'খন।

বিপিন। (নিরুপায় ক্রোধে) ইয়ার্কি করতে হবে না, মন দিয়ে পড়ো এবার।

চারুদেবীর প্রবেশ। দুমদাম পদক্ষেপে মণ্টুর প্রস্থান।

কেমন কাকিমা, এবার হয়েছে তো?

চারুদেবী। হয়নি আবার—খুব হয়েছে—চমৎকার হয়েছে!

বিপিন। মানে? তোমার পছন্দ হয়নি নাকি? কি আশ্চর্য! চন্দ্র সাহেবকে টেলিফোন করে দেখো না—কি বলেন।

চারুদেবী। বলুক গে, মাথা বোঝাই বিদ্যে আছে বুঝতে পারছি। কিন্তু ছেলে পড়িয়ে দিন চলে যার তার আবার কথায় কথায় মুখ টিপে এত হাসা কেন! তুই বাপু ওর জন্যে একজন পুরুষ মাস্টার রেখে দে।

বিপিন। (উচ্চ হাসি) তোমার যেমন! হাসল তাতে কি

হল ? হাসা তো ভালো—কিচ্ছু ভেবো না, তোমার ছেলে এবার স্কলারশিপ টলারশিপ না পেয়ে যায় আমার সেই ভয় হচ্ছে।

মনের খুশিতে লঘু চরণে ভিতরে চলে গেল।

চারুদেবী। কি জানি বাবা—ছেলের ওদিকে এত হম্বিতম্বি, কাছে আসতেই যেন সাপের মাথায় ধুলো পড়ল এক মুঠো—আর এদিকে তো দেখছি প্রজাপতিখানা হয়ে ফরফর করে উড়ে চলল। আমারই বাপু হয়েছে যত জ্বালা—।

রাগে গড়গড় করতে করতে প্রস্থান।

## পঞ্চম দৃশ্য

### বিকেল

সরমার বাড়ি। সামনেই ছোট ঘর একটা, পাশে আর একখানি ঘরের আভাস। সামনের ঘরের চৌকিতে অবিন্যস্ত শয্যা, একপাশে একটা টেবিল ও দুটো চেয়ার। শয্যায় একটি বছর পাঁচেকের শিশু গম্ভীর মুখে বসে। চৌকির নীচে একটা সস্‌প্যান। টেবিলে পা তুলে দিয়ে অবিনাশ গম্ভীর মুখে মণিময়ের লেখা নাটক পড়ছে।

ভিতরেব ঘব থেকে মণিময় প্রবেশ করল কিন্তু অবিনাশকে নাটক পড়ায় তন্ময় দেখে হৃষ্টচিত্তে আবার ফিরে গেল। একটু বাদে আবার ফিরে এলো। নাটক পড়া শেষ করেই যেন অবিনাশ মুখ তুলল। ছেলেটা শয্যা থেকে নেমে চলে গেল।

মণিময়। আমার খাতাপত্র নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি কেন আবার—কি পড়ছিলি, নাটকটা নাকি ?

অবিনাশ। হ্যাঁ, বেশ লাগছে।

মণিময়। ( শয্যায় বসল। খুশি ) ক'টা পাবলিশার তো ওটা এক্ষুনি ছাপতে রাজি, বলে কপি রাইট বিক্রি করো—আমাকে কলা দেখাবার মতলব আর কি।...লেখার পর থেকে আমার আবার পড়ে দেখা হয়নি, ভুলটুল নেই তো কিছু ?

অবিনাশ। কিছু না।

মণিময়। ( সোৎসাহে ) আচ্ছা হিরণ্ময়ীর ডায়লগগুলো একটু বেশি স্ট্রেইট হয়ে গেছে, না ? মুখের ওপর সত্যি কথা ঝপাং করে বলে দেওয়া...মিল নেই সাধারণ পাঁচটা মেয়ের সঙ্গে...

অবিনাশ। ( চিন্তিত ) আমিও ভাবছিলাম সে কথা...

বাইরে থেকে সরমার প্রবেশ।

মণিময়। কিন্তু ওই জন্যেই তো অমন অ্যাট্রাকটিভ হয়েছে মেয়েটির চরিত্র।

অবিনাশ। ( সরমার দিকে চেয়ে ) তা তো হয়েইছে, পড়ে বিয়ে করতে ইচ্ছে যাচ্ছিল হিরণ্ময়ীকে, সরমার ভয়ে চুপ করে আছি।

দুই চোখে তাকে ভস্ম করে মণিময় পাণ্ডুলিপিটা টেনে নিয়ে ঘুরে বসল। সরমা হাসতে হাসতে ভিতরের ঘরে চলে এলো এবং পরমুহূর্তে ছেলেটির ( বিনু ) হাত ধরে ফিরে এলো। ছেলেটা কান্না জুড়ে দিয়েছে।

সরমা। ( মণিময়ের উদ্দেশে ) ছেলেটাকে খাওয়াওনি কেন এখনো? কানে যাচ্ছে কথা? ছেলেটাকে এখনো খাওয়াওনি কেন?

মণিময়। অ্যাঁ? ধেৎ ঘণ্টা—দিলি মুডটা নষ্ট করে, ওই তো সস্‌প্যানে রয়েছে দুধ, খাইয়ে দে না!

সরমা। আমার দায় পড়েছে, থাকুক শুকিয়ে—হাতের কাছে স্টোভ—গরম করে খাইয়ে তারপর রাজ্যোদ্ধারে বসতে পারোনি?

রাগ করে সরমা অবিনাশের পাশের চেয়ারটায় বসে পড়ল। হতাশ হয়ে মণিময় সটান শুয়ে পড়ল বিছানায়। অবিনাশ উঠে ইলেকট্রিক স্টোভে দুধ চড়াল এবং চামচ দিয়ে নাড়তে লাগল। সরমা হাসি চাপল।

মণিময়। অবিনাশ—!

অবিনাশ। আজ্ঞা করুন।

মণিময়। একটা ভালো কনভেণ্টএর খোঁজ করিস তো··· বেশ ট্রেনিং টেনিং দেয়···।

অবিনাশ। ( নিস্পৃহ মুখে ) কেন···তুমি থাকবে সেখানে ?

মণিময়। না বিন্নুকে—( উঠে বসল ) কি বললি ? ফাজলামো হচ্ছে ?

অবিনাশ। ( সামলে নিয়ে ) দেখছ দুধ গরম করছি, কি বলছ সে কি আর শুনতে পাচ্ছি ছাই। ( প্যান নামালো ) বলো এবার, বিনুকে কনভেণ্টএ রাখবে ?···তা অমন দু'একটা জায়গা তো আমার জানাই আছে।

মণিময়। ( ভ্রূকুটি ) কি নাম ?

অবিনাশ। পিকাডিলি চাইলড্‌স্‌ হোম···।

মণিময়। কোথায় সেটা ?

অবিনাশ। লণ্ডনে। কই সরমা দুধটা খাইয়ে দাও না ওকে, এখন বসে কেন ? যত দোষ মণিময়দার, না ? নিজের এদিকে উঠতে বসতে সময় লাগে তিন দিন।

উচ্ছ্বসিত হাসি দমন করে সরমা সস্‌প্যান ও বিন্নুকে নিয়ে ভিতরে চলে গেল। মনিময় শয্যা ছেড়ে নেমে এলো।

মণিময়। কদিন তোকে বারণ করেছি এ বাড়িতে ঢুকবি না ?

অবিনাশ। ( সকরুণ ) আমায়···?

মণিময়। তোমার ইয়ারকির পাত্র আমি, না ? ( সরমার উদ্দেশে গলা চড়িয়ে ) আমি সাবধান করে দিচ্ছি সরমা, ও যেন এবাড়িতে আর না আসে। খাতির জমাতে হয় তার জায়গা বাইরে আছে।

একটু গুম হয়ে বসে থেকে জামা টেনে নিল। পাশের ঘর থেকে সরমা এলো।

সরমা। ( তপ্তকণ্ঠে ) বেরুচ্ছ মানে ?

মণিময় নিরুত্তরে মাথা আঁচড়াতে লাগল।

( ঝাঁঝিয়ে ) যাচ্ছ কোথায় ?

মণিময়। চুলোয়, সর—।

সরমা। পনের দিন ধরে চাকরটার অসুখ, একটা লোক খোঁজ করতে পারনি ? ছেলে দেখবে কে, আমার টিউশন আছে না ?

মণিময়। ঘরে তালা বন্ধ করে রেখে যা। ( চলে গেল )

সরমা ( খানিক গুম হয়ে থেকে ) দেখলে কাণ্ডটা ?

অবিনাশ। দেখলুম।

সরমা। ঠাট্টা নয়, একটু শিক্ষা হওয়া দরকার। কালও পড়াতে যাইনি, আজও হল না, ওদিকে দুদিন বাদে ক্লাসের পরীক্ষা ছেলেটার।

অবিনাশ। তাছাড়া দুদিনের অদর্শনে ছটফটিয়ে মরছে ছেলেটার দাদাও।

সরমা। ( চটে ) ফাজলামো রাখো।

অবিনাশ। রাখলুম। ভাবনা নেই, থাকব'খন ছেলে আগলে, যাও—। কিছুই আর বাকি থাকল না—

সরমা। ( হেসে ফেলে ) কিছুই না ?

অবিনাশ। তা আর না। ডবল তালা লাগানো ও দরজায় সে আমার খুব জানা আছে।

বিন্নুর প্রবেশ।

সরমা। ( নিরীহ মুখে ) বিন্নু তো ডাকছেই পিশেমশাই বলে, ওতে হবে না ?

অবিনাশ। ও একটু বড় হলেই বুঝবে লোকটা চিনির বলদ। পালাও এখন, বকিও না।

সরমা। ( সহাস্যে ) বিন্নুবাবু তুমি ও ঘরে বসে চুপটি করে খেলা করো, কেমন ? ( বিন্নুর প্রস্থান ) পাহারা দাও বসে, চললাম আমি, বেশি দেরি হবে না।

সরমা চলে যেতে অবিনাশ মণিময়ের নাটকের পাতা ওলটাতে লাগল আবার। বাইরে থেকে মণিময়ের প্রবেশ। অবিনাশের হাতে নাটক দেখে বিরক্তি দমন করল।

মণিময়। তুই আছিস এখনো দেখছি।

অবিনাশ। ( একাগ্রচিত্ত ) এখন ডিসটার্ব কোরো না, খুব ইণ্টারেস্টিং লাগছে।

মণিময়। ( বিগলিত ) আচ্ছা আচ্ছা পড়, সরমা সত্যি আটকে গেল ভেবে ফিরে এলাম।

পাণ্ডুলিপির ভাঁজ থেকে কতগুলি কপি করা কাগজ বেরুলো।

অবিনাশ। এ আবার কি, সরমার হাতের লেখা দেখছি ?

মণিময়। ( আক্ষেপ করে ) আর বলিস না, সরমাকে কপি করতে দিয়েছিলাম—কিন্তু ওকে দিয়ে আর হয়ে উঠল না—হাজার বললেও দিনে এক পাতা আধ পাতার বেশি এগোবেই না—অথচ আমার এক্ষুনি পেলে এক্ষুনি কাজ হয়।

চকিতে অবিনাশ ভেবে নিল কি। সরমার লেখাটা ভাল করে দেখল একটু, মুখে কৌতুকের আভাস।

অবিনাশ। আচ্ছা, আমি দেব খানিকটা কপি করে?

মণিময়। তুই? দিবি?…ঠাট্টা করছিস্?

অবিনাশ মাথা নাড়ল।

তোর হাতের লেখা তো সুন্দর, সত্যি দিবি?

অবিনাশ। এক্ষুনি। কিন্তু ঘরে কেউ থাকলে আমার দ্বারা কোন কাজ হয় না—তুমি ওঘরে বিনুর কাছে গিয়ে বোসো।

মণিময়। আচ্ছা আচ্ছা আমি ওঘরে যাচ্ছি, তুই লেখ। ( সানন্দে পাশের ঘরে চলে গেল )

তাড়াতাড়ি অবিনাশ সরমার কপি করা লেখাটা টেনে নেয় সামনে। তার লেখা দেখে দেখে লেখে কি, আর ছিঁড়ে দুমড়ে ফেলে দেয় টেবিলের নিচে। এমনি অনেকক্ষণ চলে লেখা নকলের মুশাবিদা। তারপর যেটা দাঁড়াল, সেটা পড়ে হাসি ফুটল মুখে। ভাঁজ করে সেটা পকেটে রেখে ঘাম মুছে অবিনাশ গুরুগম্ভীর মুখে বসে রইল চেয়ারের কাঁধে হেলান দিয়ে। মণিময় সাগ্রহে গলা বাড়ালো।

মণিময়। কি রে, কতদূর?

অবিনাশ। ( গম্ভীর ) একটুও না।

মণিময়। ( সহাস্যে এগিয়ে এসে ) যাঃ!

টেবিল খুঁজল। এক পাতাও কপি হয় নি বটে। হাসি নিভে গেল।

কি করলি এতক্ষণ?

অবিনাশ। ভাবলুম।

মণিময়। লেখা সম্বন্ধে ?

অবিনাশ। না, তোমার মত মানুষকে কি করে শায়েস্তা করা যায় সেই সম্বন্ধে।

মণিময়। বেরও বাড়ি থেকে ! বেরও বলছি—

অবিনাশ। (তেমনি গলা চড়িয়ে) সরমা আসুক, তাকে নিয়ে বেরুবো।

মণিময়। তুমি এক্ষুনি যাবে কি না আমি জানতে চাই ?

অবিনাশ। তোমার কথায় নয়। পড়ো এটা—

পকেটের ভাঁজ করা কাগজটা মণিময়ের দিকে ছুঁড়ে মারল।

কপি করতেই বসেছিলাম, কিন্তু কপির ভাঁজে এটা পেয়েও তোমার জন্য কিছু করব ভাবো ? গায়ে জোর থাকলে আজ—

মণিময়। (চিঠি পড়ছে, রাগে ক্ষোভে একাকার) "অবিনাশ, তুমি জানো কত ভালবাসি তোমাকে, অথচ মুখ ফুটে আজও তুমি বললে না কিছু। নরককুণ্ডে পড়ে আছি, এখান থেকে তাড়াতাড়ি আমাকে উদ্ধার করবে তো করো, নইলে চিরদিন দুঃখ করতে হবে।
—সরমা।"

সন্দেহের হেতু নেই, তবু সরমার কপির সঙ্গে একবার লেখাটা মিলিয়ে নিল। অবিনাশের দিকে অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করে গুম হয়ে শয্যায় বসল। অবিনাশও ভয়ানক গম্ভীর। সরমা ভিতরে ঢুকে দু'জনকেই নিরীক্ষণ করল একবার।

সরমা। কি ব্যাপার, আবার হয়ে গেছে এক হাত ?

মণিময়। (উঠে এসে) বলি পড়ো তো সায়েন্স, এসব নাটক কিসের ?

সরমা। (অবাক) কি হয়েচে ?

মণিময়। কি হয়েছে ? এটা নরককুণ্ড, এখান থেকে তোমাকে উদ্ধার করতে হবে—কেমন ?

সরমা। কি বকচ যা তা ?

মণিময়। যা তা ? বলিহারি তোমার নজর! ওই রোগা পটকা হাড়গিলে চেহারা—

সরমা। দেখো খেটেখুটে এলাম এখন রাগিও না বলচি, কি হয়েছে ?

মণিময়। কি হয়েছে তুমি জানো না ? এটা কি ?

ভাঁজ করা কাগজটা তার হাতে দিল। পড়ে সরমা হতভম্ব।

সরমা। মা···মা-নে ?

মণিময়। আমিও তাই জানতে চাইছি এসবের মানেটা কি ? যেখানে খুশি যাও, নরককুণ্ডে পড়ে থাকতে কে তোমাকে মাথার দিব্বি দিয়েছে ?

সরমা। (বিমূঢ় নেত্রে অবিনাশের দিকে চেয়ে) কি ব্যাপার ?

অবিনাশ। (সেই থেকে কড়িকাঠ দেখছে) কেন তুমি লেখোনি ?

সরমা। (আবারও চিঠির দিকে চেয়ে বিভ্রান্তভাবে) এটা··· আমি···দেখো চালাকি কোরো না, আমি কখন লিখলুম ?

অবিনাশ। (উঠে দাঁড়িয়ে) জানাজানি হয়েছে বলে যখন এত ভয় তোমার, থাকো এই নরককুণ্ডেই।

দ্রুত চলে গেল। সরমা আবারও দেখল চিঠি। ঘুরে টেবিলটার দিকে তাকাতে নিচে রাশিকৃত কাগজের কুণ্ডলির ওপর চোখ পড়ল—টেনে এনে খুলে খুলে দেখল একটার পর একটা, শেষে মণিময়ের বিস্ফারিত নেত্রের দিকে চেয়ে হেসে ফেলল।

মণিময়। এই—এইভাবে তোর লেখা নকল করেছে?

সরমা। তাই তো দেখছি, আমি সুদ্ধু ভড়কে গেছলাম।

মণিময়। হুঁ। ভালো চাস তো ওকে আর ঢুকতে দিবিনে বাড়িতে—এই লেখা জাল করেই ও দাগী হবে একদিন বলে রাখছি।

সরমা। দাগী যদি হয়ই…নমুনাটা থাক আমার কাছে।

চিঠি সযত্নে ভাঁজ করতে করতে পাশের ঘরে চলে গেল। মণিময় বিরক্ত মুখে চেয়ে রইল।

## ষষ্ঠ দৃশ্য

বিপিন চৌধুরীর বাড়ির পূর্বোক্ত ঘর। সন্ধ্যা। বইপত্র নিয়ে মণ্টু পড়তে বসেছে। দেওয়াল-ঘড়ির উপর মাঝে মাঝে চোখ পড়ছে। সাগ্রহে প্রতীক্ষা। পিছনের ঘর থেকে চারুদেবী লক্ষ্য করছিলেন তাকে। এগিয়ে এলেন।

চারুদেবী। তোর মাস্টারনী ক'দিন আসেনি কেন রে?

মণ্টু। (সচকিত) জানিনে।

চারুদেবী। আজও আসবে না?

মণ্টু। কি করে বলব?

চারুদেবী। (ভুরু কুঁচকে) এই মোটা মোটা বই সব পড়াতে পারে মেয়েটা?

মণ্টু। এসব তো জলভাত তাঁর কাছে।

চারুদেবী। জলভাত তো দু'দুবার তুই ফেল করলি কেন হতভাগা? একটা মেয়ে তোকে পড়াচ্ছে লজ্জা করে না? বিপিনকে বল ভালো করে, কোন পুরুষ মাস্টার রেখে দেবে।

মণ্টু। তুমি যাও তো মা এখন, উনি এসে পড়বেন এক্ষুনি।

চারুদেবী। এসে মাথা নেবেন আমার, যা পছন্দ করি না কোন কালে—

অসহিষ্ণু প্রস্থান। একদিক থেকে সরমা ও অন্যদিক থেকে বিপিন ঢুকল।

বিপিন। এই যে, খুব পাংচুয়াল তো আপনি—বসুন, ক'দিন আসেননি তো?

সরমা। কাজ ছিল একটু……

বিপিন। যাক, আমি ভাবছিলাম অসুখ বিসুখ হল কি না। মণ্টু…চট্ করে ছুটো অ্যাসপ্রো কিনে নিয়ে আয় তো। মাথাটা বেজায় ধরেছে।

নিজেও বসল। মণ্টু দাদার মুখের দিকে চেয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল একটা।

মণ্টু। এর মধ্যে তোমার মাথা ধরে গেল?

বিপিন। হ্যাঁ হ্যাঁ গেল। তুই যা দেখি…ওকে একটু ছুটি দিন সরমা দেবী।

সরমার মুখে নিরুপায় হাসি। মণ্টুর নিষ্ক্রমণ। বিপিনের ক্লান্তির অভিব্যক্তি।

যা ব্যাপার শেয়ার মার্কেটের এ যদি দেখতেন, পাকা লোকেরও মাথা ধরিয়ে দেয়।

সরমা নিরুত্তর।

মণ্টু পড়ছে কেমন?

সরমা। ভালো।

বিপিন। এবার পাস করতে পারবে তাহলে?

সরমা। দেখা যাক (হেসে ফেলে), আপনার যে-রকম মাথা ধরা সুরু হয়েছে।

বিপিন। (উচ্চ হাসি) লোকটা পাকা নই তেমন বুঝতে পারছেন। (একটু অপেক্ষা করে) আপনি তো বিজ্ঞানের ছাত্রী, আচ্ছা আপনাদের ওই হাইড্রোজেন বোমার ব্যাপারটা আমাকে বোঝাতে পারেন?

হাসি চেপে সরমা মাথা নাড়ল।

পারেন না? কিন্তু জানেন তো নিশ্চয়ই?

সরমা। বিশেষ না।

বিপিন। ও…(একটু থেমে) আপনি দিনরাত পড়াশুনা নিয়ে থাকেন খুব, না—?

সরমা। না…

বিপিন। (কি মনে পড়তে) ভালো কথা, লার্জ স্কেলে কস্টিক সোডা ম্যানুফ্যাকচারের একটা স্কীম ছিল আমাদের—ওর শস্তা প্রিপারেশন তো আপনাদের ভালো জানার কথা, তাই না?

সরমা। আমি জানিনে ঠিক, চন্দ্র সাহেবকে জিজ্ঞাসা করে দেখতে পারি।

বিপিন। না না, চন্দ্র সাহেবকে জিজ্ঞাসা করতে হবে না…ও আমি এমনি বলছিলাম……মণ্টুটা এখনো এলো না। আচ্ছা, বেশি অ্যাসপ্রো খাওয়া খুব ভালো নয় শুনি, ঠিক নাকি? আমি তো হরদম খাই—

জবাব না দিয়ে সরমা হাসতে লাগল মৃদু মৃদু।

আচ্ছা, (প্রায় হতাশ হয়ে) আপনি কথা এত কম বলেন কেন, মণ্টুকে তো বেশ পড়ান? ওই তো, সব সময় হাসিটুকুই জবাব আপনার?

অ্যাসপ্রো হাতে মণ্টু ফিরল। সরমা হাসি সামলালো।

মণ্টু। নাও এবারে এক ফাইল এনেছি, যত খুশি খাও।

বিপিন। (বিব্রত ও ক্রুদ্ধ) খুব ফাজিল হয়েছ।

অ্যাসপ্রো হাতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

বোসো—।

ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ এবং প্রস্থান। পিছনের কক্ষের জানালায় চারুদেবী এসে দাঁড়ালেন। মণ্টু এই খাতা খুলে বসল।

সরমা। ( স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে ) ফিজিক্স কি কি পরীক্ষা হবে ?

মণ্টু। হিট লাইট ভ্যলটাইক ইলেকট্রিসিটি।

সরমা। কেমেস্ট্রি ?

মণ্টু। মেটাল্‌স।

সরমা। আচ্ছা তুমি লাইট্ থেকে রিফ্র্যাকটিভ ইনডেক্সের অঙ্কগুলো কষো, আমি মেটালএর প্রপারটিগুলোর একটা চার্ট তৈরি করে দিচ্ছি।

দুজনেই খাতাপত্রে মনোনিবেশ করল। একটুবাদে সরমা দেখে খাতাপত্র ফেলে মণ্টু তার দিকে চেয়ে আছে।

হচ্ছে না ?

মণ্টু। ( সচকিত ) হচ্ছে—

কিছুক্ষণ। আবারও পেন্সিল থেমে যায় মণ্টুর হাতে। আবার দৃষ্টি বিনিময়। আবার মনযোগ। আবারো অমনোযোগ। লিখতে লিখতে সরমা আড়চোখে বারকতক লক্ষ্য করল তাকে—মণ্টু তখন চেয়ে আছে আত্মবিস্মৃত হয়ে।

সরমা। ( হঠাৎ তার কানে হাত দিয়ে মাথাটা ফিরিয়ে দিল খাতার দিকে ) চোখ দুটো ওদিকে দাও, পরীক্ষায় পাস করতে পারবে তাহলে।

মণ্টু চেয়ে থাকে হতভম্বের মত।

অঙ্ক পারছ না ?

মণ্টু নির্বাক। প্রচণ্ড বিস্ময়ে চারুদেবী স্তব্ধ। ক্রুদ্ধ পদক্ষেপে এগিয়ে এলেন তিনি।

চারুদেবী। মণ্টু! ভিতরে যা!

অধোবদনে মণ্টুর দ্রুত প্রস্থান।

অতবড় ছেলে, কলেজে পড়ে, তার কানে তুমি হাত দাও কি বলে ?

সরমা নির্বাক।

বাপ দাদার আমল থেকে কোনদিন এতটুকু আঁচড় লাগেনি ওর গায়ে, আর তুমি বাইরের মেয়ে তোমার হাত উঠল ? আর পড়াতে হবে না, মাইনে যা পাওনা হয়েছে মাসকাবারে পাঠিয়ে দেব।

সরমা। ( আস্তে আস্তে উঠে ) মণ্টুকে ডাকুন একবার।

চারুদেবী। কেন, আমি বলচি তাতে হবে না ?

সরমা। হবে, আপনি একবার ডেকে দিন।

চারুদেবী। ( হাঁক দিলেন ) মণ্টু। এই মণ্টু—। ( ভিতরে চলে গেলেন )

মণ্টু এলো।

সরমা। (তার হাত ধরে) কিছু মনে কোরো না মণ্টু, আমার অন্যায় হয়েছে। কিন্তু একটা কথা মনে রেখো ভাই, বাঁচার তাগিদে এমনিতেই যেতে বসেছে এদেশের মেয়েরা, তোমরা ভরসা দিতে না পারো, গ্লানি বাড়িও না।

মণ্টু মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

মেটালসএর চার্ট নিয়ে গেলাম, শেষ হলে ডাকে পাঠিয়ে দেব, পরীক্ষায় কাজে লাগবে ওটা।

যাবার জন্য পা বাড়িয়েও থামতে হল। হর্ষোৎফুল্ল বিপিন চৌধুরীর প্রবেশ। মণ্টু চুপচাপ চলে গেল।

বিপিন। এরই মধ্যে ফিরে চললেন আজ?

সরমা নিরুত্তরে তাকালো।

ও আজ তাড়া আছে বুঝি কিছু?

সরমা। মণ্টুর পড়াশুনার জন্য আপনার দুশ্চিন্তার শেষ নেই বিপিনবাবু, না?

বিপিন। না না না, তা কেন—মণ্টুর সম্বন্ধে এবারে একদম নিশ্চিন্ত—চেষ্টা করলেও আর ফেল করতে পারবে না। যাক্, মোট কথা আপনার পড়ানো শেষ তো এখন?

সরমা। হ্যাঁ।

বিপিন। গুড! বাড়ি যাচ্ছেন তো? চলুন একটা লিফট দিই আপনাকে।

সরমা। আপনার ছোট ভাইয়ের সামান্য শিক্ষয়িত্রী আমি, মোটরে করে আমাকে বাড়ি পৌঁছে দেবার এ আগ্রহটুকু কেন বিপিনবাবু?

বিপিন। (থতমত খেয়ে এবং পরে হেসে) আপনি আসুন তো—গাড়িতে বলব—আমারও কিছু কথা থাকতে পারে।

সরমা। পারে। আপনাদের বাড়ি আছে, গাড়ি আছে, টাকা আছে—কথাও কিছু থাকবে আশ্চর্য কি! কিন্তু কথার

বদলে কথা আমিও কিছু বলতে পারি, আর সেটা নীরস লাগবে কানে, নমস্কার—

বিপিন হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে রইল। সরমা চলে গেল।

বিপিন। মণ্টু! মণ্টু! মণ্টু—!

মণ্টু এলো

কি হয়েছে রে? উনি রাগ করে চলে গেলেন মনে হল?

মণ্টু নিরুত্তর

( তিক্ত কণ্ঠে ) পড়া হয়ে গেল এরই মধ্যে? মাথা ধরেছে বললি বুঝি?

মণ্টু নীরব

( তেঁতে উঠে ) পড়ার সময় খালি ফাঁকি, এবারেও আর তোমাকে পাস করতে হবে না বলে দিলাম।

মণ্টু। মা তাঁকে আর আসতে বারণ করে দিয়েছে।

বিপিন। ( বাক শক্তি রহিত প্রায় ) বারণ করে দিয়েছে! কেন?

মণ্টু নির্বাক, বিপিন তার দু'কাঁধ ঝাঁকিয়ে

কেন? কেন? কেন—? ( ছেড়ে দিয়ে ) কাকিমা! কাকিমা—।

চারুদেবী এলেন। মণ্টু তাড়াতাড়ি চলে গেল

চারুদেবী। ( ঝিয়ের উদ্দেশে ) কইরে গঙ্গা। দাদাবাবু এসেছে, খাবারটা ঠিক করতে বল।

বিপিন। ওই মেয়েটিকে আর পড়াতে আসতে বারণ করেছ?

চারুদেবী। হ্যাঁ বাবা, ও ছেলেকে পাস করানো মেয়েমানুষের কম্ম নয়—একজন পুরুষ মাস্টার রেখে দে তুই।

বিপিন। মন্টু বলেছে এ কথা ?

চারুদেবী। মন্টু বলবে কেন ? আমার চোখ নেই ? এতবড় শেয়ার বাজারটা চালাচ্ছিস তুই, তোকেই কত চেষ্টা করে বিজ্ঞান পড়ানো গেল না—আর একটা মেয়ে এতসব শক্ত শক্ত বই পড়িয়ে দেবে ?

বিপিন। হুঁ···। কি হয়েছে খুলে বলো, নয়ত এক্ষুনি আবার তাকে ডেকে নিয়ে আসব আমি।

চারুদেবী। ( ক্রুদ্ধ ) তা আর আনবে না ? আগে তোমার রাত দুপুর হত বাড়ি ফিরতে, এখন বিকেল না হতে সাত তাড়াতাড়ি কাজ ফেলে পালিয়ে আসা চাই। আর ভাই ওদিকে পড়া ফেলে হাঁ করে সারাক্ষণ রূপ গিলবে মাস্টারনীর—আমার বাপু এসব বরদাস্ত হবে না স্পষ্ট কথা !

বিপিন। বরদাস্ত হবে না···আমাকে না জানিয়েই তাই তাকে আসতে বারণ করে দিলে, কেমন ? তাকে আবার আমি এ বাড়িতে আনব—আনব—আনব—শুনে রাখো।

এক ঝটকায় বেরিয়ে গেল।

## সপ্তম দৃশ্য

ডাঃ চন্দ্রর ঘর। বিকেল। ডাঃ চন্দ্র পাঠরত। বিপিন চৌধুরীর আগমন।

চন্দ্র। এসো শেয়ার মার্কেট, এসো! কি খবর?

বিপিন। এলাম তোমার কাছে।

চন্দ্র। শুনে ভয় ধরছে যে হে! বোসো বোসো—ভালো কথা, মণ্টু কেমন পড়ছে বলো—

বিপিন সহসা জবাব দিয়ে উঠতে পারলো না।

···অমন ভালো মেয়ে সচরাচর দেখা যায় না হে, মণ্টু এবারে ভালো রেজাল্ট করে যাবে দেখ'খন।

বিপিন। এ ব্যাপারেই তোমার সঙ্গে কিছু কথা ছিল মোহিনীদা।

চন্দ্র। কি বলো তো?

বিপিন। মণ্টুকে আর পড়াচ্ছেন না উনি।

চন্দ্র। সে কি!

বিপিন। কাকিমার ঠিক পছন্দ নয় মেয়ে টিচার তাঁর ছেলেকে পড়ায়, নিষেধ করে দিলেন হঠাৎ।

চন্দ্র। (স্তব্ধ) ছি ছি ছি—এমন হতে পারে জানলে তাকে পাঠাতুম না তোমাদের বাড়ি। (রাগত স্বরে) সী ইজ নিডি··· বাট সি ইজ ওয়ান ইন এ থাউজেণ্ড!

অপর্ণা ভিতরে ঢুকল। শেষের কথাকটি কানে গেছে।

অপর্ণা। (বিপিনের উদ্দেশ্যে) ও আপনি···কতক্ষণ এসেছেন জানতে পারিনি তো?

বিপিন। ( হাসতে চেষ্টা করে ) এই তো কিছুক্ষণ…

অপর্ণা। ( চন্দ্রের প্রতি ) কে ওয়ান ইন এ থাউজেণ্ড? ( সভয়ে ) আমি নয় তো ?

চন্দ্র। ( গুম হয়ে ) আমার ছাত্রী।

অপর্ণা। সরমা ব্যানার্জি ?

চন্দ্র। হ্যাঁ।

অপর্ণা। ( মুচকি হেসে ) তাই এতো উচ্ছ্বাস !

চন্দ্র। ( তিক্ত স্বরে ) হবে না কেন, তোমাদের মত শাড়ি গাড়ি গান বাজানা নিয়ে তো আর দিন কাটে না তার।

অপর্ণা বিস্মিত নেত্রে তাকালো তার দিকে, পরে নিঃশব্দে চলে গেল ঘর থেকে।

বিপিন। রাগিয়ে দিলে তো বৌদিকে ?

চন্দ্র। ( বিব্রত হাসি )…যাক, কিন্তু সে সম্বন্ধে আর কি আমাকে করতে বলো তুমি ?

বিপিন। আমি বাড়িতে থাকলে এ রকম হতো না।

চন্দ্র। কিন্তু আর তো তাকে বলতে পারিনে ও বাড়ি গিয়ে আবার পড়াও তুমি !

মণিময়ের আগমন।

আসুন মণিময়বাবু আসুন—আপনার খুব প্রশংসা শুনি অপর্ণার মুখে। ( হাঁক দিলেন ) অপর্ণা—! তা ছাত্রীটি ভালো আপনার কি বলেন ?

মণিময়। শুধু ভালো, আমার নেহাত ভাগ্য, স্টুডিওতে এরই

মধ্যে কত নাম ওঁর—সিনেমাতেও দুটো গান প্লে-ব্যাক করবেন ঠিক হয়েছে।

চন্দ্র। (সোৎসাহে) তাই নাকি! (স্তিমিত) সিনেমায় প্লে-ব্যাক করবে—তা বে-শ ভালো···(আবার ডাকতে গেলেন) অপর্ণা···

ডাকার আগেই অপর্ণা এলো।

অপর্ণা। (অতিরিক্ত উৎসাহে) এসেছেন তাহলে, আমি ভাবলাম আজ ভুলেই গেলেন, আসুন।

চন্দ্র। এবারে ওকে দিয়ে এমন গাইয়ে দিন মণিময়বাবু যেন আমি সুদ্ধ্ ফেমাস হয়ে উঠি!

অপর্ণা। (ভুরু কুঁচকে দেখল) তা হতেও পারো—ওপরে চলুন মণিময়বাবু, আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে, আজ আর আপনাকে সহজে ছাড়ছি না।

বিনয়-বিগলিত মণিময়কে নিয়ে ভিতরে চলে গেল সে। চন্দ্র বিপিনের কাছে এসে বসলেন আবার।

চন্দ্র। তারপর, বলো কি করতে চাও তুমি। আর করার আছেই বা কি এখন!

বিপিন।···আমি তোমার কাছে অন্য সুপারিশ নিয়ে এসে-ছিলাম মোহিনীদা—তাঁকে এবার বরাবরকার মতই আমাদের বাড়িতে নিয়ে আসতে চাই।

চন্দ্র। (প্রথমে হতবাক, পরে সশব্দে হেসে উঠলেন) এই ব্যাপার! কিন্তু আমি তো করি মাস্টারি, ঘটকালি তো করিনে!

বিপিন। তোমাকে ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

চন্দ্র। কি মুশকিল···আমি ··আমি এর কি ব্যবস্থা করব—সদিচ্ছাটা সরমাকে জানিয়েছ?

বিপিন। না।

চন্দ্র। তাকে বলো। ছেলে হিসেবে তো এ বাজারে রত্ন তুমি···আমার মতামত কিছু চায় তো···( হঠাৎ থমে গেলেন ) অবিনাশকে চেন?

বিপিন। না তো···কে তিনি?

চন্দ্র। ( অল্প হেসে ) চিনলে ভালো করতে, এ সম্বন্ধে সেই সৎপরামর্শ দিতে পারতো তোমাকে।···সরমার দাদা আছেন, তাঁর কাছেও—(আবার থেমে গেলেন) কি আশ্চর্য! এই যে ভদ্রলোক গেলেন উপরে—ইনিই তো সরমার দাদা!

বিপিন। তাই নাকি! একবার ডাকো না আলাপ করি।

চন্দ্র। তা করতে পারো, কিন্তু বিয়ের আলাপটাও এখানেই করবে নাকি!···ওর বাড়ি গেলে পারতে?

বিপিন। তুমি ডাকো না, বাড়িতেই অসুবিধা বেশি, কখন একলা পাবো না পাবো···ডাকো তুমি।

চন্দ্র। সাধে কি আর দালাল বলে, আচ্ছা একলা পাবার ব্যবস্থা করছি। এই মধু—।

চাকরের প্রবেশ

ওপরে মাকে খবর দে, যে বাবুটি এসেছেন তাঁর সঙ্গে বিপিনবাবু আলাপ করবেন—একটু নিচে পাঠিয়ে দিতে বল্।

চাকর চলে গেল

দেখো, যা বলবে রয়ে সয়ে বোলো—মেয়েটি আমার ছাত্রী—শুনে কিছু না মনে করে আবার।

বিপিন। ঠিক আছে, ঠিক আছে, তুমি ভেবো না—।

মণিময় এলো

চন্দ্র। আসুন মণিময়বাবু, বসুন—আপনার সঙ্গে এই ভদ্রলোকের আলাপ করার ইচ্ছে—বিপিন চৌধুরী, মস্ত শেয়ার ডিলার—আমার বিশেষ বন্ধু—এঁরই ছোট ভাইকে সরমা পড়ায়।

সবিনয় অভিবাদন বিনিময়

মণিময়বাবু কিন্তু শুধু গায়ক নন হে বিপিন, মস্ত লেখকও—আচ্ছা, তোমরা কথা বলো, আমি একটু আসছি। ( ভিতরে চলে গেলেন )

বিপিন। দেখুন দেখি কি আশ্চর্য! এতবড় গুণী লোক আপনি, অথচ সরমা দেবী সে কথা একবারও বলেন নি···পাছে এসে বিরক্ত করি আপনাকে সেই জন্যেই বলেন নি বোধহয়।···কি লেখেন, উপন্যাস?

মণিময়। নাটক। উপন্যাসের দলে আর ভিড় বাড়িয়ে লাভ কি···সিনেমাতেও নিয়েছে একটা নাটক, মিসেস চন্দ্র প্লে-ব্যাক করবেন তাতে।

বিপিন। হ্যাঁ হ্যাঁ শুনছিলাম বটে তখনই—সেটা আপনারই নাটক? কি নাম বলুন তো বইখানার?

মণিময়। দেশের মেয়ে।

বিপিন। বাঃ! আমার অবশ্য পড়া হয়নি, তবে নাম শুনেছি বোধহয়···আজই কিনে নেব এক-কপি।

মণিময়। কিন্তু—

বিপিন। না না না, কম্প্লিমেণ্টারি চাইনে, ওই এক রোগ আমাদের, কোথায় সবার আগে বই কিনে লেখকের সম্মান বাড়াবো, তা নয়, কমপ্লিমেণ্টারি চেয়ে নিয়ে বাহাদুরি করা চাই অন্যের কাছে।

মণিময়। না—মানে—নাটকখানা এখনো ছাপাই হয়নি।

বিপিন। ( বিব্রত হয়ে এবং ঢোঁক গিলে ) তাই বুঝি···তা ছাপছেন না কেন?

মণিময়। চেষ্টা করছি, দেখি—।

বিপিন। বলেন তো আমিও চেষ্টা করতে পারি—দুই একজনের সঙ্গে আমার জানাশুনাও আছে।

মণিময়। তাহলে তো খুব ভালো হয়।

বিপিন। ঠিক আছে, ও আর এমন কি। ( একটু থেমে ) যাক, এমনিতেই আপনার সঙ্গে আলাপ করার ইচ্ছে ছিল, এখন তো দেখছি একজন উঁচু দরের সাহিত্যিক আপনি।···আমার, ইয়ে···মানে সমস্যাটা আপনি ভালই বুঝবেন···।

মণিময়। কি বলুন তো?

বিপিন। এই···একটা বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করব ভাবছিলাম···।

মণিময়। বিয়ে! কিন্তু বিয়ে তো আমি আর করব না।

বিপিন। (কটূক্তি সামলে নিয়ে) আমি আমারই কথা বলছি।

মণিময়। (হাঁ করে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ) এই ব্যাপার? এই সামান্য কথার জন্য এতক্ষণ ধরে···

বিপিনের বিব্রত হাসি

সরমাকে বলেছেন?

বিপিন। না।

মণিময়। বলুন তাকে।

বিপিন। পারি, কিন্তু আপনি আছেন মাথার ওপর।

মণিময়। না মশাই, ওর মাথার ওপর কেউ নেই। (হঠাৎ স্মরণ হল কি) অবিনাশকে চেনেন আপনি?

বিপিন। (ধাক্কা খেয়ে) নাম শুনেছি, কে বলুন তো তিনি?

মণিময়। থার্ডক্লাস লোক—সরমার বন্ধু—কাউকে দিয়ে যদি তুলতে চান কথাটা একমাত্র মানুষ সে, তার কাছে যান, আমি বলেছি বলবেন না যেন।

বিপিন। কি করেন তিনি?

মণিময়। ঘাস কাটেন, কমার্সিয়াল আর্টিস্ট—বছরে সতের বার অসুখে ভোগে বলে চাকরিও জোটে না, বাড়ি বসেই কাজ করে।

বিপিন। যেমন শুনছি, নিজেই তিনি বিবাহপ্রার্থী নন তো?

মণিময়। (ভেবে) বোধহয় না···। একবার সে মুখ ফুটে বললে এতদিন তিনবার বিয়ে হয়ে যেত। আচ্ছা, আমি চলি এখন, নমস্কার।

নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল সে। বিপিন হতভম্ব

বিপিন। (দীর্ঘনিঃশ্বাস) থার্ডক্লাস লোক, ঘাস কাটে, সরমার বন্ধু—মুখ ফুটে বললে এতদিনে তিনবার বিয়েও হয়ে যেত—অথৈ জল···!

ডাঃ চন্দ্র ভিতরে ঢুকলেন

ডাঃ চন্দ্র। কি হে উনি চলে গেলেন দেখছি, তোমার সুবিধে হল কিছু?

বিপিন। (ব্যস্তভাবে) বিশেষ না, আচ্ছা আর একদিন আসব, তাড়া আছে—।

বেরিয়ে গেল। চেয়ারে বসে ডাঃ চন্দ্র ভাবতে লাগলেন কি। রুদ্ধ আক্রোশে অপর্ণা পায়ে পায়ে সামনে এসে দাঁড়াল

অপর্ণা। শোন—

চন্দ্র সচেতন হয়ে ফিরে তাকালেন

এরপর তোমার কাছে এখানে লোক এলে আমাকে ডেকো না—কথাটা মনে থাকে যেন।

চন্দ্র। (বিস্মিত) কি হল বুঝলাম না।

অপর্ণা। বুঝে দরকার নেই। শাড়ি গাড়ি গান বাজনা নিয়ে দিন কাটবে আমার, তোমার গবেষণার তথ্য আমি বুঝতে চাইব না কোনকালে—এ তুমি জানতে না?

চন্দ্র। ও···এই কথা। জানতুম। (হেসে) গান বাজনার বদলে তুমি গবেষণা বুঝতে চাইলে একশ পাঁচ ডিগ্রী জ্বরের মত লাগত।···বিপিনের সামনে তখন ওভাবে বলাটা সত্যিই আমার অন্যায় হয়েছে অপর্ণা···আমার ঠিক খেয়াল ছিল না।

অপর্ণা। আমার বেলায় কোন কিছুই খেয়াল থাকে না তোমার সে আমি অনেক দিন জানি—অন্যের বেলায় সব খেয়ালই খুব ঠিক থাকে তোমার। যাক্, রাগের মাথায় সত্যিকারের দুঃখটা প্রকাশ করে ফেলেছ ভালই করেছ—কিন্তু আর কোন দিন লোকের সামনে এখানে ডেকো না আমায়—ডাকলেও আমি আসব না।

সবেগে চলে গেল। ডাঃ চন্দ্র বিব্রত মুখে চেয়ে রইলেন শুধু

## অষ্টম দৃশ্য

অবিনাশের ঘর। বিকেল। ক্যানভাসে সাঁটা ফ্রেমের সামনে দাঁড়িয়ে অবিনাশ বিজ্ঞাপনের নক্সা আঁকছে। দোরগড়ায় মোটর থামার শব্দ। পোর্টফোলিও ব্যাগ হাতে বিপিন চৌধুরীর প্রবেশ। অবিনাশ মুখ তুলল।

বিপিন। আপনি অবিনাশবাবু?

অবিনাশ। হ্যাঁ, আপনি?

বিপিন। (একটু নিরীক্ষণ করে) আমি একজন শেয়ার ডিলার—একটা বিজ্ঞাপনের ডিজাইন করে দিতে হবে।

পোর্টফোলিও ব্যাগ থেকে নমুনা বার করে অবিনাশের হাতে দিল। অবিনাশ দেখল, তার মুখে চাপা হাসির আভাস।

অবিনাশ। হবে—।

বিপিন। (অন্তরঙ্গ সুরে) লেটারিং ঠিক এমনি হওয়া চাই কিন্তু।

অবিনাশ। (মৃদু হেসে) হাতের লেখা দেখলে আপনার নাম সই করে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে নিয়ে আসতে পারি—লেটারিংএ গলদ থাকবে না।

বিপিন। (খুশির অভিব্যক্তি) বেশ বেশ, আপনি এ লাইনে অনেকদিন কাজ করছেন বুঝি?

অবিনাশ। অনেকদিন। আসল কথাটা বলুন এবার—

বিপিন। টাকা? সে আপনি যা চান তাই পাবেন।

অবিনাশ। প্রচ্ছন্ন কৌতুকে ) আর তাহলে কোনো কথা নেই আপনার ?

বিপিন। তার মানে ?

অবিনাশ। মাপ করবেন, ছ'মাইল পেট্রল পুড়িয়ে বিজ্ঞাপনের লেটারিং করাতে এসেছেন আমার হাত যশ শুনে বুঝতে পারিনি—

বিপিন। ( তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ ) কাস্টমারের সঙ্গে এ কোন দেশী তামাশা আপনার ?

অবিনাশ।…তাই তো—যাক্, বাজে বকাটা মুদ্রাদোষ আমার, অপরাধ নেবেন না—আপনার অর্ডার কালই পাবেন, নমস্কার। ( আঁকার তুলি টেনে নিল )

বিপিন। (ঈষৎ হেসে) আমি কেন এসেছি বুঝতে পেরেছেন ?

অবিনাশ। ভেবেছিলাম পেরেছি, কিন্তু সে তো দেশী বস্তুর মতো জলো লাগল আপনার।…মণ্টু অর্থাৎ সরমা যাকে পড়াতো তার দাদা তো আপনি ?

বিপিন। ( নিরুপায় হয়ে সশব্দে হেসে উঠল ) শেয়ার বাজারের দালালি জানা আছে, বিয়ের বাজারের সুপারিশেও সেই একই বিদ্যে ফলাতে গিয়ে বিপদ হল—হ্যাঁ, আমি মণ্টুর দাদা, নাম বিপিন চৌধুরী।

অবিনাশ। কিন্তু আমার কাছে সুপারিশ কিসের ?

বিপিন। আমাকে দেখেই আপনি এত জেনে বসে আছেন আর এটুকু জানতে বাকি ?

অবিনাশ। ( সহাস্যে ) তা নয়, কিন্তু আমি তো আপনার পাত্রী নই মশাই!

বিপিন। ( বিকৃতভাব দমন করে ) ডাঃ চন্দ্র আপনার নাম করলেন, সরমার দাদাও আপনার কথা বললেন···আপনার সুনজর থাকলে আর আটকাবে না কোথাও।

অবিনাশ। নিজের এমন অদ্ভুত প্রতিপত্তি জানা ছিল না···। সাদা কথায় আপনি সরমাকে বিয়ে করতে চান আর আমাকে সেই-জন্য তদবির করতে হবে, এই না?

বিপিন। আপনার অনুগ্রহ।

অবিনাশ। (একটু থেমে শান্ত মুখে) আমি বলে দেখতে পারি, কিন্তু তাহলে গোটাকতক কথা জিজ্ঞাসা করা দরকার আপনাকে।

বিপিন। বলুন।

অবিনাশ। মাসে আপনার রোজগার কত?

বিপিন। ( ঘরের দারিদ্র্যের দিকে চোখ বুলিয়ে ) চার পাঁচ হাজার।

অবিনাশ। নিজের বাড়ি?

বিপিন। আজ্ঞে হ্যাঁ, আর ব্যাঙ্কের পাশবইও আছে গোটা-কতক, বলেন তো পাঠিয়ে দিতে পারি।

অবিনাশ। ( আরো শান্ত মুখে ) ছবি আঁকা পেশা, মনের কথা এমনিতেই বুঝতে পারি—। যাক্, সরমার বরাবরকার ইচ্ছে বিজ্ঞানে সত্যিকারের কিছু কাজে লাগবে ও, এতে আপনার দিক থেকে বাধা আসবে না কিছু?

বিপিন। না।

অবিনাশ। বেশ। আপনার পাশবইয়ের জোর থাকে তো বাড়িতে একটা ল্যাবরেটারীর মত না হয় করে দেবেন ওকে। আমার চেষ্টার ত্রুটি হবে না, তবে, যে যাই বলুক তার নিজের মতামতই সকলের বড়, আমি বলে দেখব।

বিপিন। আজ আসি তাহলে, নমস্কার—। ( প্রস্থানোদ্যত )

অবিনাশ। শুনুন।

বিপিন চৌধুরী ঘুরে দাঁড়াল। বিজ্ঞাপনের নমুনাটা তার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে

এটা নিয়ে যান।

বিব্রত হাস্যে নমুনাটা নিয়ে বিপিন চলে গেল। চুপ চাপ খানিক সেদিকে চেয়ে থেকে অবিনাশ আঁকায় মন দিল। কিন্তু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে। ঘরের আলো কমে আসছে। হঠাৎ একটানে ফ্রেমের ক্যানভাস ছিঁড়ে টুকরো করে দুমড়ে ফেলে দিল সেটা। ঘরের আলো কমতে কমতে একেবারে কমে গেল।

আস্তে আস্তে আলো হল আবার। আর এক রাত্রির সূচনা। বিছানায় বসে অবিনাশ একটা কাগজে আঁচড় কাটছে, সরমা ঘরে ঢুকল।

বোসো। ( শাসনের সুরে ) তোমাকে না বলেছি নড়াচড়া বন্ধ, বাড়ি বসে শুধু পরীক্ষার পড়া পড়বে ?

সরমা। চুলোয় যাক পরীক্ষা, পরীক্ষার ফী যোগাতেও কত টাকা লাগবে জানো ?

অবিনাশ। যা লাগে দেবে এই গৌরী সেন, তোমার ভাবনা কি ?

সরমা। তা হয় না…।

অবিনাশ। ( ভুরু কুঁচকে ) হয় না মানে? আমার অসুখের সময় স্কলারশিপের টাকা ভেঙে হাসপাতালের খরচা পর্যন্ত চালাও যখন, সেটা হয় কি করে?

সরমা। ( হেসে ফেলে ) বেশ করি যাও—।

অন্যমনস্কের মত ভাবতে লাগল কি

আচ্ছা, একটা কথার সত্যি জবাব দেবে?

অবিনাশ। মিথ্যে বলে পার পাই তো দেব না, শুনি কথাটা?

সরমা। সত্যি করে বলো কি চাও তুমি।

অবিনাশ। কি চাই মানে?

সরমা। মানে ঠিকই বুঝেছ।

অবিনাশ। বেশ, নাহয় বুঝেইছি—কিন্তু চাইলেই তো আর সব ঐশ্বর্য উজাড় করে দেবে না, বলে হবে কি?

সরমা। হাসি রেখে সত্যি কথা বলো।

অবিনাশ। তবু বলব? ভালো…। বরাত এমন প্রসন্ন জানতুম না—'উড়ে যাক, দূরে যাক, জীবনের বিবর্ণ বিশীর্ণ পাতা! ( হঠাৎ থেমে ) আমার ছেলেবেলার কথা কিছু জানো না সরমা, না?

সরমা জিজ্ঞাসু। অবিনাশ উঠে দাঁড়াল এবং হাসিখুশি মুখে বলে গেল

পাঁচ ভাই ছিলুম আমরা, বুঝলে—আমি বড়। আমার পরের ছুটো মরেছে অ্যানিমিয়ায়, আর তার পরেরটা পেটের রোগে আর

খাওয়ার রোগে।···আর সকলের ছোট যে সেও বেশি দিন জ্বালায়নি—জন্ম থেকে রিকেটে ভুগছিল একদিন চোখ উল্টে দিলে। পয়সা থাকতেও কি জানি কেন ডাক্তার ডাকতে সাহস করতেন না বাবা—রোগী দেখতে এসে ডাক্তার গালাগাল করতেন তাঁকেই। আমার সাত আট বছর বয়সের কথাও মনে আছে, রীতিমত ভালো স্বাস্থ্য ছিল মায়ের—আর আমার পনের বছর বয়সের সময় মা যখন মারা গেলেন, হাড় কটা গুণে নেওয়া যেত শরীর থেকে।

সরমা। ( পাংশুমুখে ) ভয় দেখাচ্ছ ?

অবিনাশ। ( সহাস্যে ) ভয় পেয়েছ তাহলে ? ( বসল ) যাক, ওসব বাজে কথা রাখো এখন—বিপিনবাবুর কেস্‌টা আপাতত ফয়সালা করে নেওয়া যাক। কি ঠিক করলে ?

সরমা। তোমাকে কি দালাল রেখেছেন নাকি ?

অবিনাশ। দালালি একটা পাব ঠিকই, তবে সেটা কোন্ তরফ থেকে জানা নেই। তোমার বক্তব্য কি ?

সরমা নিরুত্তর। অবিনাশ ভাবল একটু

দেখো সবার জীবনেই প্রোগ্রাম থাকে একটা, তোমারও আছেই—

সরমা। কেমন ?

অবিনাশ। যেমন, এম. এসসি. পাস করবে, সমাদ্দারের ল্যাবরেটারীতে জায়গা পাওয়া যাবে, নয়ত চাকরি করবে কোনো কলেজে। অন্যদিকে কর্তৃত্ব করবে একজনের ওপর আর ক্রমশ

একটা সংসারের ওপর। সব মিলিয়ে একটা বড় সার্থকতার আশা আছে মনে, অথচ বলতে পারছ না মুখ ফুটে—কেমন কি না?

সরমা। বলতে বাধা কোথায় শুনি?

অবিনাশ। বাধা এই পামর।

সরমা। আ-হা। তারপর তোমার প্রোগ্রাম?

অবিনাশ। ( সোৎসাহে পা গুটিয়ে বসে ) শুনবে? তোমারটা পুরোপুরি বললেই আমারটা বলা হবে—দেখো মেলে কিনা।···এখন এই একত্রিশ আমার। আরো বছর কতক কাটবে এমনি হৈ চৈ করে। ভাল থাকলে ঘরে বসে নক্সা আঁকব, ভালো না থাকলে? —হাসপাতাল। ইতিমধ্যে বিপিনবাবু তোমার কাঁধে ভর করেছেন। তুমি প্রথম প্রথম দেখাশুনা করতে আসছ প্রায়ই, পরে সময়ের অভাবে মাঝে মাঝে—সঙ্গে স্বাস্থ্যোপদেশ আর হিতোপদেশের ঝুড়ি। তোমার সময় কমছে কাজেই আমার বাড়ছে—পয়সা কিছু পাচ্ছি কিন্তু থাকছে না—দেহের খাঁচা ঠিক রাখতে মাশুল যাচ্ছে ক্রমাগত। কিন্তু নাছোড়বান্দা আমি—যুদ্ধ করছি অক্লান্ত। বিপিনবাবুকে বাহন করে তোমার ঘন ঘন ষড়যন্ত্র শুরু হবে—তদারক এবং সুচিকিৎসার অজুহাতে এসে থাকতে হবে তোমাদের বাড়ি। আমার কাঁধে শনি, সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করব।

সরমা হাঁ করে চেয়ে আছে তার মুখের দিকে। অবিনাশ একটু হাসল।

এর পরে ক্লান্ত হয়ে হঠাৎ একদিন যমরাজার বশ্যতা স্বীকার। —দিনরাত তোমাকে সান্ত্বনা দেবার অছিলায় বিপিনবাবু এক সপ্তাহ

ধরে শেয়ার বাজারে লোকসান খাবেন। দিন কাটছে, বছর কাটছে একটা দুটো করে অনেকগুলো। তোমার কখনো মনে পড়ে আমাকে, কখনো পড়ে না। তোমার মাধুর্য নিয়ে, কল্যাণ নিয়ে বড় হয়ে উঠেছে তোমার ছেলে-মেয়েরা—সুন্দর সংসার। আমি অপরি-চিত তাদের। তুমিও ভুলবে। বয়সের মাঝধাপে পা দেবে একদিন। ছেলেমেয়েদের শাসনে পড়ে বিশ্রাম নিতে শুরু করবে মাঝে মাঝে। তেমনি এক অলস সন্ধ্যায় বারান্দার রেলিংএ দাঁড়িয়ে নয়তো ছাদের আলসেতে বসে নিজের পূর্ণতাই অনুভব করছ হয়তো···একটু আনন্দ, একটু গর্ব, একটু ব্যথা। কখন অতীত প্রদক্ষিণ শুরু হবে অন্যমনস্কের মতো—স্তব্ধ হয়ে দেখবে, অবিনাশ হারিয়ে যায়নি একেবারে। মুখ চাওয়াচাওয়ি করবে তোমার ছেলেমেয়েরা, তাদের মায়ের হল কি আজ? ভাববে, ডাকবে কি ডাকবে না।

অবিনাশ চোখ মেলে তাকালো, দুই চোখে উদ্গত অশ্রু। সরমা ঘাড় গোঁজ করে বসে আছে অন্যদিকে চেয়ে। অখণ্ড স্তব্ধতা।

সরমা। (মুখে শাড়ির আঁচল গুঁজে নিজেকে সংবরণ করে এবং অন্যদিকে চেয়ে) অহঙ্কার ভাল নয় অবিনাশ, কিন্তু শোকের অহঙ্কার যে আরো খারাপ!

অবিনাশ। (একটু নীরব থেকে) যা বললাম, শিল্পীর চোখের স্বপ্ন মাত্র। যাক, বিপিনবাবুর প্রস্তাবে রাজী হও—তোমার করুণার

বোঝা করে আমাকে রেখো না সরমা—তোমার করুণার ফাঁস গলায় পরিও না—সে মৃত্যু সইবে না—শুধু এটুকু ভিক্ষে দাও।

সরমা। ( আর্ত বেদনায় ) দেব, দেব, সব দেব অবিনাশ—মুক্তি দেব—তুমি থামো থামো থামো।

দু'হাতে মুখ ঢেকে ভেঙে পড়ল।

# দ্বিতীয় অঙ্ক

## থেম দৃশ্য

ঃ চন্দ্রর ঘর

ডাঃ চন্দ্র খবরের কাগজ পড়ছেন· এবং মাঝে মাঝে ঘড়ি দেখছেন। সরমার প্রবেশ, তার মাথায় কাপড়, সীমন্তে সিঁদুর।

চন্দ্র। এসো সরমা, এ সময় আসতে বলায় অসুবিধে হয়নি তো কিছু? বোসো—।

সরমা। না, অসুবিধে কি।

চন্দ্র। ডাঃ সমাদ্দার টেলিফোন করলেন এখানে আসছেন, ই তোমাকেও খবর দিলাম—সামনা-সামনি কথা হওয়া লো—এক্ষুনি এসে পড়বেন।

সরমা। বৌদি কই?

চন্দ্র। (ঈষৎ বিব্রত)···বোধ হয় ব্যস্ত আছেন একটু··· মি বোসো আমি দেখছি।

অপর্ণা হাসিমুখে ভিতরে ঢুকল

অপর্ণা। বৌদি মোটেই ব্যস্ত নয়, আর তোমাকেও দেখতে ব না। (সরমার দিকে চেয়ে) বাঃ। এখন আরো সুন্দর গছে দেখতে।

সরমা লজ্জা পেল। অপর্ণা চন্দ্রর পাশ ঘেঁষে বসল

এতদিনে বুঝি তোমার সময় হল? সেই কবে এসেছিলে আর এই—। আমি কতদিন ভেবেচি লোক পাঠাব, কিন্তু বড় ভয় করে—

সরমা। ভয় কেন?

অপর্ণা। আমি শাড়ির গল্প করতে পারি, গাড়ির গল্প করতে পারি, গান শোনাতে পারি, বাজনা বাজাতে পারি, কিন্তু কেমেস্ট্রি ? বা-ব্বা! তোমাদের জায়গা অনেক উঁচুতে।

কটাক্ষে চন্দ্রর দিকে তাকালো। সরমাও অবাক। চন্দ্র খবরের কাগজ টেনে নিলেন আবার।

সরমা। ভয় তো আমাকেই পাইয়ে দিলেন দেখচি।

অপর্ণা। (হর্ষোৎফুল্ল) কিছু না, কিছু না,—তা আমাকেও একজন বিজ্ঞ বলে ধরে নিতে পারো, একেবারে খোদ কেমেস্ট্রির আড়ালে আছি।

সরমা হেসে ফেলল। চাকর এসে মনিবকে জানালো টেলিফোনে কে ডাকছে তাঁকে। চন্দ্র উঠে গেলেন। অপর্ণা হাসিমুখে কাছে ঝুঁকল

এবারে তোমার নতুন খবরটা বলে নাও চট করে—ঘর-করণার গবেষণা কেমন লাগছে?

সরমা। (হেসে ফেলে) ঠিক শুরু করিনি এখনো।

অপর্ণা। আচ্ছা মেয়ে ত তুমি! বিপিনবাবুকে নিয়ে এলে না কেন—বিয়ের পর আর ভদ্রলোক এদিক মাড়াননি।

ডাঃ সমাদ্দারের শশব্যস্ত প্রবেশ এবং থমকে যাওয়া। সরমা এবং অপর্ণা দুজনেই উঠে দাঁড়াল। অপর্ণা প্রণাম করল।

সমাদ্দার। চন্দ্র কোথায়? চন্দ্র বাড়ী নেই? তাকে যে বললাম আমি

অপর্ণা। বসুন, আসচেন এক্ষুনি।

সরমাও এগিয়ে এসে প্রণাম করল। সমাদ্দার চশমা কপালে তুলে দেখলেন তাকে

সমাদ্দার। অ্যান্ এঞ্জেল ফ্রম হেভেন!···এই কে যেন তুমি?

সরমা। চিনলেন না?

সমাদ্দার। ( আবারও দেখে হো হো করে হেসে উঠলেন ) আই উইশ সামবডি কুড ব্লো মাই ব্রেইনস আউট। তুমি তো সরমা। আমাদের চন্দ্রর চন্দ্র—বোসো, বোসো।

হা হা করে হেসে উঠলেন আবার। সরমা আরক্ত। অপর্ণা অকস্মাৎ গম্ভীর।

কিন্তু অন্য রকম লাগছে কেন···।

খুব কাছে এসে নিরীক্ষণ করলেন সরমাকে, বিস্ময়ে দুই চোখ কুঞ্চিত

একি কাণ্ড!

থতমত খেয়ে সরমা তাকালো তাঁর দিকে

কপালে সিঁদুর, মাথায় ঘোমটা—বলি কার সিমন্তিনী গো? ঘর ফাটানো হাসি ) এই জন্যই চিনতে পারিনি প্রথম।

টকটকে লাল হয়ে গেল সরমার মুখ, অপর্ণাও হাসছে এখন সমাদ্দার তেমনি হাসতে হাসতে বললেন

আমি লক্ষ্যই করিনি আগে। ভদ্রলোকটি কে গো? সায়েন্স পড়ে থাকে তো এনে লাগিয়ে দাও আমার ঘানিতে—অ্যাণ্ড লেট মি ফাইট এ ডুয়েল।

তেমনি শিশুর মত হাসি আবার

আমার ল্যাবরেটারীতে আসতে চাও?

সরমা। নিলে তো খুশি হয়ে আসি স্যার।

সমাদ্দার। নো মাই ডিয়ার, নো ফেভারিটিজ্‌ম্—কাজ জানো?

সরমা। কাজ করলাম কোথায় যে কাজ জানবো—এম এসসি-তেও ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছি, এই যা।

সমাদ্দার। রাবিশ! দ্যাটস নো কোয়ালিফিকেশান। বিনে মাইনেয় খাটতে পারবে—ভেরি ভেরি হার্ড লেবার?

অপর্ণা। ঘরের বৌঝিদের মত?

সমাদ্দার। হোয়াট্‌! ( হেসে উঠলেন ) ঠিক বলেছ—আমার ল্যাবরেটারীর গিন্নিই করব ওকে!

চন্দ্র ঘরে ঢুকলেন

এই যে চন্দ্র এসো, এতক্ষণ ছিলে কোথায়? আমি একাই হাট বসিয়ে দিয়েছি।

চন্দ্র। সরমার সঙ্গে কথা হল?

সমাদ্দার। খুব হল। ও বলে নিলে খুশি হয়ে আসবে আমার ল্যাবরেটারীতে—না নিলে যে তোমাকে সুদ্ধু খোয়াব সে তো জানে না—বুঝলে গিন্নী, চন্দ্র তোমার কথা এত বলেছে, তোমাকে না নিলে ও নিজেই হয়ত রাগ করে সব ছেড়েছুড়ে বসবে—কাজেই তোমার আসা পাকা—আমাদের ল্যাবরেটারীর সকলের শেষে সব থেকে ছোট্ট ডেস্কটা হবে তোমার—ওখান থেকে গিন্নীর মত সব কাজ এগিয়ে দেবে।

তিনি হাসতে লাগলেন। চন্দ্র ঈষৎ বিব্রত মুখে অপর্ণার দিকে তাকালেন। অপর্ণা স্থির গম্ভীর।

জানলে গিন্নী, সবই যেন আমার দায়—এই চন্দ্রকে টানতে কম বেগ পেতে হয়েছে। ওর চাকরির মায়াই যায় না—আরে বাবা, আমার কারখানার টনিক বিক্রির টাকা দিয়েও তোর মত দশটা লোক পুষতে পারি সারা জীবন—চাকরির মায়া কিসের। (হাসি) (সরমার প্রতি) ভালো কথা, তুমি আমাদের রিসার্চের সাবজেক্ট জানো তো?

সরমা। ঠিক জানিনে।

সমাদ্দার। তবে তো খুব রিসার্চ করবে। রোজ খবরের কাগজ খুলেই কি দেখো? করোনারি অ্যাটাক, থ্রমবসিস, হাইপ্রেসার, লোপ্রেসার—এ দেশের মানুষ বড় কাজ করবে কখন গো? সময় কোথায়? অথচ কেন বুক ফুলিয়ে বাঁচবে না তারা আশি বছর, নব্বুই বছর, একশ বছর—ভেবে দেখেছ?

সরমা। ( সাগ্রহে ) অনেকদিন ধরে যারা ভুগছে—ধরুন বংশগত ভাবে—তাদেরও স্বাস্থ্যের ধাত বদলাতে পারে ?

চন্দ্র লক্ষ্য করলেন সরমার আগ্রহ

সমাদ্দার। খুব পারে। আজ না হোক পঞ্চাশ বছর পরে বদলাবে—এই সমস্ত জাতটারই স্বাস্থ্যের ধাত বদলে যাবে দেখো।

সরমা প্রত্যাশিত জবাবটি পেল না যেন

আচ্ছা, অনেক দেরি হয়ে গেল, আজ উঠি, তুমি কালই একবার এসো চন্দ্র, বুঝলে ?

সরমা। ( ঘড়ির দিকে চেয়ে উঠে দাঁড়াল ) আমিও যাই আজ।

সমাদ্দার। গিন্নীর টান দেখেছ চন্দ্র। এসো, তোমাকে নামিয়ে দিয়ে যাই—।

তারা দু'জনে চলে গেল

চন্দ্র। ( গাত্রোত্থান করে ) আমিও একটু বেরুব।

অপর্ণা। দাঁড়াও। ( কাছে এলো ) য়ুনিভার্সিটির চাকরি ছেড়ে দিয়েছ ?

চন্দ্র। ছাড়িনি এখনো, আপাতত ছুটি নেব—। কেন ?

অপর্ণা। বারশ' টাকা মাইনে সমাদ্দার দেবেন ?

চন্দ্র। ( ঈষৎ হাস্যে ) তা না দিলে কি হাওয়া খেয়ে কাজ করব। ( প্রস্থানোদ্যত )

অপর্ণা। শোনো—

চন্দ্র ঘুরে দাঁড়ালেন

চাকরি ছাড়া হবে না তোমার।

চন্দ্র। ( আস্তে আস্তে খুব কাছে এগিয়ে এলেন, দেখলেন নিরীক্ষণ করে ) দেখো অপর্ণা, আগেও বলেছিলাম, আজও বলছি, যে মেয়েটার জন্য এত ঈর্ষা তোমার, সে সত্যিই এসবের অনেক উঁচুতে—তাকে নিয়ে তোমার এ দুর্ভাবনার আভাস যদি পায় কখনো, লজ্জায় মরে যাবে। ( সবেগে চলে গেলেন )

অস্থির ক্রোধে অপর্ণা ঘরময় পায়চারি করল বারকতক। অস্ফুট কণ্ঠে বলল, ঈর্ষা !···ঈর্ষা !···ঈর্ষা ! শেষে চেয়ারে বসল শান্ত হয়ে

অপর্ণা। মধু ! মধু—! ( মধুর প্রবেশ টেলিফোনটা এখানে দিয়ে যা।

মধুর প্রস্থান এবং টেলিফোনসহ পুনরাগমন। প্লাগ লাগিয়ে দিয়ে গেল সে। অপর্ণা নম্বর ডায়েল করতে লাগল

·· মনিময় বাবু ?—হ্যাঁ, আমি অপর্ণা—কি খবর ? দেখা নেই কেন ?···না না, রাগ কেন করব, বরং উল্টো কথা বলছি এখন শুনুন—আপনার ছবির প্রডিউসার আলাপ করতে চেয়ে ছিলেন—কথাবার্তা কইতে আপত্তি নেই আমার—নিয়ে আসতে পারেন—এক্ষুনি ? আচ্ছা নিয়ে আস্থন।

রিসিভার রাখল

মধু—! ( মধুর প্রবেশ )

কয়েকজন ভদ্রলোক আসচেন এক্ষুনি, এলে আমাকে খবর দিবি।

ভিতরে চলে গেল। মধু ঘর গোছগাছ করতে লাগল। খানিকবাদে মণিময় একা প্রবেশ করল।

মধু। বসুন বাবু, মাকে খবর দিচ্ছি।

সে চলে গেল এবং পরক্ষণে অপর্ণা প্রবেশ করল।

অপর্ণা। আপনি একাই এসেচেন নাকি ?

মণিময়। ( সঙ্কুচিত ) না, ওরা গাড়িতে আছেন, ডেকে আনি—।

অপর্ণা। কি আশ্চর্য, ডাকুন—। আচ্ছা শুনুন, সাদা কথায় তাঁরা চান আমি আপনার ছবিতে অভিনয় করি, কেমন ?

মণিময়। মানে, ছবিতে আপনার প্লে-ব্যাক শোনার পর থেকেই প্রডিউসার আনন্দে আটখানা—কিন্তু ওই হিরণ্ময়ীর রোল উৎরে দেবার মত তেমন কালচার্ড কাউকে পাচ্ছেন না তাঁরা—তাই আমাকে সতের বার করে তাগিদ দিচ্ছেন—

অপর্ণা। বুঝেছি, ডাকুন তাঁদের—।

মণিময় চলে গেল এবং পরক্ষণে প্রযোজক দেশাই ও তার একজন সহকারীকে নিয়ে ফিরে এলো

দেশাই। ( এক গাল হেসে ) নোমস্কার ওপর্ণা দেবী, নোমস্কার—।

অপর্ণা। নমস্কার, বসুন—।

দেশাই। ব্যেক্‌গ্রাউণ্ড সোং যা হোলো ওপর্ণা দেবী, বিলকুল মাৎ হয়ে যাবে সোব। লেকিন ওই আর্টিস্ট লিয়ে খুব ভাবন —আপনি যদি এতে ভি এসে যান তো একদম বাজার মাৎ হোয়ে যাবে।

অপর্ণা। কিন্তু আমি তো প্লে করিনি কখনো।

দেশাই। ও তো দু'দিন লাগবে—আজ যো নোতুন কাম উ ঠিক এসে যাবে—মণিময়বাবু বলিয়েছেন আর্টের উপর আপনার কোতো দরদ—উ তো আসলি চিজ্—আড় ভাঙতে দু'দিন ভি লাগবে না।

অপর্ণা। নাচি যদি, জড়তা কাটিয়েই নাচব, বলুন কি ব্যবস্থা হবে—।

দেশাই। বেবস্থা ··? ও কোনট্রাক্ট। (সহকারীর কানে কানে দু'চার কথা) মন্দা বাজার আছে, তব্‌ভি নোতুন আর্টিস্টকে আমরা যা দিব উ আর কই দিবে না—ফুল পিকচার কোনট্রাক্ট হোবে—সাত হাজার এক টাকা—হাঁ—?

অপর্ণা। (একটু ভেবে) ভূমিকাটি নায়িকার তো?

দেশাই। হাঁ-হাঁ—গ্র্যাণ্ড রোল—যদি পারেন উৎরে দিতে বহুৎ নাম হোবে।

অপর্ণা। নায়িকার ভূমিকায় সচরাচর ওরকমই দিয়ে থাকেন আপনারা?

দেশাই। (বিমর্ষ মুখে) আর্টিস্ট বুঝে তো রেট আছে-

স্টার আর্টিস্টকে পঞ্চাশ ষাট হাজার ভি দিতে হোয়—লেকিন নূতন আর্টিস্ট হোলে—

অপর্ণা। নতুন হওয়াটা ডিসকোয়ালিফিকেশান কি না সেটা আপনাদের বিচার। ওই সব চেয়ে বেশী দাবী যাদের, আমার অফার তাদের সমান রইল, আচ্ছা, নমস্কার—।

মণিময় হতভম্ব এবং ব্যতিব্যস্ত ভাব

দেশাই। এই বাত তো ঠিক নেই আছে—লেকিন বুঝিয়ে তো দেখবেন।

অপর্ণা। আপনারা বুঝে দেখুন।

সহকারীর কানে কানে পরামর্শ করে দেশাই ব্যগ্র দৃষ্টিতে অপর্ণাকে নিরীক্ষণ করতে করতে গাত্রোত্থান করল

দেশাই। আচ্ছা, আমরা ভেবে পোরে আপনাকে খোবর দিব।

মণিময়কে ইশারায় ডেকে কানে কানে কি বলে সহকারীসহ বেরিয়ে গেল

মণিময়। একি ছেলেমানুষী করলেন বলুন তো?

অপর্ণা। (ক্রুদ্ধস্বরে) কী—?

মণিময়। (থতমত খেয়ে) বলছিলাম, আপনি প্লে করবেন না বললেই তো হত, মিছামিছি—

অপর্ণা। আমি প্লে করব তো বলিনি, আপনারাই সেধেছেন। ··ওঁরা রাজি হলে আমার আপত্তি নেই এই পর্যন্ত।

মণিময়। সেই কথাই তো বলছি, এমন ইম্‌পসিব্‌ল টার্মস

আপনার, ওরা রাজি হবেন কি করে? যা চাইলেন আপনি শুনে আমি সুদ্ধু অবাক।

অপর্ণা। ওদের চাওয়াটাও কম নয়।

মণিময়। কিন্তু ওরা তো নামাতে চান আপনাকে।

অপর্ণা।...নামাতেই তো চান।

সহকারীসহ দেশাইয়ের পুর্নপ্রবেশ

দেশাই। ঘুরে আসলাম আবার, উ ঠিক আছে ওপর্ণা দেবী, হামি রাজি আছে, উ রোল হামি আপনার নামে রাখিয়ে দিয়েছি—মোণিময়বাবু, আজ পান্‌টার সোময় ওপর্ণা দেবীকে স্টুডিওতে নিয়ে আস্থুন, কোনট্রাক্ট সোই হোয়ে যাবে—আচ্ছা নোমস্কার, নোমস্কার—। ( লোলুপ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ এবং প্রস্থান )

অপর্ণা। আমার টার্মস না খুব ইম্‌পসিব্‌ল্‌ মনে হয়েছিল আপনার?

মণিময়। তাই তো মনে হয়েছিল, ব্যাটারা যে এত ইম্‌প্রেসড্‌ হয়ে আছে কি করে জানব।

অপর্ণা। (হেসে) আচ্ছা, আমি পাঁচটার সময় নিজেই স্টুডিওতে যেতে পারব, আপনার আর কষ্ট করে আসার দরকার নেই।

মণিময়। আমি স্টুডিওতেই থাকব।

মণিময় চলে গেল। অপর্ণা ভিতরে চলে এলো।

বিকেলের ছায়া পড়ল। চন্দ্র ভিতরে ঢুকে ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিলেন। পরে বই টেনে নিলেন একটা। রূপসজ্জায় ঝলমলিয়ে অপর্ণা ঢুকল। দেখল একটু, একগোছা চাবি তাঁর দিকে বাড়িয়ে দিল

অপর্ণা। এই চাবিটা—

চন্দ্র। ( চাবি নিলেন ) বেরুচ্ছ নাকি কোথাও ? ( মুগ্ধ দৃষ্টি ) বাঃ। ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে তোমাকে।

অপর্ণা। একটা কথা আছে, শোনার সময় হবে ?

চন্দ্র। বলো।

অপর্ণা। আমি সিনেমায় নামছি, আপত্তি হবে ?

চন্দ্র অকস্মাৎ বিমূঢ়

অবাক হচ্ছ কেন ? তোমার সাধনায় আমি তো আনন্দ কিছু পাইনি, যাতে পাই সে চেষ্টাও করোনি কখনো। অথচ, কিছু একটা চাই আমার, তুমি বাধা দেবে ?

চন্দ্র তেমনি হতবাক

জবাব দাও—

চন্দ্র। বাধা দিলে আটকানো যাবে তোমাকে ?

অপর্ণা। না। কখনো তোমার চোখ তুলে তাকাবার সময় হয়নি আমার দিকে, এখনো না হলে খুশি হব।

চন্দ্র। ( একটু চুপ করে থেকে ) অপর্ণা…নিজের এই দুটো হাতের দিকে যেমন চোখ তুলে আলাদা করে তাকাইনে কখনো—তোমাকেও তেমনি ভেবেছিলাম, তফাৎ করে দেখিনি। কিন্তু সত্যিই এই চাও তুমি ?

অপর্ণা। হ্যাঁ। তুমি আটকাতে চেষ্টা কোরো না আমাকে।

চন্দ্র। সেটা আমার স্বভাব নয়। বেশ—আমাকেও তুমি হাতের মুঠোয় নিয়ে নিতে ভুলো না।

অপর্ণা। তার মানে ?

চন্দ্র। মানে নিজেই বুঝে নিও।

বইয়ে মুখ আড়াল করলেন তিনি। অপর্ণা একটু অপেক্ষা করে দৃপ্ত পদক্ষেপে চলে গেল। বই রেখে বেদনা বিহ্বল নিস্পন্দ মূর্তির মত বসে রইলেন ডাঃ চন্দ্র।

## *দ্বিতীয় দৃশ্য*

সরমার ঘর। সকাল ন'টা দশটা

মণ্টু। বৌদি—।

সরমা। ( মুখ না ফিরিয়ে ) বলো—।

মণ্টু। আঃ দেখই না চেয়ে ( পকেট থেকে শিশি বার করল একটা )

সরমা। কি এটা ?

মণ্টু। সাইনাইড।

বিপিন ঘরে প্রবেশ করল। মুখভাব ক্লান্ত, বিমর্ষ

সরমা। সাইনাইড দিয়ে কি হবে ?

মণ্টু। ( মাথা চুলকে ) সোনার ওপর অ্যাক্‌শন দেখতুম।

সরমা। তুমি শুরু করলে কি আজকাল ? আজ সাইনাইড কাল এটা পরশু ওটা—একের পর এক আলমারি বোঝাই করে হচ্ছে কি এসব ?

বিপিন। ( হঠাৎ ক্রুদ্ধ হয়ে ) এ সব জিনিস বাড়িতে তোকে কে আনতে বলেছে ?

মণ্টু। বাঃ রে, কলেজে তো এসব নিয়ে আমরা হরদম ঘাঁটাঘাঁটি করি।

সরমা। ( হেসে ) তবে আর কি, কলেজ ফাঁক করে সব বাড়িতে এনে জমাও।

মণ্টু। সোনার ওপর একটু অ্যাক্‌শন যদি দেখাও সেই জন্যে…

সরমা। বাড়িতে সোনাদানার খুব ছড়াছড়ি পড়েছে কেমন ?

শিশি নিয়ে এবং বিছানার তলা থেকে চাবিটা বার করে চলে গেল।

বিপিন। এসব জিনিস তোর বাড়িতে আনা উচিত হয়নি মণ্টু।

মণ্টু। বেশ—।

রাগ করে প্রস্থান করল। সরমা ফিরে এলো

সরমা। ( হেসে ) বি. এস-সি. পাস করার আগেই মণ্টু প্রায় সায়েন্টিস্ট হয়ে উঠেছে, একটা গোটা ঘর একেবারে ল্যাবরেটারি করে তুলেছে। ( বসল )

বিপিন। ( আর একদিকে বসে পড়ে ) বিয়ের আগে অবিনাশ-বাবু বলেছিলেন, টাকার জোর থাকলে বাড়িতে তোমাকে একটা ল্যাবরেটারি গোছের করে দিই যেন।

সরমা। ( সচকিত দৃষ্টি। পরে হেসে ) অবিনাশের যেমন বুদ্ধি।

বিপিন। আচ্ছা ভদ্রলোক তো, একদিনও এলেন না আমাদের বাড়িতে।

সরমা। ( বইয়ের দিকে চোখ রেখে ) ভদ্রলোক ওই রকমই।

বিপিন। তোমার সঙ্গে দেখা হয় ?

সরমা। না।······কেন বলো তো ?

বিপিন। এমনি মনে হল, বিয়েতেও আসেননি।

সরমা। ( বিস্মিত ) বিয়েতে আসতে বলেছিলে তাকে ?

বিপিন। নেমন্তন্নের দিনে আমি নিজেই গিয়েছিলাম।

অবশ্য ভদ্রলোক বাড়ি ছিলেন না···জানালার শার্সি খুলে কার্ড বিছানায় ফেলে রেখে এসেছিলাম।

সরমা। (একটু ভেবে) ও কার্ড তাহলে মাটিতেই পড়ে ছিল সেদিন, ওর তক্তাপোশ থেকে জানালা দু'তিন হাত দূরে।

বিপিন গম্ভীর হয়ে গেল

এতদিন তার সম্বন্ধে এত কথা জিজ্ঞাসা করেছ, এ কথাটা বলোনি তো কখনো ?

বিপিন। আজ মনে পড়ে গেল হঠাৎ···।

সরমা। (সাগ্রহে) চলো না, তোমাতে আমাতে যাই একদিন ওর ওখানে। তোমার সঙ্গে আলাপও হবে ভালো করে, আর নেমন্তন্ন না রাখার কৈফিয়তও নেব। যাবে—?

বিপিন। (তাচ্ছিল্যের সুরে) আমার সময় কোথায়। (হাসল একটু) দালাল মানুষ, কোন নিমন্ত্রণে কে এলো না-এলো সত্যিই কি আর অত মনে করে বসে আছি, কৈফিয়ত আবার কি নেব।

সরমা আড়চোখে দুই একবার তাকাল তার দিকে। বাইরে থেকে মণ্টুর হাঁক শোনা গেল, বৌদি! সরমা বই রেখে উঠে গেল। বিপিন ক্লান্ত ভাবে মাথায় হাত রেখে চেয়ারে গা এলিয়ে দিল। চারুদেবী প্রবেশ করলেন

চারুদেবী। ও মা, তুই এখানে! ঘনশ্যাম টেলিফোনে ডাকাডাকি করছিল—আমি বলে দিলাম তোকে ফোন করতে বলব'খন।

বিপিন। যেতে দাও—।

চারুদেবী। ( নিরীক্ষণ করে ) হ্যাঁ রে, যখনই দেখি মুখ শুকনো,—কি হয়েছে আজকাল ?

বিপিন। কি আবার হবে।

চারুদেবী। এইটুকু থেকে তোকে মানুষ করেছি, তোর মুখ দেখলে আমি বুঝি না ? ব্যবসা খারাপ যাচ্ছে, দু'দিন বাদে আবার ভালো হবে তার জন্য ভাবনা কি ? ( গলা খাটো করে ) হ্যাঁ রে, ওই যে দু'টো কি ব্যাঙ্ক ফেল পড়েছে—টাকা পয়সা কিছুই পাওয়া গেল না আর ?

বিপিন। না। কিন্তু সরমাকে এসব কিছু বলো নি তো তুমি ?

চারুদেবী। ( রাগত স্বরে ) না, তার আবার এসব কথা শোনার সময় কোথায়। যাক গে, আগে তো এসব নিয়ে কখনো তুই মন খারাপ করে ঘরে বসে থাকতিস না।

বিপিন। ( গা ঝাড়া দিয়ে ) সব ঠিক হয়ে যাবে কাকিমা, তুমি কিচ্ছু ভেবো না।

চারুদেবী। কি জানি বাপু, ব্যাটা ছেলের এভাবে মুখ কালো করে বসে থাকা আমি দেখতে পারিনে।

সরমা ঘরে ঢুকল

সরমা। ( হাসিমুখে ) কিছু বলবেন কাকিমা ?

চারুদেবী। না, কি আর বলব—তোমার কাজে বেরুনো নেই আজ ?

সরমা। ( ভয়ে ভয়ে ) আছে…যদি কোন কাজ থাকে না গেলেও পারি।

চারুদেবী। আমার কাজ কি, আমার কাজের জন্য তোমাকে আটকেছি নাকি কোনো দিন ?

যাবার জন্য একটু এগিয়েও আবার ফিরলেন

তোমাকে বলে রাখাই ভালো···বিদ্যাচর্চা নিয়ে আছ, খুব ভালো—কিন্তু ওই ছেলেটাকেও একটু আধটু দেখো—ওর শরীর মন খুব ভালো নেই আজকাল।

রুষ্টভাবে প্রস্থান। সরমা বিহ্বল নেত্রে দরজার দিকে চেয়ে রইল শুধু।

## তৃতীয় দৃশ্য

অবিনাশের ঘর। বিকেল

বিছানায় বসে অবিনাশ পুরানো আঁকা ছবির পাতা ওলটাচ্ছে। সামনেই তার আঁকা সরমার ছবি একখানা। মণ্টু এবং সরমা ঘরে ঢুকল।

অবিনাশ। (মুহূর্তের স্তব্ধতা কাটিয়ে আনন্দোচ্ছল কণ্ঠে) এসো এসো, আমি ভাবছিলাম চৌধুরী মশাই বুঝি ফরাক্কাবাদেই রওনা হলেন তোমাকে নিয়ে।

সরমা। (মণ্টুর উদ্দেশে) তোমার খেলার তো দেরি আছে, মানুষটাকে দেখেই যাও একবার—।

অবিনাশ। এটি?

সরমা। (শয্যার একপাশে বসে) এটি আমার ভূতপূর্ব ছাত্র, বর্তমানের বডি গার্ড, আর ভবিষ্যতের······(হেসে উঠল)

অবিনাশ। বুঝলাম। বোসো ভাই বোসো—একটু দেখে বোসো জামা না ছেঁড়ে, নতুন যখন কিনে আনি থার্ড হ্যাণ্ড চেয়ারটা তখন থেকেই একটা হাতল নেই ওর।

মণ্টু সহাস্যে বসে পড়ল

ঠিক আছে এইবার দেখো আমাকে, জ্যু-লজিকাল গার্ডেনের মত ম্যান-লজিকাল গার্ডেনের পত্তন হলে আমার ক্লেইম সবার আগে।

সরমা। বকুনি থামাও, ওকে এভাবে বললে আর আসবে না এখানে।

অবিনাশ। নিশ্চয় আসবে, কারণ ও যার বডিগার্ড তিনি আসবেন এবং তিনি গার্ড না নিয়ে চলাফেরা করেন না আজকাল। ওর জন্যে আমার দুর্ভাবনা নেই, তোমার খবর কি ?

সরমা। ( কটাক্ষে একবার মণ্টুর দিকে চেয়ে ) ছবির খাতা খুলে বসেচ যে, কমার্সিয়াল আর্ট কি হল ?

অবিনাশ। 'মহা-অতীতের সাথে আজ আমি করেছি মিতালি'—আজ ওদের নির্বাসন। রসসৃষ্টির কারিগরিটা একেবারে ভুলে মেরে দিইনি এর প্রমাণ থাকবে বিপিন চৌধুরীর অন্তঃপুরিকার শয়ন ঘরের দেয়ালে—এই জন্যেই কোমর বেঁধে বসেছিলাম।···উইলফোর্সের জোর দেখ, এতদিনের সেতু ডিঙিয়ে কুলবতীর স্বয়ং আবির্ভাব ভক্ত শিল্পীর ঘরে। অতএব প্রশ্ন করে আর বেশী ঘাঁটিও না দেবী, বসো চুপ করে, ভালো করে দেখি তোমাকে।

হেসে উঠে মণ্টুর দিকে তাকালো

কিছু মনে কোরো না ভায়া, ওকে দেখার নিরীহ অভ্যাসটা তোমার মতই ছিল আমারও। নেহাত বয়সে বড় বলে কানমলা পুরস্কার থেকে সগৌরবে বঞ্চিত হতে পেরেছি। ওকি! লজ্জা পেও না, বরং সদর্পে বলবে, মহৎ সাধনায় দুঃখ আছে, নির্যাতন আছে···আরো অনেক কিছু আছে।

মণ্টু। ( খুশি মুখে উঠে ) আমার সময় হয়ে গেল, এর পরে রোজ একবার করে এসে হানা দিতে পারি কিন্তু।

অবিনাশ। দেখলে সরমা, জহুরী জহর চেনে। বেশ,

আসবে—সাতবার পর্যন্ত ফেল করাতে পারি আমি তার বেশী বিছে নেই।

সরমা। ( হাসি চেপে ) তোমাকে আবার কষ্ট করে নিতে আসতে হবে না মণ্টু, একেই ধরে নিয়ে যাব'খন।

মণ্টু চলে গেল, সরমা অবিনাশের মুখোমুখি ঘুরে বসল

এত বাক্‌চাতুরী কিসের ?

অবিনাশ। স্বভাব, কিন্তু ওকে সত্যিই বারণ করে দিলে আসতে ?

সরমা। কেন, তোমার ও বাড়িতে যেতে আপত্তি হবে খুব ?

অবিনাশ। না, আপত্তি কিসের।

সরমা। গেলে না তো একদিনও ?

অবিনাশ। ( সকৌতুকে চেয়ে থেকে ) নিজের সঙ্গে বোঝা-পড়া করে এতদিন বাদে নিজেই তুমি চলে এলে শেষ পর্যন্ত, এই তো ভালো হল।

সরমা। আমার দায় পড়েছে বোঝাপড়া করতে, যখন খুশি আসব, কে কি বলবে ?

অবিনাশ। ( মুচকি হেসে ) বাজে কথা যেতে দাও, চৌধুরী মশাইকে লাগছে কেমন ?

সরমা। মন্দ কি।

অবিনাশ। তবু বনিবনাটা হল কেমন শুনতে পাইনে ?

সরমা। তোমার মত ঝগড়াটে নই, বনিবনা সকলের সঙ্গেই হয় আমার।

অবিনাশ। লক্ষ্মী মেয়ে।

সরমা। ভালো হবে না বলছি!

অবিনাশ। তারপর কাজকর্ম?

সরমা। হচ্ছে। ( উঠে ঘরের আলো জ্বেলে দিল )

অবিনাশ। আচ্ছা চন্দ্র সাহেবের খবর কি? কাজে আসেন?

সরমা। রোজই আসেন, কেন বল তো?

অবিনাশ। কাগজে যে রকম সব ছবির ছড়াছড়ি দেখি অপর্ণা চন্দ্রর, রিসার্চ ফিসার্চ তো ভদ্রলোকের মাথায় ওঠার কথা।

সরমা। মাথায় না উঠলেও ভদ্রলোক বদলে গেছেন, আগের সে মানুষ নেই আর।

ঘরের চারদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে ভুরু কোঁচকালো

তুমি কি ভেবেছ, আগের মতই এসে এসে তোমার ঘর গুছিয়ে দিয়ে যাব আমি?

অবিনাশ। [ সশঙ্ক দৃষ্টিতে অবিন্যস্ত আগোছালো অবস্থাটা দেখে নিয়ে ] নিশ্চয় দেবে, নইলে এসে করবে কি আগের মত? কিন্তু তা বলে আজ ওসব কিছুতে হাত দেওয়া চলবে না।

সরমা। আজ কি?

অবিনাশ। আজ…গুরুবার।

সরমা। তোমার মুণ্ডুবার।

উঠে শাড়ির আঁচল কোমরে জড়িয়ে নিল

চাদরটারও তো দেখছি তেমনি ছিরি।

অবিনাশ। (অসহায় কণ্ঠে) আমার ছিরিটাই বা এগুলো থেকে এমন কি ভালো—আজ থাক না এসব।

সরমা। থাকবে বইকি, নইলে ভালো হাতে অসুখ বাধাবে কি করে।

ঘর ঝাঁট দিয়ে সব গোছাল। পরে স্যুটকেশ থেকে চাদর বার করে আনল একটা

ওঠো—।

ওঠার লক্ষণ নেই

ওঠো না? (হেসে ফেলে সামলে নিল চট করে)

অবিনাশ। (উঠে এবং হাল ছেড়ে দিয়ে) আচ্ছা, যতটা লক্ষ্মীছাড়া ছন্নছাড়া ভাবছ ততটা যে নই, আবার এলেই দেখবে—তোমার করুণা বরদাস্ত করবার পাত্র নই আমি।

সরমা। (শয্যাবিন্যাস করতে করতে) অন্য কোনো করুণাময়ীর সন্ধানে লেগে যাবে?

দু'জনেই হেসে উঠল। দোর গোড়ায় মোটর থামার শব্দ কানে গেল না কারো। বিপিন চৌধুরী এসে দাঁড়াল। সরমার পরিপাটি করে বিছানা পাতার পরিস্থিতি তার কল্পনার বাইরে। সরমা কোমরে জড়ানো শাড়ির আঁচল খুলে মাথায় ফেলল।

অবিনাশ। (সহাস্যে) এতগুলি হাতীর পা আজ গরীবের কুড়েয়, কি ব্যাপার! বসুন, শর্ষে ফুল দেখছিলেন তো চোখে?

বিপিন। রাত হচ্ছে দেখে এলাম একবার—। (সরমার উদ্দেশ্যে) মণ্টু রাস্কেলটার নিতে আসার কথা ছিল তোমাকে, না?

কণ্ঠস্বর শুনে অবিনাশ অবাক এবং বিব্রত

সরমা। (ঘুরে বসে) পথে চলাফেরা করতে চলনদার লাগে আমার তাই জানতে নাকি?

বিপিন। (সামলে নিয়ে) সে কথা নয়, ভাবলাম ওর জন্যে অপেক্ষা করে বসে আছ।

সরমা। তাতেই বা দোষেব কী? (চাদর টান করতে লাগল)।

অবিনাশ। (শশব্যস্তে এবং কলকণ্ঠে) ও এখন থাক, ঘুরে বসে মানুষটাকে দেখ একবার—উর্ধ্বশ্বাসে গাড়ি চালিয়ে ক'জনকে চাপা দিয়ে এলেন খবর নাও। (বিপিনের প্রতি) আপনার স্ত্রীর মহিষমর্দিনী রূপটা পুরোপুরি দেখতে পেতেন আর একটু আগে এলে—ওই দেখুন ঝাঁটা—ঘোমটা টেনে এখন কলা বৌ সেজেছে—ঘর সংস্কার শেষ হলে আমাকেও একদফা—(হা-হা করে হেসে উঠল)

বিপিন। (সশ্লেষে) শুধু ঝাঁটায় কুলোবে তো?

অবিনাশ। (আবার হেসে) আমাকে এমন করে জব্দ করলে নিজের স্ত্রীর সঙ্গেই কিন্তু ঝগড়া হয়ে যাবে আপনার।

বিপিন। সে তো দেখতেই পাচ্ছি।

চেয়ারে বসে পকেট থেকে রুমাল বার করে ঘন ঘন হাওয়া খেতে লাগল। অবিনাশ তাড়াতাড়ি একটা হাতপাখা সামনে ধরল

থাক—।

বিব্রতমুখে পাখা রেখে দিল অবিনাশ। সরমা চেয়ে আছে

তারপর আছেন কেমন, বিয়েতে তো এলেন না।

অবিনাশ। কথায় আছে, অভাগা চাইলে সমুদ্র শুকোয়। নেমন্তন্ন চিঠি যখন চোখে পড়ল—গেলে তাড়া খেতে হত। আপনাদের নেমন্তন্ন অবহেলা করতে পারি এমন কদর অবিনাশ শর্মার নয়।

সরমা। যাওনি তো যাওনি তার জন্য এত বিনয় কেন, লোকের ভিড় কবে না এড়াও তুমি। ( বিপিনের প্রতি ) তোমার না ফিরতে রাত হবে বলেছিলে ?

বিপিন। রাত মানে যদি বারটা একটা ধরো তাহলে ঠিক বলিনি···আমি উঠব এক্ষুনি, তোমার দেরি হবে ?

অবিনাশ। ( তাড়াতাড়ি ) দেরি হবে কি মশাই, ঝাড়া তিন ঘণ্টা বকিয়েছে—আর নয়। এর পরে আপনি নিয়ে আসবেন সঙ্গে করে—নইলে উঠতে বসতে ওর শাসন অসহ্য।

বিপিন। মেয়েদের শাসন আর্টিস্টদের মনোপলি, সকলের কপালে জোটে না।···তা আপনিই আসুন একদিন আমাদের বাড়ি, লোকের ভিড় থাকবে না গ্যারান্টি দিচ্ছি। ভালো করে আলাপ পরিচয় হবে আপনার সঙ্গে—সরমা বলে, চিনতে সময় লাগবে আপনাকে, দেখি যদি পারি।

লজ্জায় ক্ষোভে অবিনাশ স্থির দাঁড়িয়ে রইল। সরমা তার দিকে চেয়ে সঙ্কুচিত হয়ে গেল। স্থির নেত্রে বিপিনের দিকে তাকাল তারপর

সরমা। অবিনাশকে চেনার থেকেও তার সঙ্গে আমার এ ঘনিষ্ঠতা কেন এই হয়ত বিশেষ করে জানতে চাও তুমি, না ?

অবিনাশ। আঃ, সরমা।

সরমা। থামো, এই নিয়ে উনি মনে মনে অনেকদিন ধরেই একটু অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। ( বিপিনের প্রতি শান্ত কণ্ঠে ) একটা কথা তোমাকে ভেবে দেখতে বলি, বিয়ের আগে স্বাধীনই ছিলুম আমি, কেউ বাধা দেবার ছিল না কোথাও—সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছেতেই তোমাদের বাড়ি এসেচি। অবিনাশকে চিনতে চাও ভালো কথা, কিন্তু তাকে নিয়ে দুর্ভাবনা কেন ?

অবিনাশ। সরমা, থামবে ?

সরমা। হ্যাঁ। ( বিপিনের প্রতি ) চলো—।

কোনদিকে দৃকপাত না করে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল। বিপিন ফ্যাকাশে মুখে অনুসরণ করল তাকে। অবিনাশ নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইল মূর্তির মত কিছুক্ষণ। হঠাৎ গা ঝাড়া দিয়ে স্যুটকেসটা টেনে জামাকাপড়গুলো আছড়ে পুরতে লাগল তার মধ্যে। তারপর একটানে বিছানাটা নামিয়ে হোল্ড অল্-এ মুড়তে লাগল।

## চতুর্থ দৃশ্য

বিপিন চৌধুরীর ঘর

সকাল ন'টা দশটা

অবসন্নের মত খাটে ঠেস দিয়ে বসে আছে বিপিন চৌধুরী। সামনে উপবিষ্ট ঘনশ্যাম

ঘনশ্যাম। সেই কতদিন থেকে বলে আসছি আপনাকে, বাজার খারাপ ডিপ্রেশান আসছে রিস্ক করা ঠিক হবে না, অথচ আপনি একটা বার কান দিলেন না আমার কথায়।

বিপিন। থামুন—।

ঘনশ্যাম। আচ্ছা থাক…। কিন্তু ঘনশ্যাম তো এতদিন শুধু চাকরিই করেনি আপনার কাছে—ভালোমন্দটা যেন জড়িয়ে গিয়েছিল নিজের সঙ্গে—রাগ করলে বলব না আর।

বিপিন। আমি এখন…ঠিক…সুস্থ নেই ঘনশ্যামবাবু—কিছু মনে করবেন না।…আচ্ছা আপনি যান, আমি আসছি।

ঘনশ্যাম উঠে চলে গেল, স্বল্পক্ষণ নিস্পন্দের মত বসে থেকে হঠাৎ হাঁক দিলে

মণ্টু। মণ্টু। মণ্টু—।

একটা বই হাতে মণ্টুর প্রবেশ

( ক্রুদ্ধ কণ্ঠে ) থাকিস কোথায়? সতের বার ডাকলে সাড়া পাওয়া যায় না?

মণ্টু। বাঃরে, এই তো ডাকলে তুমি।

বিপিন। এই তো ডাকলে তুমি। মোটর গ্যারাজ কোম্পানীতে লোক পাঠাবার জন্য খবর দিতে বলেছিলাম, দেওয়া হয়েছে ?

মণ্টু। ( বিব্রত ) আজকেই দেব।

বিপিন। আজকেই দেব। ( ক্ষিপ্ত কণ্ঠে ) কেন খবর দেওয়া হয়নি এখনো ? আমি জানতে চাই কেন দেওয়া হয়নি ?

মণ্টু। বাঃ, এ এমন একটা কি, আজকেই তো দেব বলছি।

বিপিন। সাট আপ। আজকেই দেব বলছি। ঘরে বসে খালি আড্ডা-আড্ডা-আড্ডা—চাবকে ঠিক করে দিতে হয় এসব ছেলেকে।

ঝড়ের মত বেরিয়ে গেল। মণ্টু বিহ্বলের মত বসে পড়ল একটা চেয়ারে। একটু বাদে ভিতরের সাড়া পেয়ে হাতের বইটা খুলে বসল। সরমা হাসিমুখে এগিয়ে এলো

সরমা। ও তুমি এইখানে। রাগ হয়েছে বুঝি বাবুর—হাতের কাজ শেষ না করে পড়াতে বসে যাই কি করে—

মণ্টু। আজ থাক, মাথাটা ধরেছে—

সরমা। ( একটু চেয়ে থেকে ) মাথা ধরেচে তো তীর্থের কাকটির মত বসে আছ কোন আশায়, শুশ্রূষা টুশ্রূষা যদি করি ? ( হেসে ফেলে ) আচ্ছা চলে এসো, দেখি কে কোথায় ধরল মাথা।

মণ্টু। ( অকস্মাৎ হাতের বই ফেলে দিয়ে ) তুমি তোমার ল্যাবরেটারি আর গবেষণা নিয়ে আর কতকাল ডুবে থাকবে ? যেন বাড়ির কেউ নও, যে যা খুশি করছে।

সরমা। ( বিমূঢ় ) কি হয়েছে ?

মণ্টু। দাদার কি বাইরে খুব দেনা টেনা হয়ে গেছে ?

সরমা। জানিনে ঠিক।

মণ্টু। গতকাল এই বাড়ির মালিকানা বদল হয়ে গেছে জানো ?

সরমা। না তো···।

মণ্টু। কিছুই তো জানো না। মা আর দাদার নামে ছিল এই বাড়ি, কাল দাদার অংশ মায়ের নামে বিক্রি হয়ে গেল। দলিল-পত্রে বিক্রি—মায়ের হাতে টাকা নেই আমি জানি।

সরমা। ( চুপ করে থেকে পরে হাসল একটু ) অবস্থা যদি তেমন খারাপই হয়ে থাকে এ ছাড়া আর উপায় কি, তোমার মায়ের অংশ নিয়ে টানাটানির আশঙ্কা ছিল হয়ত।

মণ্টু। কিন্তু তোমার কাছে এমন ঢাকাঢাকি কেন ?

সরমা। হয়ত ভয় ছিল···

মণ্টু। ছাই ভয় ছিল—লজ্জা ভয় দাদার কিছুতে নেই শুনে রাখো। ল্যাবরেটারিতে দিনের পর দিন গোয়েন্দাগিরি করে আসছি তোমার পিছনে, সপ্তাহে ক'দিন অবিনাশদার বাড়ি যাও আর কখন যাও এই দেখতে—এখন আর আমাকেও বিশ্বাস করে না, বুঝেছে আমি তোমাদের ল্যাবরেটারিতে যাই তাকে কোন খবর এনে দিতে নয়, ভালো লাগে বলে—এই রকম ভয় তার তোমাকে—জিজ্ঞাসা করে দেখতে পারো, পরোয়া করিনে। আমাকে কিছু বলতে আসে তো সাফ জবাব দিয়ে চলে যাব এ বাড়ি থেকে, বাড়ি নিয়ে থাকুক মায়ের সঙ্গে।

এক ঝটকায় বেরিয়ে গেল সে। আস্তে আস্তে সোফায় বসে পড়ল সরমা। নিস্পন্দ, পাথর। কিছুক্ষণ পরে আস্তে আস্তে উঠে চলে গেল। বেলা পড়ে আসছে, একটুবাদে আবার প্রবেশ করে সরমা একটা ঝাড়ন দিয়ে খাট সোফা সেটিগুলো ঝাড়া মোছা করতে লাগল। বিপিন ঘরে প্রবেশ করে চুপচাপ খানিক দেখল তাকে।

বিপিন। আজ কাজে বেরোওনি শুনলাম ?

সরমা নিরুত্তরে কাজ করে যেতে লাগল

জবাব নেই

চন্দ্র সাহেব আমায় টেলিফোন করেছিলেন—তুমি নাকি চিঠি লিখে পাঠিয়েছ আর কাজে যাবে না ?

সরমা নিরুত্তর

তিনি তো রীতিমত কৈফিয়তই চাইলেন আমার কাছ থেকে—কাল বাড়ি এসে তোমাকে ধরে নিয়ে যাবেন বললেন। আমি আসতে বলেছি। কিন্তু হঠাৎ অপরাধটা কি করলাম জানতে পাইনে ?

সরমা। জেনে কি হবে ?

বিপিন। আর কিছু না হোক, অপরাধ হয়ে থাকলে শুধরে নিতে চেষ্টা করতে পারি।

সরমা। ( স্থির নেত্রে তাকিয়ে ) পারো— ? কাকিমার নামে বাড়ি বিক্রির ব্যাপারটা আমাকে লুকিয়ে চুরিয়ে কেন, আমি বাধা দিতাম ?

বিপিন। ( সশব্দে হেসে ) এই। আমার ভয় ছিল কি না কি।…তা আমি তো ভেবেছিলাম টাকা-পয়সা ঘর-বাড়ি এসব অতি তুচ্ছ তোমার কাছে।

সরমা। ঠিকই ভেবেছিলে, অ-তি তুচ্ছ।—আর, দিনের পর দিন মণ্টুকে আমার পিছনে লাগিয়ে রেখেছ কি করি, কোথায় যাই দেখতে—সে সম্বন্ধে কি ভেবেছিলে?

বিপিন। ( চমকে উঠে ক্ষিপ্ত কণ্ঠে ) মণ্টু বলেছে একথা?

সরমা। ( অনুচ্চ কঠিন কণ্ঠে ) চেঁচিও না, আমি কাছেই দাঁড়িয়ে আছি। কি ভেবেছিলে তখন?

বিপিন। ( অন্ধ আক্রোশে ভিতরের দিকে পা বাড়িয়ে ) মণ্টু…।

সরমা। (দরজা আগলে ) দাঁড়াও—। মণ্টু আজ আর এতটুকু ভয় করে না তোমাকে, কিন্তু আমি তাকে ভয় করি—তার আত্মসম্মানবোধ আছে—এই নিয়ে ওর ওপর তোমার একটা কটূ কথায় আমাকে তুমি বরাবরকার মত তাড়াবে এ বাড়ি থেকে। খুব ভালো করে বুঝে নিয়ে তবে যাও।

অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করে সরমা ভিতরে চলে গেল। বিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে রইল বিপিন। আস্তে আস্তে সোফার উপর এসে বসল। দেহ এলিয়ে দিয়ে দু'হাতে মুখ ঢেকে ফেলল।

অশান্ত পায়ে বিপিন চৌধুরী এক একবার ঘরময় পায়চারি করছে, কখনো বসছে কখনো শয্যায় দেহ এলিয়ে দিচ্ছে। অসহিষ্ণু, দুশ্চিন্তা ভারাক্রান্ত। টিপয় থেকে ওষুধের শিশি দেখে

ঝোঁকে নিয়ে একদাগ ঢালতে যাবে, এমন সময় চাকর এসে খবর দিলে, ঘনশ্যাম বাবু এসেছেন

বিপিন। ( তাড়াতাড়ি বেরোতে গিয়েও থামল ) এইখানে নিয়ে আয় তাকে।

চাকর চলে গেল। একটু বাদে ঘনশ্যাম বাবুর প্রবেশ

বসুন, এত দেরি কেন ?

ঘনশ্যাম। আর দেরি কেন। ( উপবেশন ) কতদিন ব্যাটারা পিছনে পিছনে ঘুরেছে ঠিক নেই, এখন আমরা ঘুরছি তাদের পিছনে—এই একমাসে এক জোড়া জুতো ক্ষয়ে গেল।

বিপিন। রাজি হয়নি ?

ঘনশ্যাম। গলা কাটতে আর রাজি কে না হয়, এরকম শর্তে সব হাতছাড়া করবেন কিনা ভেবে দেখুন।

বিপিন। অনেক ভেবেছি, আর একটুও ভাবার দরকার নেই। আপনি কাগজপত্র সব আজই নিয়ে যাবেন ?

ঘনশ্যাম। বলেন, যেতে পারি।

বিপিন। ( দরজার কাছে এসে হাঁক দিল ) কাকিমা, কাকিমা—। ( ফিরে এসে ) আপনি নিয়ে যান সব, কথাবার্তা হলে একটা ফোন করে দেবেন।

চারুদেবীর প্রবেশ

তোমাকে সেদিন যে কতগুলো দরকারী ফাইল রাখতে দিলুম, দাও তো—।

চারুদেবী। ওমা, সে তো আমি তক্ষুনি বউমার হাতে তুলে দিলুম সাবধানে রাখার জন্য।

বিপিন। কি আশ্চর্য। বউমার হাতে দিতে হলে তো আমিই দিতে পারতুম—তার খোঁজে ল্যাবরেটারিতে লোক পাঠাব এখন?

চারুদেবী। দেখ্ না, ঘরেই কোথাও আছে—কোথায় আর রাখবে—ওর দেরাজে দেখ্ তো।

বিরক্তমুখে বিছানা উল্টে এক গোছা চাবি বার করে দেরাজ খুলল বিপিন

পেয়েছিস?

বিপিন। হ্যাঁ, তুমি যাও এখন।

চারুদেবী কিছু একটা আঁচ করে চলে গেলেন যেন। দেরাজ থেকে এক বাণ্ডিল কাগজপত্র হাতড়ে নাবিয়ে বিপিন সেগুলো নিয়ে উঠে এলো আবার

সব দেখে নিন একবার।

ঘনশ্যাম একে একে সেই সুতো-বাঁধা কাগজপত্র বগলদাবা করল। একটা খামের মত পড়ে রইল শুধু। সেটাও নেড়ে-চেড়ে বিপিনের দিকে বাড়িয়ে দিল

ঘনশ্যাম। কোন চিঠি বোধ হয়। আচ্ছা, আমি চলি এখন, খবর দেব আপনাকে—।

বেরিয়ে গেল। বিপিন চৌধুরী অস্থির চিত্তে পায়চারি করতে লাগল আবার। খামটা তার হাতে আছে খেয়াল নেই। সকল সঞ্চয় কারো হাতে তুলে দিলে যেমন হয় তেমনি বিষণ্ণ হতাশা একটা।

বসল। অন্যমনস্কের মত হাতের খোলা খাম থেকে কাগজ বার করল একটা। একবার দেখে রেখে দিতে গিয়েও আবার টেনে নিল। সহসা ঝনঝন শব্দে দুনিয়ার সব কিছু যেন ভেঙে পড়তে লাগল তার চোখের সামনে, পায়ের তলায় মাটিও সরে যাচ্ছে।

বিপিন। ( পড়ল ) অবিনাশ তুমি জানো তোমাকে কত ভালবাসি আমি, অথচ মুখ ফুটে আজো তুমি বললে না কিছু। নরককুণ্ডে পড়ে আছি, এখান থেকে তাড়াতাড়ি আমাকে উদ্ধার করবে তো করো, নইলে চিরদিন দুঃখ করতে হবে—এই শেষবার শেষ কথা বলে দিলাম তোমাকে।—সরমা।

স্তব্ধ হতচেতনের মত বসে চিঠিটা নিজের অগোচরে দুমড়াতে লাগল হাতের মধ্যে। উঠে দাঁড়াল আস্তে আস্তে। চিঠি পড়ে গেল হাত থেকে। বসে পড়তে হল আবারও। দুই হাতে চুলের মুঠি টেনে ধরল নিজের।

চারুদেবী ঘরে এলেন। দেখে আস্তে আস্তে এগিয়ে এলেন কাছে। গায়ে হাত রাখলেন, বিপিন চমকে উঠল

চারুদেবী। তুই এমন করছিস কেন, যা গেছে সব আবার ফিরে আসবে, অনেক বেশী আসবে—জোর করে উঠে দাঁড়া, এত ভেঙে পড়লে চলবে কেন।

বিপিন। হুঁ—।

অসহিষ্ণু ভাবে উঠে ঘরের এমাথা ওমাথা করে আবার বসে পড়ল

চারুদেবী। সেই মা-মরা এতটুকু থাকতে মানুষ করেছি এরকম তো কখনো দেখিনি তোকে। নিজের চেষ্টায় তুই এত

বড় হয়েছিস, নিজের চেষ্টায় সব হবে আবার—আমার কথা শোন, এমন করে থাকিস নে।

বিপিন। তুমি এখন যাও কাকিমা, আমাকে একটু ভাবতে দাও।

চারুদেবী। (তার গা এবং কপাল পরীক্ষা করে) গা তো ঠাণ্ডা—(টিপয়ের শিশিটা লক্ষ্য করে) ওষুধটা খাচ্ছিস তো—ডাক্তার বলেছে ঘুমের ওষুধও আছে ওতে—।

তীক্ষ্ণ চোখে বিপিন ওষুধের শিশিটা দেখতে লাগল। চারুদেবী চলে গেলেন। বিপিন উঠে একপা' দু'পা করে টিপয়ের সামনে এসে দাঁড়ল। মর্মান্তিক কিছু উদয় হয়েছে মনে। সভয়ে দু'পা সরে দাঁড়াল। সহসা মৃত্যুর দামামা বেজে উঠল যেন কানে। সেই দুমড়ানো চিঠিটা মেঝে থেকে কুড়িয়ে নিল। দেখল আবার। ফেলে দিল। উঠছে, বসছে, ভাবছে আর ওষুধের শিশিটার দিকে তাকাচ্ছে ঘন ঘন। বেলা পড়ে আসছে।

বিছানার তলা থেকে সরমার চাবির গোছাটা বার করল আবার। উত্তেজনায় কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল দু'চার মুহূর্ত। তারপর এক ঝটকায় বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

ফিরল একটু বাদেই। হাতে তার ছোট একটা শিশি—মণ্টুর সেই সাইনাইডের শিশি। চাবিটা বিছানার তলায় রেখে দিল। শিশি থেকে সাদা গুঁড়ো পদার্থ ওষুধের শিশিতে মেশাল। ওষুধের শিশিটা সজোরে ঝাঁকল দু'চারবার। তারপর রেখে দিল যথাস্থানে। সাইনাইডের শিশিটা আড়ালে সরিয়ে ফেলে বিছানায় বসে পড়ে উত্তেজনায় হাঁপাতে লাগল তারপর। দিনের আলো

স্তিমিত হয়ে রাত আসছে। ঘড়ি দেখল, বিছানায় শুয়ে প্রতীক্ষা করতে লাগল।

সরমা ঘরে ঢুকল। বিপিনের দিকে চেয়ে দেখল একবার। হাতের কাগজপত্র রেখে সামনে এসে দাঁড়াল। বিপিন নিষ্পলক চেয়ে আছে

সরমা। ( সামনের চেয়ারে বসে ) কেমন আছ ?

বিপিন। ভালো।

সরমা। ( ওষুধের শিশিটা দেখে নিয়ে ) সকাল থেকে মাত্র একদাগ ওষুধ খেয়েছ, আর খাওনি ?

বিপিন। খাবো। ( উঠে বসল, হাসছে )

সরমা। ( নিরীক্ষণ করে ) ছুটি নিয়ে দিনকতক ঘুরে এসো না বাইরে থেকে—?

বিপিন। নেব। ( চমৎকার অভিনয় দেখছে যেন ) ( হাল্কা স্বরে ) তুমি যাবে আমার সঙ্গে ?

সরমা। আমি যাব কি করে ?

বিপিন। ( সশ্লেষে ) তোমার কাজ আছে না ?

সরমা। ( বিরক্তি দমন করে ) হ্যাঁ।

বিপিন। ( সকৌতুকে চেয়ে চেয়ে ) আচ্ছা সরমা, পৃথিবী উল্টে যাক তোমার বিজ্ঞান চর্চার ব্যাঘাত ঘটবে না তাতেও, না ?

সরমা। ( হাল্কা কণ্ঠে ) পৃথিবী ওলটাতে যাবে কেন হঠাৎ ?

বিপিন। যদি যায়, তোমার সায়েন্স কি বলে ?

সরমা। সায়েন্স বলে, মনের বিকার দেখা দিলে এ ভয়টা

আসে বটে মাঝে মাঝে, কিন্তু সত্যি সত্যি পৃথিবী ওলটায় না কখনো।

বিপিন। (হাসতে লাগল) কি জানি···দেখার ইচ্ছে ছিল ওলটায় কিনা। (গম্ভীর হয়ে) যাক্, একদাগ ওষুধ দাও তো আমায়।

কটাক্ষে তাকে দেখে নিয়ে সরমা ওষুধের শিশি ঝেঁকে গ্লাসে একদাগ ওষুধ ঢেলে তার হাতে দিল। বিপিন সেটা নিয়ে টিপয়ের ওপর রাখল আবার। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালো সরমার দিকে। সরমা তার দিকে চেয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে হঠাৎ হাত বাড়িয়ে একটানে একেবারে নিজের মুখোমুখি এনে বসিয়ে দিল তাকে

অবিনাশকে বিয়ে করোনি কেন ?

সরমা। (সহসা বাকস্ফুরণ হল না যেন) হঠাৎ এ কথা ?

বিপিন। হঠাৎই। অবিনাশকে ফেলে এসেছিলে তোমার বিজ্ঞান চর্চার উপকরণ যোগাতে সে অসমর্থ বলে। আর, আমার স্বামিত্বও ওই জন্যেই একটা উপলক্ষ মাত্র, কেমন না ?

সরমা। (উঠে একটু দূরে গিয়ে দাঁড়িয়ে) মুক্তি চাও তুমি ?

বিপিন। (হাসছে) কি রকম ?

সরমা। তোমার ঐশ্বর্য এক মুহূর্তও ধরে রাখতে পারবে না আমাকে—তাই চাও ?

বিপিন। তোমাকে ধরে রাখতে পারবে না কিছুই সে আমি জানি। (হাসল) সমাদ্দারের ওখানে জায়গা পাবে আগে জানলে

অবিনাশকে ছেড়ে আসতে না এটুকু বোঝবার মত বুদ্ধি আমার আছে।

সরমা অবাক হয়ে দেখছে তাকে

মুক্তি চাই আমি। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ ( বেদম হাসি )—মুক্তি—! সেটা কতবড় বাঁধন হবে তোমার জানলে শিউরে উঠতে।

সরমা স্থির দাঁড়িয়ে দেখেছ তেমনি। আর একটি কথাও না বলে দরজার দিকে অগ্রসর হল সে।

শোন-শোন-শোন—( হাসছে তখনো, সরমা ঘুরে দাঁড়াল ) ভয় পেলে নাকি? শোনো—এদিকে এসোনা—তাড়া কি, সারাদিনই তো কাজ করছ—সেই কখন থেকে অপেক্ষা করে বসে আছি তোমার জন্য।

সরমা। ( দূর থেকেই স্থির নেত্রে তাকিয়ে ) কি বলবে, বলো—।

বিপিন। ( ওষুধের গ্লাসটা হাতে তুলে নিল। হাসছে। নেড়েচেড়ে দেখছে। দুই চোখে বড় বড় দু'ফোটা জল ) সরমা, মানুষ সব চেয়ে প্রিয় কারো ওপর সব থেকে বড় প্রতিশোধ কি করে নিতে পারে জানা আছে তোমার?

সরমা নির্বাক

( হাসছে ) সোনার ওপর সাইনাইডের অ্যাক্‌শান তো অনেক দেখেছ, মানুষের ওপর দেখেছ কখনো?

নির্বোধ বিমূঢ় দৃষ্টি সরমার

(হাসছে) দেখনি তো? আচ্ছা দেখো, ওষুধ তুমি ঢেলে দিয়েছ কাউকে বোলো না যেন। (সঙ্গে সঙ্গে ওষুধ খেল)

সরমা। বিপিন!!

তীব্র তীক্ষ্ণ স্বর ফাটানো আর্তনাদ করে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর—হাতের ঝটকায় ওষুধের গ্লাসটা ঠাস করে ছিটকে পড়ল একদিকে। শাড়ির আঁচল তার মুখে গুঁজে দিয়ে মুছে নিয়ে আসতে চাইল সব কিছু। বিপিন ঢলে পড়েছে ততক্ষণে।

মণ্টু কাকিমা ঝি চাকর সবাই ছুটে এলো। আর্তরোল উঠল একটা

চারুদেবী। কি হল? কি হল—? বিপিন। কথা কয় না কেন? অ্যাঁ? (ঝাঁপিয়ে পড়ে) বিপিন। বিপিন! বিপিন।

মণ্ট। দাদা। দাদা।

চারুদেবী। (হঠাৎ ক্ষিপ্ত রোষে সরমার দিকে চেয়ে) তোমার জন্য। তোমার জন্য। তোমার জন্য। তোমার জন্য এতবড় ছেলে গেল আমার—এক দিন শান্তি পেল না—কক্ষনো তোমাকে ক্ষমা করব না আমি—কক্ষনো না—কক্ষনো না।

দু'হাতে মুখ ঢেকে সরমা প্রায় ছুটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে

মণ্টু। (মুখের কাছে ঝুঁকে আর্তচিৎকারে) দাদা—!

চারুদেবী। ওরে পরে ডাকিস, আগে ডাক্তার ডাক—কি হল? কি করলি তুই? ওরে বিপিন—।

## পঞ্চম দৃশ্য

### বিচারালয়

উঁচু আসনে বিচারক বসে। সামনে পাঁচজন জুরি। একদিকের কাঠগড়ায় সরমা বসে আছে নিশ্চল মূর্তির মত। অন্যদিকে সাক্ষির কাঠগড়া। চারদিকে উৎসুক জনতা ভিড় করে আছে। মঞ্চ ঘুরে এসে স্থির হবার আগেই সরকারী উকিলের কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

সরকারী উকিল।...তাই আমার স্থির বিশ্বাস এ হত্যা, নৃশংস, জঘন্য হত্যা—এ কোল্ড ব্লাডেড ডেলিবারেট প্রি-প্ল্যানড্ অ্যাণ্ড প্রিপসটারাস মার্ডার—আই রিপিট মার্ডার ইওর অনার।

সপক্ষের উকিল। (ক্ষিপ্ত প্রতিবাদ) অবজেকশান ইওর অনার। অ্যাটেম্পট্ অফ জাজমেণ্ট বিফোর ডিসিশান।

বিচারক। অর্ডার! অর্ডার! (দণ্ড টেবিলে ঠুকে)

পিওন। সাক্ষি ঘনশ্যাম ঘোষ।

ঘনশ্যাম সাক্ষির কাঠগড়ায় দাঁড়াল
শপথ পড়ানো হল 'সত্য বই মিথ্যা বলিব না, কিছুই গোপন করিব না।'

সরকারী উকিল। আপনি মৃত বিপিন চৌধুরীর সহকারী?

ঘনশ্যাম। আজ্ঞে হ্যাঁ।

সঃ উকিল। কতদিন কাজ করেছেন?

ঘনশ্যাম। ব্যবসার শুরু থেকে হুজুর।

সঃ উকিল। আপনাকে বিপিনবাবু বিশ্বাস করতেন খুব, না?

ঘনশ্যাম। আমি তাঁর ডান হাত ছিলাম।

সঃ উকিল। তাঁর মনোভাবও আপনি বুঝতে পারতেন?

ঘনশ্যাম। পারতাম।

সঃ উকিল। তাঁর মৃত্যুর দিন আত্মহত্যা করতে পারেন তিনি এরকম একবারও মনে হয়েছে আপনার? বলুন—মনে হয়েছে?

ঘনশ্যাম। আজ্ঞে না…।

সঃ উকিল। দ্যাট্‌স্ অল মাই লর্ড।

স্বপক্ষের উকিল। (উঠে এসে) ব্যবসায় কত টাকা লোকসান হয়েছে বিপিনবাবুর?

ঘনশ্যাম। পাঁচ ছ' লাখ হবে।

স্বঃ উকিল। ব্যাঙ্ক ফেল পড়ার দরুনও অনেক টাকা গেছে তাঁর?

ঘনশ্যাম। আজ্ঞে হ্যাঁ।

স্বঃ উকিল। ব্যবসায় উঠে দাঁড়াবার মত আর কোন সম্বল ছিল না তাঁর?

ঘনশ্যাম। আজ্ঞে না।

স্বঃ উকিল। দ্যাট্‌স্ অল্।

পিওন। সাক্ষি মণ্টু চৌধুরী।

মণ্টু কাঠগড়ায় উঠে দাঁড়াল। শপথ নেওয়া হল।

সঃ উকিল। বাড়িতে সাইনাইড তুমি এনেছিলে?

মণ্টু। হ্যাঁ।

সঃ উকিল। কি করে আনলে ?

মণ্টু। চুরি করে।

সঃ উকিল। কেন ?

মণ্টু। সোনার উপর অ্যাক্‌শান দেখার জন্য।

সঃ উকিল। সেটা এনে সরমাদেবীর হাতে দিয়েছিলে ?

মণ্টু। হ্যাঁ।

সঃ উকিল। তিনি কি করলেন ?

মণ্টু। আলমারিতে চাবিবন্ধ করে রেখে দিয়েছিলেন।

সঃ উকিল। সেই চাবি তাঁর কাছেই ছিল।

মণ্টু। হ্যাঁ, কিন্তু···

সঃ উকিল। দ্যাট্‌স্ অল্।

স্বপক্ষের উকিল। কলেজ থেকে একবারই ওই সাইনাইড এনেছিলে না অন্য কিছুও আনতে ?

মণ্টু। অনেক কিছুই আনতুম।

স্বঃ উকিল। আচ্ছা, সাইনাইড যখন এনেছিলে, তোমার দাদা বিপিনবাবু ঘরে ছিলেন ?

মণ্টু। ছিলেন।

স্বঃ উকিল। তিনি দেখেছিলেন, কোথায় রাখা হল সেটা ?

মণ্টু। হ্যাঁ, দেখেছিলেন।

স্বঃ উকিল। তোমার বৌদি বাড়ি না থাকলে তোমার সেই আলমারি খোলা দরকার হত না ?

মণ্টু। হত।

স্বঃ উকিল। কি করে খুলতে? চাবি পেতে কোথায়?

মণ্টু। চাবি বৌদি বিছানার নিচে রেখে যেতেন।

স্বঃ উকিল। দ্যাট্‌স্ অল্।

পিওন। সাক্ষি মণিময় বন্দ্যোপাধ্যায়।

মণিময়ের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে শপথ গ্রহণ

সরকারী উকিল। নো কোয়েশ্চেন।

স্বঃ উকিল। এই চিঠিখানা কার লেখা?

মণিময়। অবিনাশের।

স্বঃ উকিল। কেন লিখেছিলেন?

মণিময়। ( বিব্রত ) আমাকে রাগাবার জন্য।

স্বঃ উকিল। দ্যাট্‌স্ অল্।

পিওন। সাক্ষি অবিনাশ মুখুজ্জে।

ক্লান্ত শুষ্ক পাংশু মূর্তি অবিনাশ এসে কাঠগড়ায় দাঁড়াল। গায়ে একটা চাদর জড়ানো। কোন দিকে না চেয়ে স্থির দাঁড়িয়ে রইল। অদূরে সরমাও তেমনি নিশ্চল। একবারও কোন দিকে ঘাড় ফেরায়নি। অবিনাশের শপথ গ্রহণের পরে

সঃ উকিল। আপনার নাম?

অবিনাশ। অবিনাশ মুখুজ্জে।

সঃ উকিল। আসামী সরমা দেবীর সঙ্গে আপনার কোথায় আলাপ?

অবিনাশ। কলেজে একসঙ্গে পড়তাম।

সঃ উকিল। কতদিন একসঙ্গে পড়েছেন?

অবিনাশ। দু'বছর।

সঃ উকিল। তারপর আপনাদের যোগাযোগ ছিল?

অবিনাশ। ছিল।

সঃ উকিল। সরমাদেবীকে ভালবাসতেন আপনি?

অবিনাশ। এখনো বাসি।

সঃ উকিল। ( সশ্লেষে ) এখনো বসেন? আর তিনি?

অবিনাশ। তারও ভাল লাগত আমাকে।

সঃ উকিল। আচ্ছা, অনুমতি পেয়ে সরমা দেবী জেলে আপনার সঙ্গেই প্রথমে দেখা করতে চেয়েছিলেন, আপনি আসেননি কেন?

অবিনাশ। আমি ছিলুম না এখানে।

সঃ উকিল। কেন ছিলেন না এখানে।

অবিনাশ। আমার খুশি।

সঃ উকিল। ছিলেন যখন তখনো দেখা করেননি কেন?

অবিনাশ। ইচ্ছে হয়নি।

সঃ উকিল। হত্যার দিন আপনি কোথায় ছিলেন?

স্বপক্ষের উকিল। ( চিৎকার করে ) অবজেক্‌শান মাই লর্ড। মাই লার্নেড ফ্রেণ্ড ক্যান্ নট্ ইউজ্ দি ওয়ার্ড 'হত্যা'।

সঃ উকিল। অল্‌রাইট। সরমাদেবীর সঙ্গে বিপিনবাবুর বনিবনা ছিল?

অবিনাশ। না।

সঃ উকিল। ( উৎসাহিত ) কি রকম?

অবিনাশ। থাকলে নিজের স্ত্রীকে এভাবে জড়িয়ে যেতেন না।

সঃ উকিল। জড়িয়ে গেছেন জানলেন কি করে?

অবিনাশ। বিষ কেউ এভাবে দেয় না। তা'ছাড়া ও চিঠি মিথ্যে হলেও আমাকে নিয়ে আগাগোড়াই বিপিনবাবুর সন্দেহ ছিল।

সঃ উকিল। সন্দেহ সত্যি কি মিথ্যে যাচাই করে দেখেননি বিপিনবাবু?

অবিনাশ। না। ব্যবসায়ের দুর্বিপাকে তিনি অপ্রকৃতিস্থ ছিলেন—যেদিন ব্যবসা গেছে সেদিনই তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

সঃ উকিল। আপনাকে সে কথা জিজ্ঞাসা করা হয়নি, যা প্রশ্ন করছি তার জবাব দিন।

অবিনাশ। চোখ রাঙাবেন না।

সঃ উকিল। বিপিনবাবুর প্রতি সরমাদেবীর মনোভাব কেমন ছিল?

অবিনাশ। ল্যাবরেটারির গবেষণা ছাড়া আর কোনদিকে তার মন দেবার অবকাশ ছিল না। ওর এ ত্রুটি বিপিনবাবু কোনদিন ক্ষমা করেন নি।

সঃ উকিল। ( উৎসাহিত ) ত্রুটি ছিল?

অবিনাশ। ( একটু ভেবে ) ছিল।

সঃ উকিল। দ্যাটস্ অল।

স্বঃ উকিল। আচ্ছা আপনাকে এরকম দেখাচ্ছে কেন?

অবিনাশ। আমি অসুস্থ।

স্বঃ উকিল। প্রায়ই অসুস্থ থাকেন ?

অবিনাশ। হ্যাঁ।

স্বঃ উকিল। বিপিনবাবুর সঙ্গে সরমাদেবীর বিয়ের আগে আপনি বিয়ের প্রস্তাব করেছিলেন কখনো ?

অবিনাশ। না।

স্বঃ উকিল। কেন করেন নি ?

অবিনাশ। এই স্বাস্থ্যের জন্য আমাকে ভয় পেতে দেখেছি মেয়েদের।

স্বঃ উকিল। সরমাদেবীর সম্পর্কেও সেটা খাটে ?

অবিনাশ। হ্যাঁ।

স্বঃ উকিল। দ্যাটস্ অল।

অবিনাশ শান্ত নেত্রে একবার তাকালো সরমার দিকে। সরমা শক্ত কঠিন মুখে মাথা নিচু করে বসে আছে তেমনি। কাঠগড়া থেকে নেমে অবিনাশ আস্তে আস্তে চলে গেল

পিওন। সাক্ষি চারুদেবী।

চারুদেবী এসে দাঁড়ালেন। ধরা গলায় শপথ নিলেন

সঃ উকিল। বিপিনবাবুর সঙ্গে সরমাদেবীর বিয়ে দিয়েছিলেন কতদিন আগে ?

চারুদেবী। (কম্পিত অধরে) আমি দিইনি, নিজেরাই করেছে।

সঃ উকিল। কতদিন ?

চারুদেবী। পাঁচ বছর।

সঃ উকিল। ওদের বনিবনা কেমন ছিল ?

চারুদেবী। বাঙালীর ঘরে যেমন থাকে।

সঃ উকিল। ঝগড়া ঝাঁটি হত ?

চারুদেবী। হত।

সঃ উকিল। বিপিনবাবু জীবিত থাকলে একদিন ওদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যেতে পারত বলে মনে করেন আপনি ?

চারুদেবী। হতে পারত। দলিলপত্রের বিয়ের দাম কি।

সঃ উকিল। দ্যাটস্ অল।

স্বঃ উকিল। মৃত্যুর দিন ঘনশ্যামবাবুকে আপিসের কাগজপত্র বার করে দেওয়া হয়েছিল সরমাদেবীর দেরাজ থেকে ?

চারুদেবী। হ্যাঁ।

স্বঃ উকিল। ঘনশ্যামবাবু চলে যাবার পর বিপিনবাবুকে কি স্বাভাবিক দেখেছেন আপনি ?...বলুন ? স্বাভাবিক মনে হয়েছে ?

চারুদেবী। না।

স্বঃ উকিল। খুব উদ্‌ভ্রান্ত মনে হয়েছে ?

চারুদেবী। হ্যাঁ...।

স্বঃ উকিল। সেরকম অস্বাভাবিক আগে আর কখনো মনে হয়নি ?

চারুদেবী। না।

স্বঃ উকিল। আচ্ছা আপনি চোখ তুলে সরমাদেবীর দিকে তাকান তো। চোখ তুলুন—দেখুন চেয়ে—দেখে বলুন—বিপিন-বাবুর ওষুধে উনি বিষ মেশাতে পারেন বলে মনে হয় আপনার ?

ধীরে ধীরে মুখ তুলে তাকালেন চারুদেবী। ধীরে ধীরে এতক্ষণে মুখ তুলল সরমাও। দু'চারটি মৌন মুহূর্ত। থর থর করে কেঁপে উঠলেন চারুদেবী, কান্নায় কণ্ঠ রুদ্ধ হল, অস্ফুট আকুতি নিয়ে জবাব দিলেন

চারুদেবী। না···না···দরকার হলে ও নিজে পারে বিষ খেতে —কারো হাতে বিষ তুলে দিতে পারে না।

স্বঃ উকিল। দ্যাটস্ অল।

চারুদেবী নেমে গেলেন। মঞ্চ ঘুরতে আরম্ভ করল। স্বপক্ষের উকিল বিচারকদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে একটু ভেবে বললেন, নাও মি লর্ড অ্যাণ্ড জেণ্টলমেন অফ দি জুরি···

মঞ্চ ঘুরে গেল।

। দৃশ্য

রেটারি।

ল।

[ ল্যাবরেটারির সাজ-সরঞ্জাম। হল-এর এমাথা ওমাথা তু'সারি ডেস্ক। প্রত্যেক ডেস্ক-এর উপর র‍্যাকে অ্যাসিড, বিবিধ সলিউশান, বার্নার, ওয়াশবট্‌ল, বিকার, টেস্টটিউব, ফ্লাস্ক, বুরেট, পিপেট ইত্যাদি। প্রথম তুটি ডেস্ক বড় এবং বিশেষ ব্যবস্থাযুক্ত। পিছনের দিকে সমাদ্দারের বাড়ির ভিতরে যাবার দরজা, দরজার পাশে দেয়ালে টেলিফোন।

সমাদ্দার একলা পায়চারি করছেন ল্যাবরেটারিতে। তেমনি চটপটে ছটফটে ভাব। ঘড়ি দেখছেন মাঝে মাঝে ]

সমাদ্দার। শিউশরণ। শিউশরণ।

খাসভৃত্য শিউশরণের প্রবেশ

শিউশরণ। হুজুর—

সমাদ্দার। ওই যে মাইজি আসছে তার ঘর ঠিক করা হয়েছে?

শিউশরণ। ঠিক করছি হুজুর।

সমাদ্দার। করছি না, এক্ষুনি করো, হলে আমাকে খবর দেবে, দেখব—।

শিউশরণ। জি হুজুর। ( প্রস্থান )

তিনজন গবেষকের প্রবেশ

গবেষকবৃন্দ। গুড-মর্নিং স্যার।

সমাদ্দার। গুড-মর্নিং, গুড-মার্নিং। গুড-মর্নিং। ( ব্যস্ত ) তোমাদের বলা হয় নি না? দি ডেভিল ইন্ মি! লাঞ্চের আগে আজ আর কোন কাজ হবে না, কাম আফটার লাঞ্চ—তোমরা এখন ফ্যাক্টরিতে যাও। সী ইফ্ এভরিথিং ইজ্ ইন অর্ডার।

গবেষকত্রয় বিস্মিত

একজন। ও, কে স্যার।

তারা চলে গেল। ভৃত্য শিউশরণের পুনঃপ্রবেশ ]

সমাদ্দার। হয়েছে?

শিউশরণ। জি—।

ব্যস্তসমস্ত ভাবে সমাদ্দার ভিতরে চলে গেলেন। সরমার হাত ধরে চন্দ্র প্রবেশ করলেন। একটা চেয়ার টেনে আনলেন

চন্দ্র। তুমি বোসো একটু, মাস্টারমশাই বোধহয় ওপরে আছেন, আমি দেখে আসি।

ভিতরে চলে গেলেন। সরমা মূর্তির মত বসে রইল। মণ্টুর প্রবেশ। আস্তে আস্তে সামনে এসে দাঁড়াল সে। সরমা নিঃশব্দে মুখ তুলে তাকালো তার দিকে

মণ্টু। ( দ্বিধা কাটিয়ে ) মা পাঠিয়ে দিলেন আমাকে···।

সরমা। ( অস্ফুট কণ্ঠে )···মাকে আমার প্রণাম দিও।

মণ্টু। বাড়ি যাবে না?

সরমা নিরুত্তর

এখানেই থাকবে?

সরমা। দেখি···। তুমি মাঝে মাঝে এসো মণ্টু···।

মণ্টু। ( একটু ভেবে এবং শেষে দ্বিধা কাটিয়ে ) অবিনাশদার খুব অসুখ বৌদি···।

সরমা। (আস্তে আস্তে মুখ তুলে নিস্পৃহ কণ্ঠে) কি হয়েছে?

মণ্টু। অসুখ অনেকদিনই। মাঝে হাসপাতালে ছিল… একবার তাঁকে দেখতে যাবে না?

সরমা। আমার যাওয়া সম্ভব নয়।

চন্দ্র ফিরে এলেন

চন্দ্র। কি মণ্টু, খবর সব ভালো?

মণ্টু মাথা নাড়ল

বেশ। মাকে বোলো, সরমার এখানে ডাঃ সমাদ্দারের কাছে থাকাই ঠিক হল। যখনই আসতে ইচ্ছে হবে মাকে নিয়ে এসো এখানে, কেমন?

সামান্য ঘাড় নেড়ে মণ্টু চলে গেল। ভিতর থেকে শশব্যস্তে ডঃ সমাদ্দারের প্রবেশ। সরমা উঠে প্রণাম করতে গেল। সমাদ্দার ধরে বসিয়ে দিলেন তাকে

সমাদ্দার। থাক থাক, প্রণাম করতে হবে না, এ পায়ে আর লো কোথায়।

দেখলেন নিরীক্ষণ করে। চন্দ্র আর একটা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে নিজে একটা ডেস্ক-এ ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। সমাদ্দার সরমার দিকে সকৌতুকে তাকালেন আবারও

তারপর এখানেই থাকবে ঠিক করলে?

সরমা মুখ তুলে তাকালো শুধু

চন্দ্র। (এরকম প্রশ্ন অপ্রত্যাশিত তাঁরও) সেই ব্যবস্থা মতই তা নিয়ে এলাম।

সমাদ্দার। বেশ। থাকা খাওয়া বাবদ ওর হাতখরচটাও এবার থেকে কাটান যাবে তাহলে,···তাতেও কুলোবে না, সি উইল হ্যাভ টু ওয়ার্ক মোর···।

চন্দ্র। ( হেসে ) এসব হিসেবনিকেশ পরে হবে'খন, ওপরে কোন ঘরে থাকবে পাঠিয়ে দিন, বিশ্রাম নিক আপাতত।

সমাদ্দার। ( ভুরু কুঁচকে ) এখানেই বা পরিশ্রমটা হচ্ছে কিসে ? ( তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সরমাকে নিরীক্ষণ করে ) সি লুকস্ বেটার, কোনদিন হয়ত বা সত্যিই সাইনটিস্ট হবে—হবেই বলছি না, হলেও হতে পারে—সি নিডেড দিস, পারহ্যাপস্ মোর··।

( আর্তচোখে সরমা তাকালো তাঁর দিকে। সমাদ্দার হাসতে লাগলেন )

সাধনার পথে দুঃখ বড় ভূষণ···কেমন সুন্দর কথাটা বললাম! এ ড্যাম্ জিনিয়াস্···চন্দ্র হাসছ যে ? ও, আরো কেউ বলেছে বুঝি ? বলবেই তো, সত্যিকথা সকলেই বলবে। ( হাসি ) যাও গিন্নি ; চন্দ্র বলছে তোমার বিশ্রাম দরকার—সে-ই তো মাতব্বর এখন এখানকার—করোগে বিশ্রাম যত খুশি—সিঁড়ি দিয়ে উঠে ডানদিকে তোমার ঘর—শিউশরণ!

শিউশরণের প্রবেশ

মাইজিকে নিয়ে যাও—।

আস্তে আস্তে উঠে সরমা চাকরের সঙ্গে ভিতরে চলে গেল

সমাদ্দার। ( মুখে হাসি নেই আর, গম্ভীর ) চন্দ্র—।

চন্দ্র। বলুন।

সমাদ্দার। এখানে এসো, বোসো।

সরমার পরিত্যক্ত চেয়ারটিতে চন্দ্র বসলেন

ওকে একমুহূর্ত বিশ্রাম দেবে না।

চন্দ্র। কিন্তু...

সমাদ্দার। আমি ডাক্তারও, ভুলো না অনেকদিন অনেক বিশ্রাম করেছে—কোল্ড রেস্ট—মাথা খারাপ হবার পক্ষে সেটাই যথেষ্ট।

নিঃশব্দে কাটল দু'চার মুহূর্ত। পূর্বোক্ত গবেষক তিনজন প্রবেশ করল

ইয়েস স্যারস্, কাম ইন্, আই অ্যাম গ্ল্যাড ছ্যাট ইউ আর পাংচুয়্যাল। নাও গো অ্যাহেড উইথ ইয়োর ওয়ার্কস্—ডোণ্ট ওয়েস্ট টাইম।

টক টক করে ভিতরে চলে গেলেন তিনি। চেয়ার দুটো যথাস্থানে সরিয়ে ফেলা হল। যে যার নির্দিষ্ট ডেস্ক-এ গিয়ে কাজে লাগল। চন্দ্র তাঁর ডেস্ক-এর সামনের হুক থেকে এপ্রন পরে নিলেন। সমাদ্দারও এপ্রন পরে তেমনি ব্যস্তভাবেই ফিরে এলেন আবার। সর্বপ্রথম সকলের বড় ডেস্কটি তাঁর, তাঁর পাশে চন্দ্র। ভিতরের দরজার কাছের ছোট ডেস্কটা শুধু খালি। প্রত্যেক ডেস্ক-এ বার্নার জ্বলছে, সলিউশান চাপানো হয়েছে—নিবিষ্টচিত্ত কর্ম-পরিবেশ। বেলা বাড়ছে।

সরমা প্রবেশ করল। পরনে এপ্রন। ধীর শান্ত। সকলেই কাজ ভুলে তাকালো তার দিকে। কেউ প্রত্যাশা করেনি তাকে। সেই ছোট শূন্য ডেস্কটার সামনে দাঁড়াল সে। সোল্লাসে সমাদ্দার এগিয়ে এলেন।

ডঃ সমাদ্দার। হ্যাল্লো। এসো এসো গিন্নি এসো। দ্যাট ইজ্ ফাইন। ( টক টক করে তার কাছে গিয়ে ) দেখো, না খাওয়া আধমরা কচি শিশুর মায়ের মত ওমনি একটা জ্বালা আর দরদ তোমাদের থাকাই চাই এই ল্যাবরেটারির জন্যে—বুঝলে ?

জায়গায় ফিরে এলেন আবার। দেখলেন সকলকে।

থামলে কেন তোমরা ? সময় নষ্ট কোরো না, গো অ্যাহেড উইথ ইয়োর ওয়ার্কস্।

কাজে মন দিল সকলে। সরমা তার বার্নার ধরিয়ে কাজ শুরু করল। সমাদ্দার হাতের টেস্ট টিউব খানিক নিরীক্ষণ করে সেটা স্ট্যাণ্ডএ গুঁজে রেখে আবার এগিয়ে গিয়ে টেলিফোনের রিসিভার টেনে নিলেন। অসহিষ্ণু হাতে নম্বর ডায়েল করলেন

( তারস্বরে ) মেডিক্যাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট ? সমাদ্দার বলছি। কি বাবা স্যাম্পলটা যে পাঠালাম সেদিন, ইমপ্রুভমেণ্ট কিছু দেখলে ? রাবিশ! তোমাদের রিপোর্ট পাঠাচ্ছ না কেন ? ঘুমিয়ে পড়েছিলে ?

রিসিভার রেখে দিলেন। হাসিখুশি মুখে একজনের সামনে দাঁড়িয়ে পড়লেন

কি ভুটা সাহেব, একটা সালফা ড্রাগ অ্যানালাইজ করতেই যে বছর কাটালে ? তোমার তড়চড়ানি কমাও একটু, নইলে বাপু কিছু হবে না।

পরের লোকটির দিকে চোখ গেল

তারপর আনন্দ। মুখখানা অমন গোমড়া কেন ? একি তোমার বিলিতি ডিগ্রী যে একটার পর একটা পকেটে পুরবে।

কাজ করো, সাম ডে দি ডেভিল পিপ্‌স ইন্‌ অ্যাণ্ড ইউ আর ফেমাস ওভার নাইট।

ঘুরে আবার সরমার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। তেমনি হাসিখুশি

দেখ গিন্নী আশী বছর বাঁচলুম আবার কি। যতদিন পেরেছি থামিনি—নিজেদের বেলায় এ যেন মনে থাকে তোমাদের।

স্বস্থানে ফিরে এসে

তোমরা···যারা কাজ করতে চাও—থেমো না, কাজ করো,—সময় নষ্ট কোরো না।

গমগম করে উঠল কণ্ঠস্বর। সকলে কাজ করছে একমনে। রাত হয়েছে। আলো কমে আসছে। ক্রমশ একেবারে অন্ধকার হয়ে গেল মঞ্চ। ধীরে ধীরে নতুন দিনের আলো জাগলো আবার। সবাই দাঁড়িয়ে আছে স্থির হয়ে, কেবল সমাদ্দার নেই। তাঁর ডেস্কএর সামনেই দেয়ালে সমাদ্দারের মস্ত একটা ছবি টাঙানো—ছবিতে ফুলের মালা। সমাদ্দারের ডেস্কএ এখন চন্দ্র দাঁড়িয়ে—তার পাশেই তার ডেস্কটিতে সরমা। কোণে সরমার প্রাক্তন ডেস্ক-এ নতুন একজন

চন্দ্র। ( সকলকে নিরীক্ষণ করে ) তোমরা···যারা কাজ করতে চাও, থেমো না, কাজ করো—সময় নষ্ট কোরো না।

সহসা সমাদ্দারের কণ্ঠস্বরই কানে এলো যেন সকলের। ফোটোর দিকে তাকালো নিজেদের অজ্ঞাতে। কাজে মন দিল তারপর। চন্দ্র কাজের মাঝে একবার গিয়ে টেলিফোন করলেন রিসার্চ ইনষ্টিটিউটে। সরমা কাজ করছে, কাজ করছে ভুটা-আনন্দও। বিভিন্ন কাজ, সমাহিত পরিবেশ।

ঘড়ির দিকে চেয়ে অন্য গবেষকেরা চলে গেল। সরমা কাজের ফাঁকে ফাঁকে লক্ষ্য করল, ডাঃ চন্দ্র কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছেন মাঝে মাঝে।

দুশ্চিন্তাগ্রস্তের মত মণ্টু প্রবেশ করল

মণ্টু। ( দরজার কাছ থেকে ) বৌদি—।

সরমা চমকে তাকালো। তারপর ডেস্ক ছেড়ে এগিয়ে এলো তার কাছে। চন্দ্র একবার দেখে নিয়ে কাজে মন দিলেন

( দ্বিধান্বিত ) অবিনাশদার অসুখটা বড় বেড়েছে বৌদি।

সরমা। ( ঈষৎ কঠিন কণ্ঠে ) বার বার তুমি এখবর নিয়ে আসো কেন মণ্টু? অসুখ বেড়েছে তার আমি কি করব—আমি তো ডাক্তার নই, হাসপাতালে যেতে বলো।

মণ্টু। ( আস্তে আস্তে ) হাসপাতালেই আছে। তুমি একবার দেখতে যাবে না বৌদি?

সরমা। না। আর একটা কথা মণ্টু, তুমি আর আমাকে বৌদি বলে ডেকো না।

নিজের ডেস্ক-এ চলে এলো সে। মণ্টু বেদনাহতের মত খানিক দাঁড়িয়ে থেকে চলে গেল। সরমা দেখে নিল, চন্দ্র মাথা নিচু করে কাজ করছেন। সরমা লেখায় মন দিল একবার। কিন্তু আবারও লক্ষ্য করল, চন্দ্র সলিউশন চাপিয়ে ভাবছেন কি। সলিউশন টগবগ করে ফুটছে।

মাস্টার মশাই—?

চন্দ্র। ( আত্মস্থ হয়ে ) হুঁ? বলো।

সরমা। আপনার শরীর কি অসুস্থ?

চন্দ্র। কই না। কেন বলো তো ?

সরমা। ক'দিন ধরে অন্যমনস্ক দেখছি আপনাকে···।

চন্দ্র। ( ঈষৎ হেসে ) ওটাই রোগ বোধহয়।

ঝুঁকে সলিউশন দেখতে গিয়ে দু'হাতে চোখ ঢেকে ফেললেন সরমা ত্রস্তে হাত বাড়িয়ে বার্নার নিভিয়ে, সলিউশনটা নাবালো

সরমা। চোখে লাগল ?

চন্দ্র দু'হাতে চোখ রগড়াতে লাগলেন

দেখব ·· ?

চন্দ্র। যাক, একটু জল নিয়ে এসো।

সরমা জল নিয়ে আসতে চোখে জলের ঝাপটা দিয়ে চোখ মু
ফেললেন

অনেক রাত হয়ে গেল, আজ চলি।

চোখ মুছতে মুছতে চলে গেলেন। সরমা কাজ ফেলে দাঁড়ি
রইল চুপচাপ। ভাবছে কি। হঠাৎ সচকিত হয়ে দেখ
দরজার কাছে দাঁড়িয়ে অপর্ণা—সাজসজ্জায় ঝকমক করছে

সরমা। ( একটু এগিয়ে এসে ) আপনি।

অপর্ণা। ( উৎফুল্ল মুখে ) খুব অবাক হয়ে গেলে তো ? চিনে
পেরেছ তা হলে ? ( হাস্যধ্বনি ) এলাম একবার দেখতে রো
এত রাত্রি পর্যন্ত কিসের এমন গবেষণা।···আর একজনকে
দেখচিনে যে ?

সরমা। ( শান্তমুখে ) একটু আগে বেরুলেন।

অপর্ণা। ও···(ব্যঙ্গ হাস্যে দেখল) তারপর তুমি কেমন আছ

সরমা। ভালো। বসবেন ?

অপর্ণা। নাঃ। তা সম্প্রতি সাইন্‌টিস্ট কি তোমরা দু'জনেই না—আরো কেউ আছেন ?

সরমা। আরো আছেন।

অপর্ণা। এত রাত পর্যন্ত খাটাও তাদেরও ?

সরমা। তাঁরা আগেই যান।

অপর্ণা। ও, তোমাদেরই বুঝি সহজে জ্ঞানের তৃষ্ণা মেটে না। (উচ্ছল হাসি। চারদিক দেখল)···জায়গাটি বেশ তো। তোমাকে বিরক্ত করলাম খুব, না ?

সরমা। না।

অপর্ণা। তোমার দাদা আবার বাইরে বসে আছেন গাড়িতে, চলি, কি বলো—?

সরমা। হ্যাঁ, আসুন। আর একটা কথা, আবার যদি কখনো এখানে আসেন অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন, এটা সায়েন্স ল্যাবরেটারি, স্টুডিও ফ্লোর নয়, নমস্কার।

শান্ত মুখে নিজের ডেস্ক-এ এসে কলম তুলে নিল। অপর্ণা অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করে দ্রুত চলে গেল

## সপ্তম দৃশ্য

আসন্ন সন্ধ্যা।

পুরীর সমুদ্র তীর।

সমুদ্রের জলে কালচে ছোপ ধরেছে, দূরের বড় ঢেউগুলো ক্রমশঃ ফুলছে, ফাঁপছে। জোরে বাতাস দিয়েছে, বালি উড়ছে। ঝড় আসবে। নীচের অল্প সংখ্যক নারী পুরুষের ঘরে ফেরার তাড়া। কিন্তু এরই মধ্যে অপেক্ষাকৃত নির্জন এক জায়গায় অপর্ণা চন্দ্র সমুদ্রের দিকে চেয়ে স্থির নিস্পন্দের মত দাঁড়িয়ে আছে। দূরের দুই একজন ঈষৎ অবাক হয়ে তাকে দেখতে দেখতে দ্রুত ঘরের দিকে চলে যাচ্ছে।

সমুদ্র ক্রমেই ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে, ঢেলগুলো গজরাতে গজরাতে ভাঙছে—তটভূমিতে আছড়ে পড়ে ক্রমেই যেন অপর্ণার দিকে এগিয়ে আসছে। অপর্ণার হুঁস নেই—শাঁ শাঁ বাতাসে শাড়ি উড়ছে—চুল উড়ছে—পায়ের কাছে জল এগিয়ে আসছে।
ঝড় উঠছে, প্রলয়ঙ্কর ঝড়। গোঁ গোঁ শব্দে সমুদ্র ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে।

দূর থেকে কার ক্ষীণ কণ্ঠস্বর ভেসে এলো: অপর্ণাদেবী—!!
কিন্তু অপর্ণার কানে গেল না। প্রাণপণ শক্তিতে নিজেকে সংবরণ করে সে দাঁড়িয়েই আছে। ছুটতে ছুটতে মণিময় এলো, একটা বড় ঢেউ এবারে কাছেই এগিয়ে আসবে মনে হতে সন্ত্রাসে হাঁচকা টানে অপর্ণাকে খানিকটা সরিয়ে নিয়ে এলো সে। অপর্ণার হুঁস ফিরল যেন।

মণিময়। আপনি এখানে। কি কাণ্ড, ঝড় এসে গেল।—ঘরে চলুন।

অপর্ণা। ঘর···ঘরে যাব। ( হঠাৎ উদ্‌গ্রীব ) হ্যাঁ, মণিময়বাবু ামি ঘরে যাব।

মণিময়। আমি হোটেলের কথা বলছিলাম, শূটিং শেষ হলে গা কলকাতায় ফিরবই সকলে।

অপর্ণা। শূটিং আর শেষ হবে না—আপনি যান—ওদের লে দিন।

মণিময়। ( সভয়ে ) কিন্তু এখন হোটেলে চলুন, ঝড় উঠেছে খছেন না—ঝড় থামুক।

অপর্ণা। ঝড় থামলে আর যাওয়া হবে না, আপনি এখন খান থেকে যা-ন মণিময়বাবু।

মণিময় যেন অপর্ণার মুখে আরো বড় ঝড়ের ইঙ্গিত দেখতে পেল। পায়ে পায়ে সে প্রস্থান করল। অপর্ণা আবার সমুদ্রের দিকে ফিরল। এই কল্পান্তক ঝড়ের গ্রাসের মধ্যে সে যেন আত্মাহুতি দিচ্ছে।

## অষ্টম দৃশ্য

চন্দ্রর বাড়ি

আরাম-কেদারায় অর্ধশয়ান ডঃ চন্দ্র। স্তব্ধ, গম্ভীর। উঠে পাশের টেবিল থেকে একটু হাতড়ে একটা চুরট নিয়ে আবার বসলেন।

সরমা ঘরে ঢুকল। মুখ তুলে তাকালেন ডঃ চন্দ্র। ঠিক যেন ঠাওর করতে পারলেন না।

চন্দ্র। কে? ( ভালো করে দেখতে চেষ্টা করলেন )

সরমা। আমি সরমা…।

চন্দ্র। ( ঈষৎ বিব্রত ) ও সরমা…এসো এসো…বোসো… ( টেবিল থেকে হাতড়ে দেশলাইটা খুঁজতে লাগলেন তিনি। সরমা তাঁর হাতের কাছ থেকেই দেশলাইটা নিয়ে হাতে দিল ) …ঠিক আছে…তুমি এ সময়ে?

সরমা। আপনার চোখ কেমন আছে?

চন্দ্র। ( চুরট ধরিয়ে ) এক রকমই…একটু কষ্ট হচ্ছে …।

সরমা। ডাক্তার কি বলেন?

চন্দ্র। …সেরে যাবে…।

সরমা। আপনি যাননি ক'দিন, বাড়িতেও ক'বার করে টেলিফোন করে পেলাম না…তাই এলাম একবার…।

চন্দ্র। এ ক'দিন বাড়িতে বিশেষ ছিলুম না। ( একটু

ভেবে হঠাৎ যেন জোর করেই বলে ফেললেন)···অবিনাশ হাসপাতালে আছে জানো?

(সরমা নিরুত্তর)

তার অসুখটা এবারে একটু বাড়াবাড়ি রকমের···।

সরমা স্থির নিশ্চল। তার দিকে চেয়ে তিনি হঠাৎ রুক্ষ কণ্ঠে বলেন

তুমি তাকে দেখতে যাচ্ছ না কেন?

সরমা নিরুত্তর। চন্দ্র উঠে কিছু একটা উত্তেজনা এবং অন্তর্দ্বন্দ্ব কাটাতে চেষ্টা করলেন যেন। তারপর শান্ত হয়ে বসলেন আবার।

দেখ, একটা কথা তুমি জানো না বোধহয়। বিপিন মারা যাবার অনেকদিন আগেই অবিনাশ এখান থেকে চলে গিয়েছিল···। তাকে নিয়ে তোমাদের মধ্যে আর যাতে অশান্তি না বাড়ে সেই জন্যেই চলে গিয়েছিল···।

সরমা। (অবাক বিস্ময়ে মুখ তুলে তাকালো এবার চন্দ্রর দিকে) কিন্তু—

চন্দ্র। দাঁড়াও।—আর বিপিনের মৃত্যুর খবরও সে সময়মত পায়নি। অসুখে ভুগছিল···হঠাৎ একদিন কাগজে দেখেছে কেস্ উঠেছে, তুমি হাজতে আছ—অসুখ নিয়েই ছুটে এসেছে।

সরমা। (অসহিষ্ণু কণ্ঠে) কিন্তু আমাকে তো বলেননি এসব কিছু?

চন্দ্র। ···আর অবিনাশের সেদিনের সাক্ষিতে শুধু তুমি কেন আমরা সুদ্ধু অবাক হয়েছিলাম—কিন্তু একমাত্র সে-ই স্থির বুদ্ধির

পরিচয় দিয়েছে—তোমাকে নিয়ে বিপিনের অশান্তিটুকুও সত্যি নয়—আদালতে সেটা প্রমাণ করতে গেলে শেষ পর্যন্ত কোন মীমাংসায় এসে পৌঁছানো যেত না…।

সরমা। ( ব্যাকুল কণ্ঠে ) কিন্তু আমাকে…আমাকে বলেননি কেন এতদিন ? আমি তো এসব জানতুম না কিছু ?

চন্দ্র। ( উঠে আবারও একটা প্রবল বেদনা আর সঙ্কোচ সামলে নিতে চেষ্টা করলেন ) না, তুমি জানতে না, তোমাকে জানানো হয়নি, তোমাকে বলা হয়নি কিছু।

সরমা বিমূঢ় নেত্রে চেয়ে আছে তাঁর দিকে। অবরুদ্ধ উত্তেজনায় চন্দ্র কাঁপছেন যেন

আমি বলিনি, আমি তোমাকে জানতে দিইনি। ভেবেছিলাম বিপিনের সঙ্গে অবিনাশও মুছে যাক তোমার জীবন থেকে—আর যেন তোমার পিছু টান না থাকে—আর যেন তোমাকে কোন ঘা খেতে না হয়—তোমার কাজ আর তোমার সাধনার মধ্যে এবারে যেন তুমি বেঁচে যেতে পারো—।

কিন্তু তা নয়, তা নয়, তা সত্যি নয়। যেদিন মণ্টু এসে তোমাকে খবর দিলে অবিনাশের অসুখ…আমি…আমি ··আমি অবাক হয়ে দেখলাম, অবিনাশের জন্যে নয়, তোমার জন্যে নয়, সমাদ্দারের ল্যাবরেটারির জন্যেও নয়—আমি—আমিই তোমাকে আগলে বসে আছি।

সরমা। ( আর্তকণ্ঠে ) মাস্টার মশাই।

চন্দ্র। সেই জন্যেই অন্যমনস্ক হয়েছিলাম সেদিন, সেই জন্যেই চোখে ফুটন্ত ওষুধ লেগেছিল···আমি আমার ভিতরের ওই মানুষটাকে অমন করে আগে আর কখনো দেখিনি সরমা, কিন্তু অপর্ণা দেখেছিল বোধহয়, অপর্ণা চিনেছিল···। যাক, তুমি এখন যাও সরমা, আমাকে ভাবতে হবে, চোখ ভালো হয়ে গেলেও সমাদ্দারের ল্যাবরেটারিতে আর আমার জায়গা আছে কি না ভেবে দেখতে হবে···।

নিস্পন্দ মূর্তির মত সরমা আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল।

ডাঃ চন্দ্র আরাম-কেদারায় ভেঙে পড়ে বাহুতে মুখ ঢাকলেন।

দরজার কাছে অপর্ণা এসে দাঁড়াল। দূর থেকে চুপচাপ দেখল একটু। শান্ত কমনীয়। আস্তে আস্তে কাছে এসে চোখের ওপর থেকে তার হাত নাবিয়ে দিতে গেল

কে? (চমকে উঠলেন)

অপর্ণা। (হেসে) দেখ, চিনতে পারো কি না।

চন্দ্র। ও অপর্ণা। (সহজ হতে চেষ্টা করলেন) পুরীর শুটিং হয়ে গেল এরই মধ্যে? কেমন হল?

অপর্ণা। চমৎকার হল। (স্নিগ্ধকণ্ঠে) তোমার চোখ কেমন এখন?

চন্দ্র। (চমকে) তুমি কোথায় শুনলে?

অপর্ণা। তোমাকে ল্যাবরেটারিতে পাব ভেবে স্টেশানে নেমে সরাসরি সেখানে গেছলাম। (হঠাৎ রেগে গিয়ে) কিন্তু তুমি আমাকে জানাওনি কেন? কি ভাবো তুমি আমাকে?

চন্দ্র। ডাক্তার দেখছে, সেরে যাবে···কিন্তু তুমি ল্যাবরেটারিতে গেছলে হঠাৎ?

অপর্ণা। (হাঁটু মুড়ে বসে তার কোলের ওপর দু'হাত রেখে হাল্কা আনন্দে) আমার খুশি। (হঠাৎ সুর বদলে) তুমি এমন কেন গো? কোনদিন চাওনি আমি এসব করে বেড়াই, কিন্তু মুখ ফুটে তবু একটিবার বলবে না কিছু? আমাকে আটকাবে না? বাধা দেবে না?

চন্দ্র। আমি তো কাউকে কোনদিন বাধা দিই না অপর্ণা।

অপর্ণা। কাউকে দেবে না বলে আমাকেও দেবে না? (একটু অপেক্ষা করে) যাকগে, ও পাট আমি বরাবরকার মত চুকিয়ে এসেছি, বুঝলে?

চন্দ্র নীরব, শুষ্ক

কি ভাবছ?

চন্দ্র। (ক্ষণেক স্তব্ধ হয়ে থেকে) কিন্তু আমিও খুব নির্দোষ নই অপর্ণা, যদি শোনো···

অপর্ণা। থাক, আর কিছু শুনে কাজ নেই।

চন্দ্র। আছে অপর্ণা আছে···সব শুনলে ঘৃণায় শিউরে উঠবে তুমি···আর ফিরে আসতে চাইবে না আমার কাছে।

অপর্ণা। (ধরা গলায়) চাইব, চাইব। সরমা এসেছিল এখানে···আমি সব শুনেছি···।

চন্দ্র। (তার পিঠে হাত রেখে) অপর্ণা!

অপর্ণা। হ্যাঁ গো হ্যাঁ, আমি সব শুনেছি—তুমি কিচ্ছু ভেবো না—আমার এই দুই চোখ দিয়েও তোমার চোখ ভালো করে তুলব—আবার তোমাকে আমি তোমার কাজের জায়গায় পৌঁছে দেব—আর তোমাকে আমি কোনোদিন ছেড়ে যাব না, কোন দিন না—। ( চন্দ্রর কোলের ওপর মুখ গুঁজল সে )

চন্দ্র। ( নিবিড় মমতায় তার পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। অস্ফুট কণ্ঠে ) অপর্ণা অপর্ণা অপর্ণা····· ।

## নবম দৃশ্য

ল্যাবরেটারি

বিকেল

প্রথম দুটো ডেস্ক খালি। অন্য সবকটা ডেস্ক-এ কাজ চলছে। কিন্তু কর্মে নিবিষ্ট নয় কেউ। সকলের চোখে মুখেই এক ধরনের অন্যমনস্কতা। অদূরে টেলিফোন কানে সরমা বসে আছে। বিবর্ণ বিষণ্ণ। কাজের ফাঁকে ফাঁকে সকলেরই চোখ সেদিকে। স্তব্ধ পরিবেশ।

সরমা। মণ্টু নেই···? আমি সরমা···আমি কাল থেকে অপেক্ষা করছি তার জন্য—একবারও টেলিফোন করল না তো? আচ্ছা, এলে অবশ্য আমাকে একবার টেলিফোন করতে বলবেন।

রিসিভার রেখে টেলিফোন বই টেনে নিল। আবার নম্বর ডায়েল করল।

আচ্ছা, আপনাদের এখানে হাসপাতালে অবিনাশ মুখুজ্জে নামে কোন পেশেণ্ট আছে?···একটু দেখুন না দয়া করে···কবে ভর্তি হয়েছেন তা তো বলতে পারব না।···নেই?

হতাশ মুখে রিসিভার নামিয়ে উঠে এলো দ্বিতীয় খালি ডেস্কটার সামনে।

আনন্দ। এভাবে তো খবর পাওয়া শক্ত···আচ্ছা চন্দ্র সাহেবকে একবার টেলিফোনে জিজ্ঞাসা করলে হয় না?

সরমা। ( দ্বিধা কাটিয়ে ) তুমি একবার দেখবে টেলিফোন করে আনন্দ ? দেখ না ?

আনন্দ ঈষৎ বিস্মিত নেত্রে তার দিকে চেয়ে থেকে পরে গিয়ে টেলিফোন তুলল

আনন্দ। ডঃ চন্দ্রকে চাইছি···অ্যাঁ ? আপ কৌন ?···আচ্ছা ···কব্···?

রিসিভার রেখে স্বস্থানে ফিরে এলো

ডাঃ চন্দ্র আর মিসেস্ চন্দ্র কালই কলকাতার বাইরে চলে গেছেন—শিগ্‌গির ফিরবেন না।

সরমা। ও···।

কাজে মন দিতে চেষ্টা করছে। কিন্তু পারছে না। উতলা হয়ে পড়ছে বার বার। অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছে। সমস্ত মুখে বেদনার ছাপ ও বিবর্ণতা। তবু চেষ্টা করছে কাজ করতে। আবহাওয়া আরো স্তব্ধ হয়ে আসছে ক্রমশ। সহসা মণ্টুর তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বরে সে স্তব্ধতা খান খান হয়ে গেল—উদ্‌ভ্রান্তের মত মণ্টুর প্রবেশ

মণ্টু। বৌদি! বৌদি! বৌদি!

সরমা। ( হঠাৎ ভয় পেয়ে ) ম··ণ্টু···।

মণ্টু। হ্যাঁ বৌদি—এই সমস্তটা পথ এক-রকম ছুটতে ছুটতে এসেছি আমি—সক্কলের আগে—সবার আগে আমি নিজের মুখে তোমাকে খবরটা দেব বলে—অবিনাশদা নেই—অবিনাশদা মারা গেছে—।

সরমা। ( অব্যক্ত আকুতি ) না মণ্টু···না···

মণ্টু। হ্যাঁ। এই কিছুক্ষণ আগে মারা গেল—আমি নিজে দাঁড়িয়েছিলাম সেখানে—মারা যাবার আগে তার চোখ দুটো খুঁজছিল কাউকে—মুখে বলতে পারেনি—চোখ দুটো শুধু ঘুরে ঘুরে খুঁজেছে—( আঙুল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ) এমনি করে ঘুরে ঘুরে —এমনি করে—এমনি করে।

( নির্মম আক্রোশে আঙুল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখালো )

সরমা। মণ্টু। না—।

আর্ত চিৎকারে মণ্টুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে গিয়ে মাটির উপর আছড়ে পড়ল সে—মণ্টু সবেগে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেছে। স্তব্ধ ল্যাবরেটারিতে সেই আর্ত চিৎকারের রেশ।

আস্তে আস্তে আলো নিভে গেল। সম্পূর্ণ অন্ধকার। আবার আলো হল ক্রমশ দিনের আলো। কর্মীরা স্থির দাঁড়িয়ে যে যার ডেস্কের সামনে।

সরমা সমাদ্দারের ডেস্কের সামনে দাঁড়িয়ে। আস্তে আস্তে সমাদ্দারের ছবির দিকে সকলে বার্নার ধরালো। তারপর নিরীক্ষণ করে দেখল একে একে সকলকে—একজন একজন করে প্রত্যেককে। ধীর শান্ত কণ্ঠস্বর শোনা গেল তারপর

**তোমরা যারা কাজ করতে চাও—থেমো না, কাজ করো—সময় নষ্ট কোরো না।**

**যবনিকা**